দৈনন্দিন

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ প্রীতিভাজনেষু—

বারো বৎসর পূর্বে 'দৈনন্দিন' আরম্ভ করিয়া যেভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আপনার উৎসাহ না হইলে শেষ করিতাম কিনা সন্দেহ আছে। সেই কথাটুকু স্মরণ করিয়া বইখানি আপনাকে উৎসর্গ করিলাম।

ব. ভ. ম.

মুখপাত

দাম্পত্য-জীবনের প্রথম কলহের অবসানে সেই প্রথম সন্ধি, —স্বামী হাত দু'খানি দু'হাতে ধরিয়া' মুখখানা কেমন একরকম, করিয়া মার্জনা চাহিল, লাগিয়াছিল বেশ, একেবারে এক নূতনতর অনুভূতি।

সুচারু সেই লোভে আবার কলহ করিয়া বসিয়াছে। সই কিরণলেখা, দাম্পত্যজীবনে তাহার সিনিয়ার, পরামর্শ দিয়াছে— "এইবার পায়ে ধরিয়ে ছাড়বি, বুঝলি ?"

উত্তর পাইয়াছে—"নিশ্চয়ই।"

কথাটা কেমন করিয়া স্বামীর কানে উঠিয়াছে। আজ তিনদিন ধরিয়া কথা বন্ধ। বাড়িতে চারিদিকেই অত্যন্ত গরমিল। পাচক বামুন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, কাঁই বা রাঁধে সে ?—ইনি যাহা ভালবাসেন ওঁর তাহা দু'চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরোজের খানসামা আর সুচারুর ঝি-এ সে ভাব নেই, অষ্টপ্রহর কথাকাটাকাটি। সুচারুর পেশোয়ারী বেড়াল—মিনি সরোজের জাপানী পুডল্—জিমির সমস্ত আব্দার-অনাচার এতদিন ভালো মনেই সহিয়া আসিতেছিল, কাল তাহার ক্ষুদ্র নাসিকায় একটি কাবুলী চপেটাঘাত ঝাড়িয়া পশু-চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে। কথা নাই, সুতরাং সরোজ সুচারুকে স্পষ্ট

কিছুই বলিতে পারিল না। তবে, বেড়ালের দিকে আঙুল উঠাইয়া যখন বলিল—“হাসপাতালের সব খরচ পাই পাই ক’রে তোর কাছে আদায় ক’রব!” তখন কিছুই অস্পষ্ট রহিল বলিয়া বোধ হয় না।

তাসের আড্ডায় আজকাল সরোজ বিমলকে বেশ মিষ্ট করিয়া শোনায়, “নতুন বিয়ে তো আমারও, তা ব’লে যে ঘড়ি দেখে হাজরি দিতে হবে”—ইত্যাদি। সুচারু সইকে বলে, “বেশ আছি ভাই,—খালি কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর, কেবলই বাজে কথা…”

রবিবার পড়িতে আজ ছয় দিন হইল। সরোজের জাপানী পুড্‌ল্‌টা হাসপাতাল হইতে খালাস হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সকালে সুচারু ঝিকে ডাকিয়া বলিল, “বিন্দি, নিয়ে আয় তো কুকুরটাকে। আহা, অবোলা জীব!…আজ হারামজাদি বেড়ালটার খাওয়া বন্ধ; আর, দেখিস্ যেন বাড়িতে না ঢোকে, আবার আঁচড়ালে-কামড়ালে আর কুকুরটা বাঁচবে না…”

বিকালে সরোজ খানসামাকে ডাকিয়া বলিল, “একবার ঝিকে ডেকে নিয়ে আয় তো…যেন ঝুঁটি ধ’রে নিয়ে আসিস্ নি… তোদের চেঁচামেচির জ্বালায় বাড়িতে টঁ্যাকা দায় হয়ে উঠেছে।”

ঝি আসিলে বলিল, “হ্যাঁগা বিন্দু, কি রকম আক্কেল তোমাদের?—সমস্ত দিন বেড়ালটাকে খেতে দাও নি, বাড়িতে

ঢুকতে গেলেই দেখ্-মার ক'রছ···আমার পাতে আজকাল মাছ-মাংস নেই, ওর কি খাওয়া হয় ?···যাও, তোমরা দুজনে ধ'রে ওটাকে বাড়িতে দিয়ে এস।”

বিন্দুকে খাটিতে হইল না, খানসামা পাঁচুই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ালটাকে ধরিয়া আনিয়া বিন্দুর কোলে দিয়া বলিল, “যা, নরম কোলের আরাম খেগে।”

বিন্দু হাসিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, “মরণ !”

সোমবার বিকালবেলা—আজ সাত দিন। কয়েকদিন গরমের পর একটা মিঠা ঝিরঝিরে হাওয়া দিতেছে। সুচারু উপরের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া একটা নভেল পড়িতেছিল। সরোজ উপরেই আশেপাশে কোথাও আছে। সুচারু কি পড়িল সেই জানে, হঠাৎ বইটা মুড়িয়া রাখিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। পায়ের কাছে জিমি শুইয়া ছিল, তাহাকে আদর করিতে লাগিল।

জিমির অত্যন্ত স্ফূর্তি—যা করিয়া কাটিয়াছে এ-কটা দিন! চরকির মত সমস্ত ঘরটা ঘুরিয়া আসিয়া প্রভুপত্নীর পায়ে লোমশ মুখটা চাপিয়া ধরে, আবার ছুট্। একবার বুড়া আঙুলটা দাঁতে একটু চাপিয়া আদরটা আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইল। সুচারু বলিল, “আ মর! কামড়াবি নাকি ?”

কথাটা বলিয়া সুচারু একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল।···

ধরো,—পায়ে কুকুরে কামড়াইয়াছে—বাড়িতে ডাক্তার বৈদ্যের ভিড়···স্বামীই তো ডাক্তার!···যেন দেখা যায় আলতাপরা রাঙা পা'টি হাতে তুলিয়া ধরিয়াছে···সই কিরণলেখার পরামর্শের কথা মনে পড়ে···

জিমি চক্র দিয়া আসিলে ডান পা'টি একটু বাড়াইয়া দিল, কিন্তু সে হাঁ করিতেই টানিয়া লইয়া বলিল, "দূর হ' ; হ্যাঁ, শেষে পাগল হ'য়ে ম'রতে যাই আর কি!"

জিমি খেলিতে লাগিল; সুচারু ভাবিতে লাগিল।···শেষে হাতের চুড়ি থেকে একটা সেফ্‌টিপিন্ খুলিয়া লইয়া আঙুলে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর ধারটা পায়ের বুড়া আঙুলে দু'একবার পরীক্ষা করিল। কী-ই বা এমন বেশি লাগে? এই তো সেদিন একটা ইন্‌জেক্‌শন লইল,—পিঁপড়ের কামড়।

চমৎকার বিকালটি। পাশে জুঁইফুল ফুটিয়াছে।···স্বামীর শুক্‌না মুখখানি মনে পড়ে···

* * * *

"উঃ", বলিয়া জোরে একটা আওয়াজ হইল।

"কি হোলো?" বলিয়া স্বামী ছুটিয়া আসিল।

"জিমি!"—বলিয়া পাটা টিপিয়া ধরিয়া সুচারু ঘাড়টা বাঁকাইয়া লইল।

স্বামী সভয়ে পা'খানি দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কামড়ে দিলে! ওরে পাঁচু, আমার বাক্সটা শীগ্‌গির নিয়ে আয়···"

"কামড়ে দিলে !"

পায়ের কাছে, শাড়ির চওড়া পাড়ের নিচে একটা সেফ্‌টি-পিন্‌ নজরে পড়িল। হাতে লইয়া দেখিল—মুখটিতে যেন একটু রক্তের দাগ। আর কেহ বোধ হয় টের পাইত না, কিন্তু ডাক্তার-স্বামীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইল না। মানভঞ্জনের পণের কথাটা মনে পড়িল···ডান হাতের উপর পা'টি এলাইয়া রহিয়াছে।···এটা কুকুরের কামড় ?···সুচারু তাহাকে এতই বোকা ঠাহর করিল !

কিন্তু তেমন অবস্থায় পড়িলে বোকা সাজাই বুদ্ধিমানের কাজ। সরোজকুমার একটু রাগ করিয়া বলিল, "দেখ তো কাণ্ড ! তুমি বুঝি এইটে দিয়ে আবার পরখ করতে গেলে কতটা দাঁত ফুটিয়েছে ?"

সুচারু সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "দেখো, ও দুটোতে আবার মাখামাখি করছে ; মিনি রাক্কুসী দেবে বুঝি জিমিটাকে আবার আঁচড়ে !···"

স্বামী, মিনি-জিমির সন্ধি উৎসব একবার নিশ্চিন্ত মনে দেখিয়া লইয়া বধূর পাখানি বুকের কাছাকাছি তুলিয়া ধরিয়া গভীর সমবেদনায় পরীক্ষা করিতে লাগিল।

[১৩৪০]

অসপত্না

সরোজ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। পায়ের কাছে জাপানী কুকুরটা নানাভাবে আদর আদায়ের চেষ্টা করিতেছে, এবং ক্রমাগতই অকৃতকার্য হইয়া মাঝে মাঝে থামিয়া মুখের দিকে চাহিতেছে। অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে বসিয়া থাকিয়া সরোজ টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইল। কনেক্‌শন্ পাওয়া গেলে ডাকিল—"হ্যাল্লো, সমর নাকি ?"

"কে ? সরোজ ?"

"হ্যাঁ। যাওয়া হ'ল না ভাই ; মস্ত বড় বাধা উপস্থিত।"

অতিমাত্র শঙ্কিত-কণ্ঠে উত্তর হইল—

"সে কি ! আসতে পারবি নি ? সর্বনাশ ! আমি তো তাহ'লে একেবারে অকূলে প'ড়ব। শুধু শীলা আর তার বোনেরা আসবে না, শীলার মাদার্ পর্যন্ত বুক্‌ড্ হয়েছেন—এইমাত্র টেলিফোনে শীলা খবর দিলে,—ভাবী জামাতার গৃহস্থালী সম্বন্ধে ধারণাটা পাকা ক'রে নিতে চান আর কি। ভয়ঙ্কর নার্ভাস হ'য়ে পড়েছি। জানিসই তো—মুখচোরা মানুষ, একা শীলার জন্যই কথা জুগিয়ে উঠতে পারি না—তার উপর ভাবী শালা, ভাবী শাশুড়ী—এই অগ্নি-পরীক্ষায় তুই আমায় একা ফেলে রাখবি বলচিস্ ? তুই আসবি ভরসা দিয়েছিলি বলেই সবাইকে নিয়ে আসতে বললাম শীলাকে, একটু দরদ নেই অভাগার প্রতি ?"

"তোর প্রতি যে আছেই দরদ এমন দিব্যি করতে পারি না, তবে তোর শাশুড়ী-ঠাকরুণ যাদের নিয়ে আসছেন তাদের সম্বন্ধে তো এ কথা খাটে না ?—কিন্তু কোন উপায় নেই ভাই।·· আমায় মার্জনা করতেই হবে।"

"এমন কি উৎকট ব্যাপার হ'ল যে···?"

"বৌ-য়ের পাঁচ দিন পরে মানভঙ্গ হ'য়েছে···"

"এই ?—আরে—এ তো খুব ভালো কথা—এই ব্যাপারটা নিয়েই তো একটা আলাদা উৎসব করা চলে ; তাঁকে সুদ্ধু নিয়ে আয় না।"

"উৎসবেরই যুগ্যি ব্যাপার তো—ওঁরও ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় তাই মত। তবে গোলমাল বেধেছে রুচি নিয়ে। ওঁর উৎসবের আকারটা নেবে আজ ম্যাটিনী-শোতে সিনেমা দেখা। সব ঠিকঠাক ক'রে—অর্থাৎ সব ঠিকঠাক করবার জন্যে এ গোলামকে হুকুম ক'রে—তিনি এই মাত্র প্রসাধন করতে গেলেন।"

"তুই বললি নি যে তোর এখানে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে ?—সেটুকু বুদ্ধি বা সাহস···"

"সেটুকু দুর্বুদ্ধি বা দুঃসাহস হ'য়েছিল বৈকি, এবং তাইতেই মামলা আরও কেঁচে গেছে। এ-জাতকে তো চেন না ভাই। চিন্‌তে তো বুঝতে এটা ঠিক ওঁর সিনেমার টান নয় ; এ এই অধমকে তোমার শালীব্যূহ থেকে টেনে রাখার ফন্দি মাত্র।"

"ঈর্ষা নাকি ?—বেদখল হ'য়ে যাবে ?"

"চুপ্‌, জুতোর সরু গোড়ালির গুরু আওয়াজ পাচ্ছি।... ক্ষমা...নাচার...এক্কেবারে..."

রিসিভারটি হ্যাঙ্গারে টাঙাইয়া রাখিয়া বধূর সঙ্গে সিনেমাটা খুব উপভোগ করিবে—এই ভাবটা মুখে ফুটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একটু পরে।—

"হ্যাল্লো,—সমর ?"

"সরোজ নাকি ?"

"মনটা বড় ভারী হ'য়ে র'য়েছে। বিশ্বাস ক'রলিনি কথাগুলো ?"

"বৌ কোথায় ?"

"শাড়িটা ঠিক ম্যাচ্‌ করেনি ব'লে মনে খুঁৎ ধরিয়ে সরিয়ে দিয়েছি একটু ; আজ শাড়ি সম্বন্ধে আমারই পছন্দর কথাটা খাটবে কিনা।...বলছি—কথাগুলো আমার করলি বিশ্বাস ?—মনটা সত্যি বড় ভারী হ'য়ে রয়েছে...একে তুই এ সব ব্যাপারে নিতান্ত অসহায়..."

"ভার লাঘব করবার উপায় সন্ধান করছিলাম—আজকাল স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্‌ খুব স্টাডি করছি কিনা—সন্ধান পেয়েছিও বলা চলে।"

"কোথায় ?"

"তোর গিন্নির কাছেই।"

"মানে ?"

"মানে,—যে অস্ত্রটা মারণ-অস্ত্র সেটা আবার রক্ষাও করে জানিস তো ?"

"অস্ত্রটির নাম ?"

"বর্তমান ক্ষেত্রে তার প্রয়োগবিধিটা বলে দিচ্ছি মাত্র—তাই থেকেই নামধাম সব টের পাবি ;—যেমন বলব ঠিক সেইরকমটি করা চাই কিন্তু,—শোন্ তবে…"

আর একটু পরে।

সমরের নিকট হইতে অস্ত্রটি সংগ্রহ করিয়া সরোজ নিরীহভাবে বসিয়া আছে, ম্যাচ করা শাড়ি পরিয়া স্থচারু সামনের সোফাটাতে আসিয়া বসিল। তাহার বেড়ালটা কুকুরটাকে খেলায় উৎসাহিত করিবার জন্য তাহার গালে একটা আদরের থাবা মারিল। সরোজ একবার বিহ্বল প্রশংসায় বধূর পানে চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"কি, 'বিচিত্রা'তে যাওয়াই ঠিক হ'ল ?"

"হ্যাঁ, কেন ?"

" 'বিচিত্রা' আমার একটু একঘেয়ে হ'য়ে পড়েছে। 'রূপালি'তে 'বিজয়া' দেখাচ্ছে। ওতে ইয়ে যে পার্ট করেছে—ঐ যে গো—দিব্যি নামটা মেয়েটার…"

স্থচারু মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"খুব ভালো করে বুঝি ?"

"চমৎকার, যেমন স্টেজস্যুটিং চেহারা, তেমনি···"

আরও গম্ভীর কণ্ঠে প্রায় আদেশই হইল—"'রূপালি'তে যাওয়া হবে না।"

"তাহলে 'ছবি-ছায়া'-য় চলো। সাহানাদেবী মর্জিয়ানার রোলে—সে নাকি স্থপার্ব হয়েছে!—আমার এক বন্ধু বললে—মনে হয় যেন আরব্যরজনার যাদু-কার্পেটে ব'সে উড়তে উড়তে চলে গেছি বাগদাদের সেই···"

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে স্থচারু বলিল—" 'বিচিত্রা'তেই যাওয়া ঠিক।"

সরোজ যেন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া থামিয়া গেল। একটু অপ্রতিভভাবে (অভিনয় করিয়া কি?) তাড়াতাড়ি বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই চলো।···দাঁড়াও, ফোনে একটা বক্স রিজার্ভ করে নি।···হ্যাল্লো,—'বিচিত্রা'?"

স্থচারু একটু আগাইয়া আসিল। ওদিক থেকে সমর উত্তর দিল।···"হ্যাঁ, 'বিচিত্রা'।"

"আজ আপনাদের সেই একই প্রোগ্রাম, না বদলেছে?"

"না পরশু থেকে চেঞ্জ. তবে আজকে একটু ভেরাইটি শো আছে।"

"ভেরাইটি?—কি?"

বেশ জোরে কথা, স্থচারু কানটা একটু সরাইয়া আনিল।

"অরুণা গুহ আর আরতি সেনের ওরিয়েণ্টাল ডান্স, আর .."

সরোজ আত্মবিস্মৃতভাবে উৎসুক, হাস্যদীপ্ত মুখে প্রশ্ন করিল—"আরতি সেন !! ঠিক বলছেন তো ?"…

আরতি সেন !! ঠিক বলছেন তো ?

তাহার পর মাউথ্‌পীস্‌ হইতে মুখটা সরাইয়া উৎফুল্ল হইয়া বধূকে বলিল—"ওগো, আরতি সেন আজ ওরিয়েণ্টাল ডান্স্‌ দিচ্ছে…।"

অন্ধকার মুখ হইতে মেঘমন্দ্রস্বরেই প্রশ্ন হইল—"কে হচ্ছেন তিনি একটু জানতে পারি?"

"তুমি চেন না! লরেটোর ছাত্রী—যেমন স্টাইল, তেমনই নাচের উপযোগী অংগসৌষ্ঠব, তেমনি ডেলিকেট মুখশ্রী! অনেক দিন আগে একবার নিউএম্পায়ারে দেখেছিলাম, তারপর কত খোঁজ নিয়েছি—ক—ত চেষ্টা ক'রেছি···ভাগ্যে তুমি 'রূপালি' কিম্বা 'ছবিছায়া'-তে যাওয়া বন্ধ করে দিলে, নৈলে এবারেও ফাঁকি পড়তে হোত···"

সুচারু সোফার ওদিকে একটু সরিয়া গেল। রগ দুইটাতে আলগাভাবে আঙুল টিপিয়া বলিল—"মাথাটা যেন একটু ধ'রেছে।"

"ও সেরে যাবে'খন—আরতি সেনের নাচ একটু দেখলেই" —বলিয়া মাউথপীসে মুখ দিয়া বলিল—"শুনছেন?—দুখানা সীট রিজার্ভ রাখতে হবে—যত কাছে পাওয়া যায়।"

সমর উত্তর দিল—"অরকেষ্ট্রায় দুটি আছে।"

"অরকেষ্ট্রায়? হুর্‌রে! দেখবেন মশাই, আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বেরুচ্ছি···কুড়ি মিনিট?···না, অত লাগবে না, পনের থেকে ষোল মিনিটের মধ্যে এসে প'ড়ব।"

হাতের তেলোয় মাথাটা ধরিয়া সুচারু 'উঃ' করিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিল, বলিল—"একটু বাড়ল যেন; আমি ঘণ্টা খানেকের আগে বেরুতে পারব না।"

সরোজ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সুচারুর মাথাব্যথার জন্য নহে,

দরকারও ছিল না ;—আরতি সেনের জন্য। মাউথপীসে মুখ দিয়া ব্যগ্র প্রশ্ন করিল—"হ্যাল্লো, শুনুন, ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে পারবেন না ?—হঠাৎ একটা বাধা পড়ে গেল।··· পারবেন ?—থ্যাঙ্কস্,—না হলে বড়ই নিরাশ হতাম মশাই। সিনেমা খানিকটা বাদ যায়, ক্ষতি নেই ;—নাচের আগেই এসে পড়ব আমরা।"

"উঃ, বাবাগো!" বলিয়া সুচারু সোফার পিঠে মাথাটা লুটাইয়া দিল, কষ্ট এবং আরও একটা কি মিশ্রিত স্বরে বলিল—"নাঃ—বারণ করে—দাও—উঠতে পারছি না···উঃ, না হয়—না হয়—আরতি সেনের অঙ্গসৌষ্টভ আর নাচ—দেখা হোল না বলে তেমন অসহ্য রকম নিরাশ হও—তো—একলাই না হয় যাও··· উঃ—বাবারে !···"

* * * *

আর একটু পরে।

"হ্যাল্লো,—সমর ?"

"কে, সরোজ ?"

"হ্যাঁ, 'বিচিত্রা'র ফাঁড়া কেটে গেছে ; তোর অস্ত্রটা খুব কাজ দিলে। কিন্তু আবার মানের পালা শুরু হল। গৌরচন্দ্রিকা হ'য়ে গেছে,—মাথাব্যথা ; এখন বাপের বাড়ি যাওয়ার আঁখর চলেছে,—নানান্ সুরে···"

"ও সামলে নেওয়া যাবে'খন ; আসছিস্ তো ?

হ্যাঁ,—বিকেল পর্যন্ত,—শ্বশুরবাড়ির পথ হ য়ে···"

"মাথাব্যথা"

(পাঁচ দিন মান-অভিমানের পর····)

সরোজ আসিল। সাধারণত যতটুকু সময় লাগিবার কথা বা লাগিলে মানাইত তাহার চেয়ে ঢের কম সময়ের মধ্যেই আসিয়া শ্বশুরালয়ে হাজির হইল। আমার পুরুষ পাঠকেরা কি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন ?···আর তা আসিলও ঝড়বৃষ্টি এক-রকম মাথায় করিয়া। বড় শ্যালিকা বড়দিদি বলিল—"যখন পথ ভুলে এসেছই সরোজ, তখন আজ রাত্তিরে আর যাওয়া হবে না।···না, না, ওজর-আপত্তি কিছুই শোনা হবে না।···শুনছ, বাবা, তোমার সেজ জামাইয়ের কথা ?—উনি আজই ফিরে যাবেন !"

সরল বৃদ্ধ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"সে কি হয় ?—এই দারুণ দুর্যোগে কি কেউ বেরোয় বাড়ি থেকে ?"

শ্বশুরের ভীমরতি হইয়াছে, ওঁর কথা কেউ ধরে না ; তবুও এ দুর্যোগে বাড়ির বাহির হইয়া শ্বশুরবাড়ি আসার জন্য সরোজ একটু লজ্জিত হইল।

কিন্তু 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও' থাকিয়া গেল।

মিলন রজনীর অবান্তর কথাগুলি বাদ দিলাম। এ-কাহিনীর পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই নিম্নে দিয়া দিতেছি।—

সরোজ--"কাল সকালেই যাচ্ছ তা'হ'লে?"

সুচারু—"একেবারে কাল সকালেই? এঁরা সব কি মনে করবেন তা'হ'লে? সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এঁদের তো ধারণা রাগ করেই এসে পাঁচদিন ব'সে আছি। তুমি এলে আর সংগে সংগে ফিরে যাওয়ার জন্যে গাঁঠরি-গুঁঠরি বেঁধে তোয়ের হ'য়ে পড়লাম!···না বাপু, বড্ড লজ্জা করে আমার।"

"না, ওসব কিছু শোনা হবে না। বাড়িটা খাঁ খাঁ ক'রছে, এক্কেবারে মন টিকছে না।"

"আমারই এখানে যেন কত মন টিক্‌ছে! কিন্তু···আচ্ছা এক কাজ কর না,—তুমিও কালকে থেকে যাও না।"

"বেশ! আমিই বুঝি লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে ব'সে আছি। --পাঁচদিন খবর পর্যন্ত নিলে না, এ'ল তো ন'ড়তেই চায় না!"

একটু চুপচাপ গেল! সঙ্কট অবস্থা। উভয়ের পক্ষেই সঙ্কট বলিয়াই পরস্পরের মুখ চাহিয়া উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। সুচারু বলিল—"না, হাসি নয়, একটা উপায় ঠাওরাও।"

"তুমিই বলো না। আমি একটু মোটাবুদ্ধি।"

সুচারু সন্দেহের চক্ষে একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিল, প্রশ্ন করিল—"কে ব'ললে ও-কথা?"

স্বামী হাসিল না। চোখ কপালে তুলিয়া মনে করিবার অভিনয় করিয়া বলিল—"মন্দা কবে যেন একদিন ব'লেছিল।"

আবার খানিকটা নীরবে কাটিল। কথাটা সুচারুরই,—স্বামীর কাছে কি করিয়া পৌঁছিয়া গেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে

একটা লুকোচুরি চলিতেছে। ভিতরে জানাজানি হইয়া গেলেও বাহিরে কেহ ধরা দিতে নারাজ।

সুচারুই প্রথমে কথা কহিল, একটু পরে হাসিয়া বলিল—"যদি বলেই থাকে তো মিথ্যা বলেনি।...ওইতো ওদের জামাই —অমন হাঁদাগঙ্গারাম, কথা কইতে জানে না—কখন্ একটা বেফাঁস ঠাট্টা ক'রে ব'সবে—শ্বশুর-শাশুড়ি পর্যন্ত সন্ত্রস্ত যেন; কিন্তু পরিবারকে নিয়ে যাওয়ার বেলা একেবারে বদলে গেল, সে-মানুষই নয়,—সব বাড়ি একদিকে, সে একদিকে—কি রকম কথার বাঁধুনি! মিনতিও আছে আবার জোরও আছে—মেয়ে পাঠাতে পথ পায় না সব!"

একটু পরে চক্ষু নত করিয়া একটু অভিমানের স্বরে বলিল—"তার মানে মন থেকে ভালোবাসে পরিবারকে। বোকাসোকা মানুষ—মর্জিয়ানাকেও জানে না, ওরিয়েণ্টাল ডান্সের আরতি সেনকেও জানে না; একটিকেই ভালোবাসে, আর তাকেই কাছে কাছে রাখবার জন্যে আকুলি-বিকুলি।"

—শেষের দিকে অভিমানে স্বর একেবারে গাঢ় হইয়া আসিল।

রীতিমত সমস্যা।—

সরোজ লইয়া যাইবার জন্য পাগল, সুচারুরও আর একদণ্ড মন টেঁকিতেছে না, সরোজ চলিয়া গেলে সে যে কি করিয়া থাকিবে ভাবিয়াই পাইতেছে না। দুইটা মানুষের আজ প্রায় সপ্তাহখানেক ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ, মুখদেখাদেখি

নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ যেই দেখা হইল অমনি এত ভাব হইয়া গেল যে আর একটা দিন তর সহিল না! একটা চক্ষু-লজ্জার বিষয় তো?—বাবা রহিয়াছেন, মা রহিয়াছেন, বড়দিদি রহিয়াছেন। কি মনে করিবেন? আর রহিয়াছে ছোট শ্যালিকা মন্দা—ছল ধরিবার জন্য সর্বদা ওৎ পাতিয়াই আছে।

ওদিকে বাবা, মা, বড়দিদি যদিও জানেন সবই তবু মুখ ফুটিয়া তো আর যাইতে বলিতে পারেন না মেয়েকে?

পরের দিন সকালে চা পান করিতে করিতে কথাটা পাড়িল সরোজ। সুচারু ভিন্ন আর সবাই ছিল। দু'একটা চুমুক দিয়া বাটিটা নামাইয়া বলিল—"ইয়ে—বলছিলাম যে···"

সকলে মুখের দিকে চাহিতে সঞ্চিত শক্তিটুকু লুপ্ত হইয়া গেল। আবার গোটা দুই চুমুক, তাহার পর কাহারও পানে না চাহিয়া—"বলছিলাম যে ওদের শরীরটা—মানে, মাথার ব্যথাটা সারতে চাইছে না—আজ ছ'দিন হ'য়ে গেল···"

ভীমরতি হওয়ার জন্যই হোক অথবা ঋষিতুল্য হওয়ার জন্যই হোক, শ্বশুর বিস্মিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"কার কথা বলছ তুমি?"

বড়দিদি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল,—বাবা যদি একটুও ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রশ্ন করেন! তাড়াতাড়ি বলিল—"সরোজ সুচুর কথা বলছে বাবা। ঠিকই তো, মাথাব্যথা ক'রছে বলে ধর্মতলা

থেকে এখানে এল, এখনও তো...”

“সারে নি!” বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু হইতে চশমা সরাইয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত জ্যেষ্ঠ কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“আমি জানি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, ভালোই আছে...”

“তোমাকে আর একটু কেক্ এনে দি সরোজ—” বলিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন। অবশ্য যা কেক্ সামনে আছে সেটুকুই গলা দিয়া নামানো সরোজের সমস্যা হইয়া উঠিতেছিল।

বড়দিদি বলিল—“হ্যাঁ, তোমায় জানিয়ে আবার ভাবনায় ফেলুক—সেই জন্যেই লুকিয়েছে; বাইরে বাইরে হাসি-খেলা নিয়ে আছে—তোমার সামনে থেকে সরলেই আমরা দেখি শুয়ে আছে, কি মাথা টিপে ব’সে আছে।”

বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—“না, এযে ভাবনার কথা!”

হাঁক দিলেন—“সুচু!”

সুচু বারান্দায় দোরের পাশে ছিল। পা টিপিয়া-টিপিয়া নিচে নামিয়া গেল। উত্তর পাওয়া গেল না।

ছোট ভাই রথীশ চেয়ারের হাতলে ভর দিয়া উঠিয়া বলিল—“ডেকে আনব?”

মন্দা ঠোঁটের নানারকম সূক্ষ্ম কসরৎ করিয়া একটা হাসিকে চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল। গম্ভীর হইয়া বলিল—“হ্যাঁ, বাবা তাকে ধমক দিন, আর তুমি তামাসা দেখ: এমন কুচুটে বুদ্ধি তোমার হ’য়েছে কেন রথী? দিদি হয় না?”

খানিকক্ষণ চুপচাপ গেল। নানাভাবে যে যার চিন্তায় মগ্ন।

বড়দিদিই মৌন-ভঙ্গ করিল; বলিল—"তা হ'লে উপায় কি বলো, সরোজ? তুমি নিজেই ডাক্তার তো।"

ডাক্তার ভাবিতেছিল এ অবস্থা থেকে পিছাইয়া যাইবে কি অগ্রসর হওয়াই বিধেয়। চায়ের বাটি থেকে একবার চক্ষু তুলিয়া বড় শ্যালীর দিকে চাহিল। না;—কোথাও কোন রকম চাতুরীর চিহ্ন নাই, তাহার নিজেরই ভ্রম। শ্যালীর মুখে একটি গভীর দুশ্চিন্তা আর নিবিড় সহানুভূতির ছাপ। সরোজ অগ্রসর হওয়াই স্থির করিল। তাহা ভিন্ন এত তোড়জোড় করিয়া একটা গড়া সুযোগ নষ্ট হইলে আবার বিশবাঁও জলে।

বলিল—"একটু চোখে চোখে রাখা দরকার,—দস্তুরমত চার্ট ক'রে অবসার্ভ করা উচিৎ কখন মাথা ব্যথাটা আসছে, কখন যাচ্ছে, টেম্পারেচার উঠছে কিনা, রাত দিনের মধ্যে কখন, তারপরে ব্যথাটা একটা জায়গা নিয়ে রয়েছে কি মাথার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় শিফ্‌ট ক'রছে—ডায়েট্‌টাও রেগুলেট্‌ করা দরকার। মানে যখন এরকম ভাবেই চলেছে ক'দিন ধরে, তখন আর অবহেলা করাটা ভালো দেখায় না।"

ব্যবস্থার ফিরিস্তি দেখিয়া বড়দিদিও ভিতরে ভিতরে চিন্তিত হইয়া উঠিল, এমন কি অমন যে মন্দা—সেও। পিতা তো অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। চশমা খুলিয়া সবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তা হ'লে!—সুচুর লুকুনো তো তবে অন্যায় হ'য়েছে সুনু! একটা নার্স তাহ'লে তো এন্‌গেজ ক'রে ফেলা দরকার, মা..."

সরোজ টি-পট হইতে চা ঢালিয়া লইতেছিল, হঠাৎ হাত কাঁপিয়া খানিকটা টেবিলে পড়িয়া গেল।...মন্দা হাসিয়া ফেলিল। চা সম্বন্ধেও খাটে আবার সুচারুকে লইয়া যাওয়ার কৌশল সম্বন্ধেও খাটে এরূপ ভাষায় কহিল—"এত সাবধান হ'য়েও সামলান গেল না, জামাই বাবু ?"

সামলাইল বড়দিদি; বলিল—"নার্স এন্‌গেজ করাটাই কি সুবিধের হবে বাবা ? সরোজ নিজে ডাক্তার, ও যেমন এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঠিক ক'রে ধ'রতে পারবে—একটা নার্স কি সেরকমভাবে পারবে কখন ?"

অতি নিকটের কথা বলিয়াই মনে পড়ে নাই। বৃদ্ধ বেশ একটু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন, সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, সে তো ঠিক, তবে আমি বল্‌ছিলাম—সরোজ বেটাছেলে, ওকি অত হাঙ্গাম পোয়াতে পারবে ? তাই..."

কন্যা বলিল—"বেটাছেলে হ'লেও ডাক্তার তো বাবা, সরোজের ওই কাজই যে। টাকা দিচ্ছে ব'লে অপরের বেলায় ক'রবে, আর নিজের..."

মন্দা সুযোগ খুঁজিতেছিল, বলিল—"সে-খুঁৎটুকুই বা রাখবার কি দরকার, বাবা ? নার্সকে যে টাকাটা দিতে, তোমার জামাইকেই না হয় সে টাকাটা দিয়ে দিও। খোঁটা খেতে যাব কেন আমরা ?"

একটা হাসির মধ্যে দিয়া সমস্যাটা যেন কটিয়া গেল।

একটি মানুষ বারান্দার দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল; মাঝে

এত সাবধান হ'য়েও সামলান গেল না, জামাইবাবু ?

নামিয়া যায়, আবার আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; আর কেহ এটা না জানিলেও, কোন এক সূক্ষ্ম অনুভূতির

সাহায্যে সরোজ সমস্তটাই জানে।...সে-বেচারির মানটা একটু বাড়াইয়া দেওয়া যাক্ না...

বড় শ্যালীর পানে চাহিয়া বলিল—"কিন্তু তোমার বোন যে মোটেই যেতে রাজি নয়; বলে, বাবাকে ছেড়ে থাকতে আমার মোটেই মন সরছে না।"

বৃদ্ধ প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে চশমাটা সরাইয়া বলিলেন—"সে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলব'খন। শরীর অবহেলা ক'রলে তো চ'লবে না।...ভালো হ'য়ে গেলে আবার তখন আসবে। বাবা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ডেকে বুঝিয়ে ব'লে দিচ্ছি...মা সুচু!"

খুব সন্তর্পণে একটি মানুষ পা টিপিয়া-টিপিয়া বারান্দা বাহিয়া সিঁড়ির অর্ধেকটা পর্যন্ত নামিয়া গেল। সেখান হইতে উত্তর করিল—"যাই বাবা! আমায় ডাকছেন আপনি?"

দ্রৌপদী

দৃশ্য সরোজের বাটী।

চমৎকার লাগিতেছে প্রভাতটি আজ, মনে হইতেছে কাল পর্যন্ত এই কটা দিন দিবসের গোড়ায় প্রভাত বলিয়া জিনিসটা যেন ছিলই না।...সুচারু চা করিয়া দিতেছে—টুং টাং টিং শব্দ,—সব সরঞ্জামগুলা পর্যন্ত কী যেন পাইয়া মুখর হইয়া উঠিয়াছে।...পাঁচটা দিন পাঁচু খানসামা ব্যবস্থা করিয়া দিত, সরোজের এক একবার হইত রাগ এক একবার অভিমান; পরশু এই সময়টাই একবার মনে মনে দিব্য গালিল—আর অমন কোপনস্বভাবা বধূর হাতে কখনও সে চা খাইবে না—এ জন্মে নয়।

আজ সে-শপথটা যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে,—মনে হইতেছে কেটলি-টিপট-চামচের মধ্যে দশটি আঙ্গুলের লীলা পরশুর সেই জন্মটাকেই যেন পাল্‌টাইয়া দিয়াছে।

চায়ের পর্ব শেষ করিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। চায়ে সুচারু বেশি মিষ্টি দিয়া দিয়াছে। সরোজ একটু অস্বস্তির সহিত ঠোঁটে জিভটা বুলাইতেছিল, সুচারু প্রশ্ন করিল—"বেশি মিষ্টি হয়ে গেছে, না?"

সরোজ অন্যদিন অনুযোগই করিত, আজ বলিল—"কৈ নাতো, বরং একটু কমই হয়েছে।"

কমটুকু বধূর নিকট সদ্য সদ্য অন্যভাবে পুরাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

আশ্চর্য ! সুচারুকে ফিরিয়া পাইলে কি সমস্ত জগৎটাকেই ফিরিয়া পাওয়া যায় ?···হাসপাতালে হাউস-সার্জেনের ডিউটি সরোজের। কাল পর্যন্ত এই পাঁচটা দিনও তো আজকের এই হাসপাতালই ছিল ?—কিন্তু গা যেন নড়িতেছিল না, কাজে একটু মন বসিতেছিল না। মনের চোখের সামনে যেন একটা গীতা খুলিয়া ধরিয়া ক্রমাগতই বুঝাইতে হইতেছিল—কর্তব্য করো, এতগুলি রোগীর জীবন তোমার হাতে সমর্পণ করা···কর্তব্যে অবহেলা নয়···

আজ সেই হাসপাতালেই কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল সময়টা ! কর্তব্য নয়তো—যেন তীব্র আনন্দের মধ্যে একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়া বেড়াইয়াছে—সেবার অমৃত বাঁটিয়া বাঁটিয়া—একটু অবসাদে যখনই সামান্য অবসর পাইয়াছে, মনে পড়িয়াছে সুচারুর মুখ।···আজ খাওয়ার সময় সুচারু থাকিবে পাশে—বিশ্রামের সময়ও। কোথা দিয়া যে এগারটা পর্যন্ত কাটিয়া গেল !

ডিউটি শেষ করিয়া বাহির হইবে, হ্যাট স্ট্যাণ্ড হইতে হ্যাটটা লইয়াছে, ললিত সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু যেন সঙ্কোচ, তাহার পরই জিজ্ঞাসা করিল—"চললে নাকি ?"

ললিত এই হাসপাতালেই অন্যতম এসিস্টেণ্ট, প্রায় সম বয়সী, বন্ধুত্ব জমিয়াছে।

সরোজ উত্তর করিল—"আর যাব না ?···কেন ?"

আবার একটু সঙ্কোচ, তাহার পর—

"সায়েব ঘাড়ে একটু স্পেশ্যাল ডিউটি চাপিয়েছে। বংশ ষ

দরকার ছিল, বলতে বললে—অন্য কাউকে রাজি করতে পার, আপত্তি নেই আমার।···ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম খুঁজতে তোমায়, নার্স বললে তুমি এই মাত্র বেরিয়ে এসেছ,···ছুটে এলাম।"

এরও নূতন বিবাহ; একটু থামিয়া, অল্প একটু হাসিয়া বলিল—"বিশেষ দরকার মানে—গিন্নি ধরেছেন চিত্রায় ম্যাটিনিতে যেতে হবে—সঙ্গে শালীবাহিনী···অনেকটা দূর তো আমার, তাই এখনই না বেরুলে···"

সুচারুর মুখটা হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিল—পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। তবুও রাজিই হইল সরোজ; বাধ্য হইয়া এবং বিরক্ত-ভাবে নয়—বেশ হৃষ্টচিত্তেই। বাড়িতে সুচারু যে আছে এই চেতনাটা মনকে কি একটা অপরূপ সরসতায় সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কেবলই মনে হইতেছে আজ শুধু আনন্দ ছড়াই চারিদিকে, আজ সবাই সুখী হোক্।

ললিত বলিল—"যাবার সময় নিরুপমকে বলে যাচ্ছি চা, টোস্ট আর কিছু মিষ্টি দিয়ে যাক্। খানদুই কাটলেট?—দেরি হবে কিনা, প্রায় ঘণ্টা দু'এক লাগবে।"

নিরুপমের মেডিকেল রেস্তোরাঁ—গেট থেকে বাহির হইয়াই রাস্তার ওপর।

সরোজ ক্ষণমাত্র কি ভাবিল তাহার পর বলিল—"না, কিছু পাঠিয়ে কাজ নেই, থ্যাঙ্কস্।"

"সে কি হয়? বেলা হয়ে যাবে যে।"

কাজের মধ্যে নিরুপমের বয় আসিয়া জানাইল—টিফিন রুমে সব হাজির।

ক্ষুধা বেশ, ফুরসতেরও যে নিতান্ত অভাব এমন নয়, তবুও একটু যেন কি চিন্তা করিয়া সরোজ বলিল—"আমি যে মানা করলাম ললিতবাবুকে, উল্‌টে শুনলে বুঝি?...যা, নিয়ে যা।"

কাজের মধ্যে মধ্যে একটা সুমিষ্ট চিন্তার ধারা চলিয়াছে, হোক্ না একটু দেরি, বেশ তো। বাপের বাড়িও নাই সুচারু, অভিমানেরও হাঙ্গাম মিটিয়াছে। এই-যে প্রতিদিনের রুটিন বাঁধা চারঘণ্টার বিচ্ছেদ, এটা যেন নিতান্ত একঘেয়ে—সাতটা থেকে এগারটা, তাহার পর এগারটায় বাহির হইয়া ঠিক এগারটা কুড়িতে বাসায় পৌঁছানো; ঘড়িতে এগারটা-কুড়ি হওয়ার মতোই একটা সহজ ব্যাপার সুচারুর পক্ষে। তাহার চেয়ে এ মন্দ হইল না, দুটি ঘণ্টার উদ্বেগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে সুচারুর—উদ্বেগের সঙ্গে ভয়, একটু বোধ হয় অভিমান-ছোঁওয়া রাগও—দু'টি ঘণ্টার একটি আত্মসম্পূর্ণ বিচ্ছেদ—তাহারপর সেটা যখন চরমে, সরোজ গিয়া স্বশরীরে হাজির!... বেশ নয়?

না, আহার করিয়া যাওয়া চলিবে না। একে তো আহার জিনিসটার মধ্যে কেমন একটা বর্বরতার ভাব আছে—বিরহ বা মিলন উপভোগে কোথা দিয়া যেন একটু রসাভাস ঘটায়...অতি সূক্ষ্ম বলিয়া একথাটা যদি ছাড়িয়াও দেওয়া যায়, তো একথাটা না মানিয়া উপায় নাই যে সুচারু ঠাকুরকে দিয়া আজ সমস্ত সকালটা নিশ্চয় রন্ধনে মাতিয়াছে। কাল রাত্রে বেচারা

ক্রমাগতই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এ পাঁচটা দিন তোমার খাওয়ার খুব কষ্ট গেছে, না ?" ঐ চিন্তাটাই বেচারিকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিয়াছিল। আজ স্বামীর পাঁচ দিনের উপবাস পুষাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবে নিশ্চয়,—টোস্ট-কাটলেটের ঢেঁকুর তুলিতে তুলিতে উপস্থিত হওয়া নিদারুণ নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়িবে না ?

নিরুপমের বয় ট্রে লইয়া ফিরিয়া গেল।

পুরা দুই ঘণ্টা লাগিল না, প্রায় সাড়ে বারোটার সময় সরোজ বাসায় ফিরিল। ঘরে ঢুকিতেই পাঁচুর সঙ্গে প্রথমে দেখা হইল।

সরোজ প্রশ্ন করিল—"তোর মা কোথায় রে ?"

"তিনি রাঁধছেন।"

"রাঁধছেন !!"

মুখের ভাব এমন হইয়া গেছে যেন সুচারুর আত্মহত্যার সংবাদ শুনিল। চাকরটা হাঁ করিয়া রহিল একটু।

"নিজে রাঁধছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ভাত থেকে নিয়ে সব ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকুরকে তো ছুটি দিলেন, সে গঙ্গাস্নানে গেল।"

জুতা জামা খুলিবার কথা ভুলিয়া সরোজ একটি সোফায় গা এলাইয়া দিল। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। পাঁচু একবার সকুণ্ঠ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ডেকে দিইগে ?"

—কোন উত্তর না পাইয়া চলিয়া গেল।

রাঁধছেন!!

মিনিট দু'য়েকও গেল না, সুচারু আসিয়া উপস্থিত হইল। গাছকোমর বাঁধিয়া কাপড় পরা। মুখটা মেহনতে রাঙা,

অভিমানে অন্ধকার।···সরোজ যা ভয় করিয়াছিল—পাঁচু গিয়া প্রশ্নোত্তরগুলা যথাযথ রিপোর্ট করিয়াছে।

সুচারু সেকেণ্ড কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"অন্যায় হয়ে গেছে, আমি রাঁধছি শুনে একেবারে বসে পড়বে তা জানতাম না। কিন্তু সত্যি কি এতই অখাদ্য রাঁধি যে···"

সরোজ ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে—এই সুচারুর সঙ্গেই তো এতদিন ঘর করা হইল ?···অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—"অখাদ্য !···"

"থাক্, হয়েছে।···এ সহর-জায়গা, অত গা এলিয়ে দেওয়ার দরকার নেই, ওঠো, হাত পা ধোও। হোটেল থেকে আনিয়ে দিচ্ছি খাবার, আমারই ভুল হয়েছিল যে···"

সরোজ এবার পাল্টা অভিমান করিল। ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"অদৃষ্ট।···আজ সকাল থেকে হোটেল লেখা কপালে, কে আটকাতে···"

সুচারু ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"সকাল থেকে মানে ?"

"ঠিক একেবারে সকাল থেকে হয়তো নয় ; তবু এই একটু আগেই তো একবার হয়ে গেল।"

সুচারু শুধু বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সরোজ বলিল—"তাড়াতাড়ি বেরুব—আজ ঘণ্টা খানেক আগেই আসছিলাম—ললিত তার ডিউটির ঘণ্টা তিনেক চাপিয়ে দিলে। বেচারার স্ত্রীর অসুখ, না'ও বলতে পারা গেল না···"

কণ্ঠের স্বরে মন একটু ভিজিয়াছে, সুচারু অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া প্রশ্ন করিল "তাই বুঝি এত দেরি ?"

খালি পেটে ঢেঁকুর তোলা শক্ত হইলেও সরোজ কোন রকমে একটা বাহির করিল, বলিল—"দেরিতে তত ক্ষতি ছিল না তো। ডিউটির সঙ্গে একপ্লেট চপ কাটলেটও চাপালে যে অনুপমের হোটেল থেকে আনিয়ে।...সাধে কি এসেই বসে পড়েছি ? কতবার ফরমাস করেছি, রাঁধোনি, আজ নিজের মনেই রাঁধলে, আর এদিকে উপরোধে পড়ে একপেট খেয়ে বসে আছি ! ...সকালে যদি বলতেও একবারটি..."

—আর একটা ঢেকুর তুলিল।

ফরমাসের কথা মনে পড়িল না সুচারুর। তবে মনটা বিশ্বাস করবার মতো অবস্থাতে-আসিয়া পড়িয়াছে, সন-তারিখ লইয়া মাথা ঘামাইল না। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—"আর আমার মরণ দেখো, আজই দিন বুঝে নতুন যে-কটা বৌদির কাছে শিখলাম তাই..."

সরোজের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—যে সব পুরাতনে হাত পাকিয়াছে তাহারই নমুনা যা দেখিয়াছে মাঝে মাঝে !...তায় এবার শিক্ষাগুরু আবার বৌদিদি !

উল্লাসকে যেন চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া বলিল—"সত্যি ! নতুন কিছু শিখলে নাকি এবারে ?"

"গলদা চিংড়ির মোগলাই কারি, গলদা চিংড়ির ফ্রেঞ্চ কাটলেট..." —চোখ দুইটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে সুচারুর।

"বেশ ভালো করে শিখে নিয়েছ ?"

"মুখস্থ। আগে মাছগুনোকে মিঠে তাতে বেশ রাঙা করে..." স্বামীর সপ্রশংস কৌতূহলে মনের কপাট খুলিয়া গেছে ;—সুচারু বলিতে বলিতেই অগ্রসর হইয়া একটা সোফার উপর বসিয়া পড়িল, মেঘটা কাটিয়া সমস্ত মুখটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে।

"—বেশ রাঙা করে ভেজে নিয়ে আলাদা করে রেখে দিলে। তারপর একসের মাছ হ'লে আধ-পো ঘি কড়ায় চড়িয়ে দিলে—তারপর সিকি ছটাক কাবাব চিনি, একপো পেঁয়াজ, আধ ছটাক লঙ্কা, আধ ছটাক জিরেবাটা, দেড় ছটাক হলুদ, আধপো আদা, এক পো টক দই, এক ছটাক নুন, আধপো চিনি, একপো..."

অভিনয়ে চিরকালই পাকা সরোজ ; অত্যন্ত লোভী, বুভুক্ষু মানুষ যেভাবে ঠোঁটে অল্প হাসি লইয়া খাবারের গল্প শোনে, সেইভাবে শুনিতেছিল, একসময় হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"তা তুমি বসলে যে সোফায় ?"

সুচারু বর্ণনা থামাইয়া প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

"আমায় খেতে দাওগে !"

সুচারু একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চোখ দুটা বড় বড় করিয়া বলিল—"ওমা, কি লোভী মানুষ বাবু তুমি,—এই না ঢেঁকুর তুলছিলে ! রান্নার হিসেব শুনতে শুনতেই নোলায় জল এসে গেল !"

রান্নার হিসাব শুনতে শুনতে নোলায় জল এসে গেল!

আহারে বসিয়া ঠোঁটের হাসি ধরিয়া রাখা খুবই দায় হইয়া উঠিল। ভাতও যে অত ধরিয়া যাইতে পারে কল্পনায় আসে না।

ছোলার ডাল তো নুনের আরক বলিলেই হয়, আর চিংড়িমাছের মোগলাই কারি—

মনে হইতেছে ফরমুলাটা সব যেন ওলটপালট হইয়া গেছে ঃ—সিকি ছটাক নুন, আধ সের লঙ্কা বাটা, এক পো হলুদ, এক সের টোকো দই, দেড় ছটাক কাবাবচিনি—আর, গলদাটাকে তো গলদা বলিয়াই চেনা যায় না—তাহার উপর দিয়া যেন একটা খণ্ডপ্রলয় হইয়া গেছে !

তবে বেশি আহার করিতে হইল না। সরোজ গোড়া থেকেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া নামিয়াছে—এই রাঁধুনির সঙ্গেই এতদিন ঘর করা হইল তো ?—তাহা ভিন্ন সুচারুই করিতে দিল না বেশি আহার। বলিল—"না বাপু, আমার ভয় করে, এই সেদিনে পেট নিয়ে কষ্ট পেলে অত···

যেমন বলছ—সত্যিই যদি অত ভালো হয়ে থাকে, আর একদিন না হয় করা যাবে'খন—খাওয়ার ওপর বেশি খেয়ে শেষে···"

··· ··· ···

শেষের দৃশ্যটুকুও দেখাইতে হয়—

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরের কথা ; সরোজ নিরুপমের হোটেলে প্রবেশ করিয়া বলিল—"কৈ কি আছে দিতে বল তো নিরুপম—শীগ্‌গির, কুইক্।"

নিরুপম বাহির হইয়া আসিল—"আজ্ঞে চপ, কাটলেট, চিংড়ি মাছের···"

সরোজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "ওটা এক্ষুণি সরিয়ে

রাখো—একেবারে তোমাদের রান্নাঘরের ও-কোণে রেখে দাও গে, নাকে যেন একটু গন্ধ পর্যন্ত না আসে, আর বারণ করে দাও খাবার সময় নাম পর্যন্ত যেন কেউ না করে চিংড়ি মাছের।

এক প্লেট মাংস, চারটে চপ, গোটাছয়েক ঢাকাই পরোটা, চারটে কাটলেট, রুটির খান আষ্টেক স্লাইস…চট্‌পট্ একটু…।"

বর্ষায়

সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া বৈকালে বৃষ্টি নামিল। শীতের স্বল্পায়তন দিনটি যেন আরও নিজের মধ্যে গুটাইয়া আছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা ; ঠিক সূর্যাস্ত হইল কিনা বোঝা যায় না, তবে আলো জ্বালিয়া দিলেই হয় ভালো। আজ সমস্ত দিনটি সুচারুর মনটা থম্‌থমে হইয়া আছে। সরোজের কোথায় ছিল নিমন্ত্রণ, কাহার সঙ্গে আপোয ব্যবস্থা করিয়াছে,—সকালের পরিবর্তে বিকালে গিয়া হাসপাতালে ডিউটি দিয়া আসিবে। সন্ধ্যার সময়ই ফিরিবার কথা ; এখনও যে একটু বিলম্ব আছে সন্ধ্যার—সুচারুর মনটা সেকথায় প্রবোধ মানিতেছে না। ঠিক ঘড়ি ধরিয়াই আসিতে হইবে নাকি ?—সাহেব মানুষ তো নয়। এদিকে একটা মানুষ যে সমস্ত দিন একা একা···

ভিজা সার্শির সামনে বসিয়া সুচারুর চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিনই এই রকম যাইতেছে। মানুষ অপরকে না চিনুক, নিজের মনকে অনেকটা চেনে, এই করিয়া তাহার নিঃসঙ্গতা কাটে। আজ সেখানেও বঞ্চনা—মনটা সমস্ত দিনই যেন সুচারুর সঙ্গে লুকাচুরি খেলিয়া কাটাইল, কোনখানেই তাহাকে ধরিয়া বসানো যায় না,—না পড়ায়, না বোনায়, না গানে, না ধ্যানে। তাও যদি সরোজের উপর একটানা অভিমান করিয়া

বসিয়া থাকা যাইত তো সেও একটা যা'হোক কিছু হইত; এ জিনিসটা বেশ হাতধরাও ছিল সুচারুর, কিন্তু আজ কি হইয়াছে—অভিমানটা কোথায় তাপ সঞ্চয় করিয়া রাগে গিয়া উঠিবে, না নরম হইয়া অনুরাগে নামিয়া যাইতেছে—ক্রমাগতই, কয়েকবার তো চেষ্টা করিল। বর্ষা কি সব জিনিসই একই প্রথায় সিক্ত করিয়া তোলে?

মনে হইতেছে—পুরুষ মানুষ, তাহার তো পাঁচ রকম চাই-ই। মাত্র দু'টি বাহুর বাঁধন দিয়া তাহাকে কখনও যায় বাঁধিয়া রাখা? কে কবে পারিয়াছে? তবুও সরোজ কত ভালো, এই ছন্দহীন নিরালা সংসারে সুচারু তাহার কাছে কত যে পাইয়াছে, তাহার কি হিসাব আছে? কে পায় অত?...ছন্দহীন নিরালা সংসারই তো।...দেশে তবু শাশুড়ি ছিলেন, নিজের না হোক, পাঁচটা আত্মীয়-স্বজন ছিল—বাড়ির মধ্যে একটা পরিপূর্ণতা ছিল, তা সে যে-ভাবেই হোক।...চাকরি লইয়া কলিকাতার এই নূতন জীবন সংসারটাকে একেবারে দুজনের মধ্যে গুটাইয়া কি দেয় নাই আরও ছন্দহীন করিয়া?

বৃষ্টি আর একটু জোর হইয়া উঠিল, জানালার শেডের জেস্‌মিন লতাটা আরও নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে। জলের ঝাপ্‌টায় সার্শিটা হইয়া পড়িল আরও ঘোলাটে।

সুচারুর মনে পড়িল কালকের একটি ছোট্ট ডাকের কথা। কলেজ-সঙ্গিনী নীরার বাড়ি গিয়াছিল। তাহার ছেলেটি টলিতে টলিতে আসিয়া সুচারুর আঁচলটায় টান দিয়া ডাকিল—"মা!"

নীরা ঘরে ছিল না, সুচারুও একটু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই ছেলের এই ভুল।...কি একটা অব্যক্ত আনন্দ-বেদনায় মনটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিবার আগেই খোকা নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছে, ঘাড়টা একটু সরাইয়া মুখের পানে চাহিল, তাহার পর ভয়েই হোক, নৈরাশ্যেই হোক, কচি আমপাতার মতো ঠোঁট দু'টি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নীরা আসিয়া কোলে লইয়া বলিল—"মাসি হয় যে, বোকা ছেলে!" একটা কিছু বলিবার জন্যই সুচারু হাসিয়া বলিল—"বোকা নয়—মাসিতে কি মায়ের স্বাদ মেটে?"

ওই কথাটুকুই মনে দোল খাইতে খাইতে কখন অন্য অর্থে এক নূতন রূপ ধরিয়াছিল—মাসিতে কি মায়ের স্বাদ মেটে?... মা-ডাকে যে বিশ্বের সুধা ঢালা। মা হওয়া আর মাসি হওয়া কি এক হয় কখনও?

আর সবার কাছেই বলিতে লজ্জা হয়, কিন্তু নিজের কাছে তো লজ্জা নাই, বিশেষ করিয়া এমন একটি দিনে।...এত দিন হইয়া গেল, সরোজের কাছে শুধু গ্রহণ করিলই অঞ্জলি ভরিয়া, কিন্তু প্রতিদানে দিল কি?...আজ নীরার ছেলের মতো একটি শিশু যদি নূতন গতির আনন্দে অমনি করিয়া টলিয়া টলিয়া বাড়িটি পূর্ণ করিয়া বেড়াইত তো এই দীর্ঘ-যাম বর্ষাদিনে সরোজ কি এমন করিয়া বাহিরে বাহিরে কাটাইতে পারিত?...চলে না দু'টি হাতে চিরকাল বাঁধিয়া রাখা...সরোজের উপর অভিমান হয়

খোকা নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছে

না; রাগ তো নয়ই; ওর উপর এই অবিচারেই মনটা ভার হইয়া থাকে।

এই সেদিন রাগ করিয়া সুচারু বাপের বাড়ি গিয়া অত দিন কাটাইয়া দিল; পারিল কি করিয়া? . নিতান্ত যে পাষাণ সেও যে এমন নিঃসঙ্গ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

একটা চিন্তা লইয়া কিন্তু মনটা আজ থাকিতে পারিতেছে না।

সুচারু উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল।

"ঠাকুর, তোমার উনুন ধরল? আজ সমস্ত দিন একটা লোক বাইরে বাইরে কাটালে মনে থাকে যেন বাপু; অযথা দেরি করে দিও না।"

একটু আসিয়া আবার ঘুরিয়া গিয়া--

"এবেলা মাছ কি পেলে পাঁচু?"

"গলদা চিংড়ি আনলাম মা।"

"তাহলে ঠাকুর, চিংড়ির ফ্রাই কোরো—তোমাদের বাবু ভালোবাসেন।"

আসিতে আসিতে আবার একটু ঘুরিয়া—

"তুমি নিজেই যেমন জানো, কোরো, আমি দেখিয়ে দিতে পারব না, শরীরটা ঠাণ্ডা লেগে ম্যাজ-ম্যাজ করছে।"

ঘরে আসিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিল।

সন্ধ্যা বেশ উৎরাইয়া গেল, সরোজের আসার তো নামটি নাই। একবার ফোন্ করিয়া দেখিবে হাসপাতালে?…হাস-পাতালে কিন্তু ফোন্ করিতে সাহস হয় না। সেদিন ফোন্

ধরিল একেবারে খোদ সাহেব, তাড়াতাড়ি রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া পরিত্রাণ পায় সুচারু।

তবুও অলস গতিতে গিয়া রিসিভারটা চাপিয়া ধরিল। ভাবিতেছে। সব সময় যে সাহেবই ধরিবে এমন কি কথা? একলা একলা যেন আর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।···রিসিভারটা তুলিয়া লইল।

অপারেটারের নিকট হইতে উত্তর পাইতে যেটুকু বিলম্ব হইল তাহাতেই কিন্তু মনটা একেবারে নূতন পথে ছুটিল—নূতন আবিষ্কারের আনন্দে।···হাসপাতালের বদলে সুচারু নীরাদের বাড়ির নম্বর চাহিল; অর্থাৎ নীরার দাদার বাড়ি—ক'দিন থেকে সে আজকাল ঐখানেই আছে।

"হ্যালো, কে? নীরা?"

"হ্যাঁ, সুচু না? কি ব্যাপার?"

"একবার আসতে হবে।"

"সর্বনাশ! কেন? আসা যে অসম্ভব।"

"কেন, কার্‌টা নেই?"

"আছে কিন্তু আমাদেরটা।"

"তবে?"

"মরণ তোমার, কত ভেঙে বলতে হবে?"

একটু হাসির ঝলক। সুচারুর ঠোঁটেও একটু হাসি ফুটিল, প্রশ্ন করিল—"ও, কর্তা এসেছেন বুঝি? তা, তাঁকে সুদ্দু নিয়ে আয় না।"

"মানুষটিকে চিনিস্ না তো। বর্ষার জন্যে কি রকম আটঘাট বেঁধে গুছিয়ে এসে বসেছে!"

"কি রকম?"

কণ্ঠস্বর একটু নামিল নীরার।

"হ্যাঁ, তাই এখন তোমায় বলি!---পাশের ঘরেই বসে রয়েছে।"

"না, বলতেই হবে, মাথা খাস্।"

একটু হাসি ভাসিয়া আসিল। নীরা বলিল—

"সকালে ফোন্ করে দাদাকে জানালে—চমৎকার সিনেমা দেখার দিন—ইভনিং শো'র জন্যে ছ'খানা টিকিট কিনেছে, যেন আমরা তোয়ের থাকি।"

বিরতি একটু বেশি হওয়ার জন্য সুচারু উৎকণ্ঠিত তাগাদা দিল—

"তারপর?

"মরণ তোমার, সব খুঁটিয়ে না বললে বুঝবে না? এসেই বললে---মাথাটা বড্ড ধ'রে উঠল রাস্তায়, নিজে আর যেতে পারবে না। দাদার, বৌদির, বিকুর আর আমার টিকিট ক'টা দাদার হাতে দিয়ে রগ দু'টো টিপে সোফায় গা এলিয়ে বসল।... 'তোমরা দেখে এসো একটু পরেই ছেড়ে যাবে মাথাটা, বাড়ি চলে যাব'খন।'...দাদা পুরুষ মানুষ, অত বুঝতে পারে না তো? শেষে বৌদি এই ব্যবস্থা করে গেল, অর্থাৎ সেবার ওজুহাতে আমি সুদ্দ বন্দী।"

"সত্যি, ধরেনিতো মাথা রে ?"

"বছরখানেকের মধ্যে তো নয়। দুটো গান গাওয়ালে, তারপর রবিবাবুর বর্ষামঙ্গল খুলে বসেছে, এমন সময় তুই ডাকলি।"

চাপা হইলেও একটা উচ্ছ্বসিত হাসি ভাসিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া একটা সোফায় গা এলাইয়া পড়িয়া রহিল সুচারু। শীতের বর্ষণ অবিশ্রান্ত হয় না; একটু ধরিয়াছিল, আবার সজোরে নামিয়াছে। বাতাস উঠিয়াছে, জেসমিনের গোটাকতক ঘনপল্লবিত শাখা সার্শির গায়ে উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে—যেন কার আলুলায়িত সিক্তকুন্তল।

বড় মিষ্ট লাগিতেছে নীরার কথাগুলা—বর্ষার সঙ্গতে যেন কি একটা অপূর্ব সঙ্গীত তুলিয়াছে। কেমন বলিল নীরা! —সঙ্কোচ হয়তো আছে একটু কিন্তু বলার আনন্দটাই যেন বড়! সত্যই তো,—এত বড় একটা বলার কথা না বলিয়া থাকা যায় কখন ? সুখ তো শুধু নিজে পাইয়াই নয়, বাঁটিয়া দেওয়াতেই তো তার পূর্ণতা।

সত্যই খুবই মিষ্ট লাগিতেছে এই বলাটা। মনে হইতেছে আমায়ও যদি কেউ এইভাবে ডাকিত আর আমিও যদি এই উত্তরটিই দিতে পারিতাম···

নীরার পর কিরণলেখার ডাক পড়িল।

ঐ একই উত্তর, আসা অসম্ভব। খোকার বাবা অসুস্থতার নাম করিয়া আজ সমস্ত দিন বাড়ি বসিয়া আছে।...না, ক্লাবে যাইবার কোন লক্ষণই নাই।...সুচারুই আসুক না, মোটরটা পাঠাইয়া দিতেছে কিরণ। বেশ হয় তাহা হইলে,—একটু বর্ষা নামিয়াছে বলিয়া সমস্ত দিন কাব্য আর বাজে প্রশংসা শুনিতে শুনিতে লোকের কান ঝালাপালা হইয়া যায় না?...বেটা ছেলেরা বোঝে সে কথা?

সুচারু আসিয়া আবার সোফায় এলাইয়া পড়িয়া রহিল। মনে হইতেছে আজ যেন সব ঘরেই এই কপোত-গুঞ্জন। আজ আর কেউ নিজেকে বঞ্চনা করিবে না—সেই জন্যই চারিদিকে মধুর প্রবঞ্চনা। বেশ লাগে এদের এই মিথ্যাগুলি—রাস্তায় আসিতে আসিতেই মাথা ব্যথা!

সুচারু আর সাত-পাঁচ না ভাবিয়া হাসপাতালে ফোন করিয়া বসিল। একজন কম্পাউণ্ডার উত্তর করিল—ডাক্তার ঘোষ এই একটু আগে একটা কলে হঠাৎ বাহির হইয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—ফোন্ আসিলে জানাইতে—এইটা সারিয়াই বাড়ি ফিরিবেন।

তবুও সরোজের রাগ হইতেছে না আজ—বর্ষার রহস্য। শুধু কেমন একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছা হইতেছে—আমিও যদি আজ কাহারও আহ্বানে ঐ উত্তরটুকু দিতে পারিতাম...

পৃথিবীতে এ-ধরণের যোগাযোগগুলা নিত্য না হোক, নিতান্ত বিরল নয়। এক একটা সাধ যে কি লগ্নে উঠে মনে—সত্ত-সত্তই যায় ফলিয়া।…টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। সুচারু উঠিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লইল।

"কে…বৌদি? হঠাৎ?"

"এক্ষুণি আসতে হবে, মোটর যাচ্ছে।"

সুচারু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারিল না। মিষ্ট মিথ্যার লোভে জিভটা হঠাৎ অসংযত হইয়া উঠিয়াছে।…কিন্তু ঠিক হইবে কি?…তাগাদা খাইয়াও অল্প একটু সঙ্কোচ, তাহার পর—

"যাওয়া অসম্ভব বৌদি।"

"অসম্ভব?…কেন?"

লজ্জায় সুচারু নিজের কাছেই রাঙিয়া উঠিয়াছে, তবুও জিভটাকে কে যেন যাদু করিয়াছে, আজ একবারে বসে নাই। লজ্জায় দ্রব হইয়াই কথাটা যেন কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল—

"সে কথা তোমার নন্দাইকে জিজ্ঞাসা করো—মিছিমিছি হাসপাতাল কামাই ক'রে সমস্ত দিন বাড়িতে বসে—নিজেও বেরুবে না, আমারও কোথাও বেরুবার…"

গড়-গড় করিয়া একদমে বলিয়া গিয়া আর পারিল না। রিসিভারটা তাড়াতাড়ি চাপিয়া বসাইয়া দিল; তাহার পর নবধূর মতোই দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সোফায় বসিয়া হাপাইতে লাগিল।

আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় বারচারেক ফোনের ঝন্‌ঝনানি

হইল।...বৌদির তাগাদা। সুচারুর কিন্তু আর রিসিভার তুলিবার অবস্থা নাই।...তাহার পর গাড়িবারান্দায় মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রস্তচরণে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিল স্বয়ং সরোজ। এত বিস্মিত সুচারু তাহাকে কখনও দেখে নাই।

"তোমার আজ কি হয়েছে সুচু!"

"কেন?...কিছু নয় তো!..."

"আমি হাসপাতাল থেকে বাবাকে দেখবার জন্য গিয়ে বসে আছি—(না, তেমন কিছু নয়, প্রেশারটা একটু বেড়েছিল মাত্র) —তা সোজা বৌদিকে বললে সমস্তদিন কামাই করে এখানে বসে আছি?...আর অত ফোনের উপর ফোন, কোন উত্তর নেই!"

সরোজও সুচারুর মুখের এমন ভাব কখনও জীবনে দেখে নাই। বিস্ময়, কি ভয়, কি লজ্জা, কি একসঙ্গে সবগুলা—বোঝা কঠিন।

"তুমি সেখানেই ছিলে!!"

"সেই ঘরেই। কিন্তু সে কথা রাস্তায় যেতে যেতে হবে। এখন শীগ্‌গির ওভারকোট আর স্কার্ফটা নিয়ে নাও দিকিন। থিয়েটারের টিকিট কেনা সবায়ের—আর একেবারে সময় নেই..."

তাড়াহুড়ার মধ্যে আরও মনটাকে গুছাইয়া উঠিতে পারিতেছে না সুচারু। একবার যেন নিতান্ত নিরুপায়ভাবে দুইটি হাত জোড় করিয়া বলিল—"আমায় মাফ করো, পারবোনা যেতে,—কি কোরে বৌদির সামনে "

তুমি সেখানেই ছিলে !!

সরোজ যেন ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াই বধূর মুখের পানে চাহিল, তাহার পর পিঠে একটা হাত দিয়া বলিল,—"ওটা আমি সামলে নিয়েছি—যদিও ব্যাপারটা কি বুঝলাম না।

বৌদিকে বললাম—আসবার ইচ্ছে নেই বলে ঐ একটা ছুতো বের করেছে,—আমার ওপর দোষটা চাপিয়ে।”

বধূ কী যে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল স্বামীর পানে!

বর্ষা আরও বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

ওভারকোট পরিয়া স্কার্ফ গলায় জড়াইয়াছে, সরোজ পিঠে হাত দিয়াই স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—“কিন্তু কি ব্যাপার সুচু? আমি সমস্ত দিন নেই অথচ বৌদিকে বললে সমস্ত দিন এখানেই বসে আছি!...”

যত নিস্ফলতার ক্ষোভ, যত লজ্জা, আর সমস্ত দিনের যত নিরুদ্ধ অভিমান—যা নিজের রূপে প্রকাশ হইতে পায় নাই—এক সঙ্গে একটা স্রোতের বেগে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

“কিছু না—কিছু না—কিচ্ছু না একেবারে...”

—বলিতে বলিতেই সুচারু স্বামীর বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রহস্য-দূত

মন্দ কাটিতেছে না সুচারুর। সরোজ অবশ্য বাড়িতে আজকাল কম থাকে। সহরে বসন্তের প্রকোপটা বাড়িয়াছে, হাসপাতালেও বেশি কাজ, বাহিরেও যাইতে হয় বেশি। সেই যে সকালবেলা বাহির হয়, ফেরে একেবারে সন্ধ্যার পর, কখনও কখনও বেশ রাত্রিও হইয়া যায়। চা, জলখাবার অনুপমের মেডিকেল রেস্তোরাঁতেই সারা হইতেছে। সুচারু গেছে একা পড়িয়া। তেমনই, শ্যামবাজারে বাপেরবাড়িতে লোক সমাগম বাড়িয়াছে, দিন পনের বাদেই ভাইয়ের বিবাহ। সেখানে একবার গিয়া পড়িতে পারিলেই সময়টা যে কোথা দিয়া চলিয়া যায় বোঝাই যায় না,—এক একদিন বরং দিদি বা বৌদিদিকেই মনে করাইয়া দিতে হয়—সরোজের বাড়ি ফিরিবার সময় হইয়াছে।

মৌখিক কি আন্তরিক বলা শক্ত, তবে সুচারু একেবারে রাগিয়া ওঠে, বলে—"তোমরা আমায় তাড়াতে চাও এখান থেকে। আসবার সময় হয়েছে তো আসুন না বাপু, দোরও খোলা আছে, দাসী, চাকর, বামুনও আমি কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি; তারা খাবার ব্যবস্থা করে দেবেখন।"

ওরা শিহরিয়া ওঠে, বলে—"বলিস্ কিরে সুচু!…বল' কি ঠাকুরঝি।—খেতে দেওয়া নিয়েই সম্বন্ধ?"
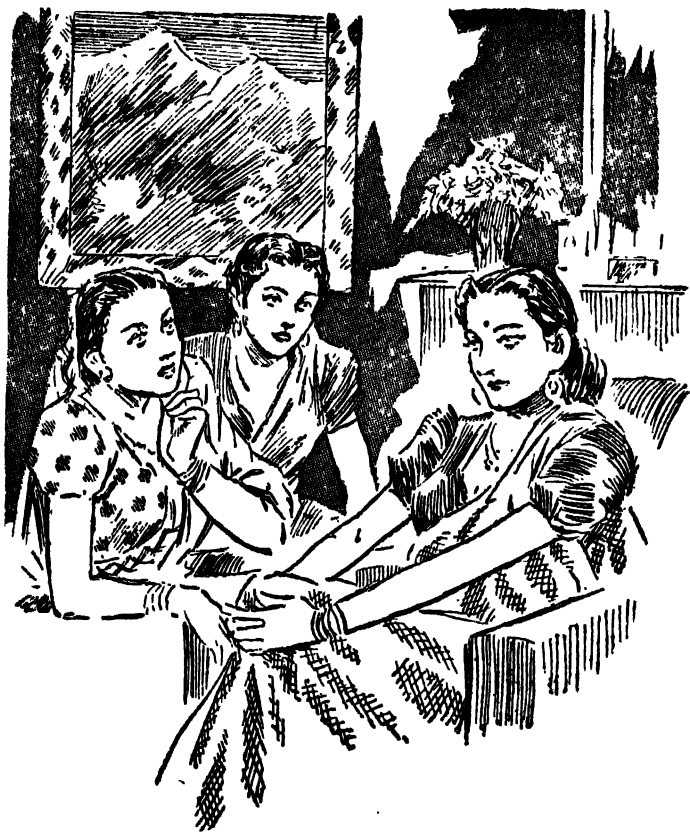
বল' কি ঠাকুরঝি!

সুচারু আরও রাগিয়া ওঠে, বলে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ; নয়তো কি পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে নাকি? আমার দ্বারা তো হবে না।"

অবশ্য দেরি করে না কোন দিন ; কি একটা সূক্ষ্ম শক্তি আছে, স্বামী ফিরিবার আগেই পৌঁছিয়া যায়, খুটনাটি সব ঠিক করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে।...আহারের সময় গল্প হয়—"আজ কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ?"

যদি পাঁচটা জায়গায় সমস্ত দিনে ঘুরিয়া থাকে সুচারু তো দুইটা জায়গার নাম করে। যদি দুইটা জায়গায় যায় তো বলে মোটেই বাহির হয় নাই। সরোজ রাগ করে, বলে—"কেন বেরোও না একটু ? শ্যামবাজারে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পার ; তোমার বন্ধুদের বাড়িও আছে। না হয় ম্যাটিনিতে সিনেমাই দেখে এলে ; একা চুপটি করে বসে বসে..."

সুচারু মুখ একটু ভার করিয়া বলে—"আমার ভাল্ লাগেনা ওসব।"

স্বামী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে—"কেন ?"

সুচারু মুখটা আরও অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে। তাগাদা খাইয়া সেই ভাবেই বলে—"সে তুমি বুঝবে না—পুরুষেরা পারে না বুঝতে—বুঝলে খালি রুগী নিয়েই পড়ে থাকতে না।"

স্বামী একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—"কি করব সুচু ? হাতে অনেকগুলো কেস্—এপিডেমিক বড্ড বেড়েছে..."

মুখের অন্ধকার কিন্তু কাটে না, সুচারু উত্তর করে—"শুধু আমায়ই ছেড়ে রেখেছে কেন বুঝি না ; তাহলেও না হয় বাড়িতে একদণ্ড থাকতে, মনে হোত একটা মানুষ একলা পড়ে ধুঁকছে..."

স্বামীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

এটাকে প্রবঞ্চনা বলিয়া কেহ ভুল করিলেন না তো? সে ধরণের কিছু নয়। দাম্পত্য জীবনে ওটুকু অভিনয় করিতেই হয়। সমস্ত দিন স্বামীকে ভুলিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিবার পর একটু না বলিলে ভালো দেখায় যে—তোমার জন্যই আর সব ভুলিয়া বাড়িতে বসিয়া আছি?...স্বামী বেচারা মানুষই তো? আর ঐ যে দীর্ঘশ্বাসটুকু—ওরই কি কম মূল্য?—দু'টো কথা বানাইয়া বলিলেই যদি ওটুকু টানিয়া বাহির করা যায়—সমস্ত দিনের পর—ছাড়া যায় লোভটা?...না, প্রবঞ্চনা মোটেই নয়।

সরোজ ক্লান্ত থাকে, আহার সারিয়া একরকম ঘুম চোখে করিয়াই তাড়াতাড়ি শয্যা আশ্রয় করে। সেদিনকার দাম্পত্য জীবন ঐ দুটো কথার উপর দিয়াই অবসান হয়।...সুচারু শুইয়া শুইয়া পরের দিনের প্রোগ্রামের কথা ভাবিতে থাকে—কোথায় কোথায় যাইবে, বন্ধুদের মধ্যে কাকে ডাকিবে—এই সব।

এইভাবে কয়টা দিন বেশ কাটিল, তাহার পর একদিন হঠাৎ যেন সব ওলট-পালট হইয়া গেল।

দিনটাতে যে কি ছিল বলা যায় না, তবে আহারাদি সারিয়া সরোজ যখন চলিয়া গেল, সুচারু হঠাৎ যেন অনুভব করিল সে বড় নিঃসঙ্গ। অন্য দিনও একা-একা বোধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সাজগোজ করিয়া বাহির হইয়া গেছে, বা কিরণ, নীরা, অথবা বাপেরবাড়ি থেকেই কাহাকেও ডাকিয়া লইয়াছে—সে-ভাবটা একেবারেই কাটিয়া গেছে। আজকের বিশেষত্ব এই যে, কোথাও

যাওয়ার বা কাহাকেও ডাকিবার চিন্তাটাও ভালো লাগিতেছে না। হয়তো এ-কয়টা দিন বাহিরে বাহিরে আর নিয়ত উন্মাদনার মধ্যে কাটানোর হেতু একটা মানসিক অবসাদ। হয়তো আরও কিছু,—সুচারুর শুধু এই মনে হইতে লাগিল—এরকম ভাবে আর চলিবে না ; অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।...এ যেন বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া পালাইয়া বেড়ানো ।

সুচারুর অনেকদিন পরে বাসাটার জন্যও হঠাৎ বড় মনকেমন করিয়া উঠিল। এই তো তাহাদের নীড়, সুখে দুঃখে যেন একটি পরমাত্মীয়, এই বা এমন হইয়া থাকে কেন ? সবাই যেন ছাড়িয়া দিয়াছে—বাড়ির কাহারও যে কতদিন দেখা নাই। শাশুড়ির তো কথাই নাই,—কী যে এক তীর্থ—তীর্থ বাই চাপিয়াছে, দেশের বাড়ি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। ননদ কনক এবার কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা করিলেই পারে, একটা আস্তানা তো হইয়াছে দাদার চাকরির পর ; তা কী যে রস পাইয়াছে পাটনায় ! দেওর পঙ্কজ বড়দিনের ছুটি কাটাইতে গেল দিল্লী-আগ্রা ! ক্রমে স্বামীর মনও যেন বাসা থেকে উঠিয়া যাইতেছে ; শেষে সুচারুরও এই দশা—কাঙালের মতো যেন সঙ্গ-লোভেই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।...কেন ?

সুচারু উঠিয়া ঘরগুলার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল—না-দেখার জন্য কত জায়গায় ছোটবড় বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে, সব ঠিক করিয়া।...মনে হইল আদর পাইয়া বাড়িটা যেন আরও অভিমান করিয়া বসিয়াছে। সে যেন আরও কিছু চায়,—সে চায় যাহারা

নিজের তাহারা আসিয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়া তুলুক—যাহারা অনাগত, নূতন, তাহারা পর্যন্ত আসুক নিজের হইয়া—কচি কণ্ঠের কাকলি তুলুক্।...সুচারু ঝিকে ডাঁকিয়া খানিকটা গল্পগুজব করিল। অল্পেই ক্লান্তি আসিয়া গেল; সেটা ঘুচাইবার জন্য আজ কিন্তু সে কোন মতেই কাঙালপনা করিবার জন্য বাহির হইবে না।...কোন উপায়ই কি করিবেন না ভগবান?...উপায় উদ্ভাবনের বুদ্ধি না হয় তাহার মাথাতেই দিন না একটু...

হাসপাতালে সরোজও আজ বড় অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে। একটু বোধ হয় আজ কাজ কম—কেবলই সুচারুর কথা মনে পড়িতেছে—আহা, বেচারি! কত অসহ্য এই জীবন—বাড়িতে বসিয়া শুধু একজনের চিন্তা লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো।

সরোজ গিয়া ফোন্টা তুলিয়া লইল, বাসার নম্বর চাহিল।

"কে, সুচু?"

"হ্যাঁ—হাসপাতাল থেকে বলচ?"

"হ্যাঁ—"

তাহার পর কি বলিবে সরোজ?...একটু বিরতির পর—

"ইয়ে—বলছিলাম, মোটরটা পাঠিয়ে দোব? একটু যাও না; বেড়িয়ে এসো না কোথাও থেকে; আজ কাজ কম আমার।"

সুচারুর জেদাজেদি চলিতেছে মনের সঙ্গে—আজ কোন মতেই বাহির হইবেনা—কোন মতেই না—

"না, থাক ; তুমি কখন আসছ ?···

"আমি ?···তা—যে খুব সকাল সকাল পারব আসতে এমন তো মনে হয় না···"

"থাক্ ; রুগীগুলোকে অবহেলা করো না।"

ফোন্‌টা রাখিয়া দিল। সরোজ নিজের ঘরে আসিয়া একটা ঈজি চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া একটা সিগারেট ধরাইল—শেষের কথাটা স্নুচু কি রাগের ঠাটা করিয়া বলিল ?···বলিলেও দোষ দেওয়া যায় কি করিয়া ?...আহা বেচারি স্নুচু !···বাড়ির কেহও যদি এক আধবার আসে মাঝে মাঝে—ওর এই নিঃসঙ্গতা-টুকু ভাঙে। মা সব ছাড়িয়া তীর্থ লইয়া পড়িয়াছেন ; পঙ্কজটার বড়দিনের ছুটি গেল অমন—আসিবে বলিয়া স্নুচুকে আশা দিয়াও দলবল লইয়া গেল দিল্লী-আগ্রা দেখিতে। কনকের মাথাতেও যে কী পড়ার চাপ পড়িয়াছে একটু পথ ভুলিয়াও আসেনা এদিকে —কিছু একটা ব্যবস্থা হয় না ? তিন চারটে দিনও যদি স্নুচু একটি সঙ্গী পাইত···তাহার পর সরোজেরও কাজ কমিবে।···কি করা যায় ?

পিয়নটা আসিয়া বলিল---"হুজুর, ফোন্ এসেচে বাসা থেকে।"

এত শীঘ্র আবার ফোন্ ! একটু চিন্তিতভাবেই সরোজ তাড়া-তাড়ি গিয়া রিসিভারটা ধরিল।

"কে, স্নুচু ?···হঠাৎ !"

"হ্যাঁ, আমিই ; আন্দাজ করো তো ব্যাপারটা কি···পারবে না,—কুমু এসেছে !···"

রিসিভারটা কে যেন কাড়িয়াই লইল।

"জামাই বাবু!—আমি···"

"কুমু?···অহো ভাগ্যম্! ···"

"অভ্যর্থনাটা ঠিক হোল না,—ওটা শেয়াল মরা-ব্যাধ দেখে বলেছিল···"

"বেগ ইওর পার্ডন্; স্বীকার করছি—জ্যান্ত ব্যাধিনীকে দেখে বলা ঠিক হয় নি আমার।···তা, কখন আসা হোল, একলা?"

"ফোনে এর বেশি নয়; পত্রপাঠ চলে আসুন।"

কুমু, অর্থাৎ কুমুদিনী। সংক্ষিপ্ত পরিচয়—সুচারুর পিসতুত ভগ্নী, ঢাকায় আই-এ পড়ে। মাঝে মাঝে আসে দিদির বাসায়। একবার দিন সাতেকের কি ছুটিতে পঙ্কজ আর কুমু—দুইদিক থেকে দুইজনেই আসিয়া পড়িল। সুচারু বলে সেটা প্রজাপতির সংঘটন। বলা যায় না ভিতরকার কথা—তবে তাহারপর কুমু বার তিনেক আসিয়াছে, কিছুর যেন খোঁজে—মেয়েছেলের মন লইয়া সুচারু সেটা বুঝিতে পারে।

পঙ্কজও তাহারপর বার দুই দু'টা ছোট ছোট ছুটিতে আসিয়াছিল—কিছু যেন আশা লইয়াই, যেন নিরাশ হইয়াই হঠাৎ চলিয়া গেল। কিছু দিন আগেকার ইতিহাস এটা, তাহারপর এদিকে অনেক দিনই কেহ আসে নাই।

কুমু আসিয়াই বাড়িটাকে যেন জাগাইয়া দিল। হারমোনিয়াম থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত কিছুই তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল

না।···সুচারু বাঁচিল, তবে একটু বিস্মিতও হইল—এবারে কুমুর যেন সেই খোঁজা-খোঁজা ভাবটা নাই।—তবে কি পঙ্কজকে ভুলিয়াছে ?···হয়ত বেশি সাবধান হইয়াছে ; ভোলে নাই বলিয়াই মনের ভাবটা চাপা দিতেছে। বয়স একটু বাড়িয়াছেই, সেই সঙ্গে একটু সেয়ানাও হইবে তো ?

ঠিক প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরের কথা ; সুচারু কাল যে-সময় ফোন করিয়া কুমুর আসার খবর দিয়াছিল, প্রায় সেই সময় সরোজ আজ সুচারুকে ফোন করিল—

"কে ?—সুচু না কুমু ?"

"কাকে চাও ?"

"এর উত্তর দিয়ে কাকে চটাব ?···সুচুই দেখছি—আজ আন্দাজ করো তো এখানে কি ব্যাপার ?···পারবে না—পঙ্কজ এসেছে !"

"পঙ্কজ ঠাকুরপো !! কখন এলেন !···বাঃ, পাঠিয়ে দাও শীগ্গির···"

"এখুনি যাচ্ছে, কিন্তু তার হাতে টেলিগ্রামের আকারে এক মস্ত বড় সমস্যা,—আমি টেলিগ্রাম করছি—তোমার ভয়ানক অসুখ।"

একটু বিরতি, বোধ হয় কথাটা বুঝিতে সুচারুর সময় গেল, তাহার পর—

"তা তুমি পার।"

"তোমার অসুখ বলে মিছে তার দোব! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?"

"মাথা খারাপও হয় নি, অসুখও করে নি···তুমি পাঠিয়ে দাও ঠাকুরপোকে শীগ্‌গির; আমি বুঝছি···"

রাত্রে আহারের সময় আর একবার টেলিগ্রামের কথাটা উঠিল, মাঝেও অনেকবার উঠিয়াছে, কিন্তু কিছু আন্দাজ পাওয়া যাইতেছে না। কে এই রহস্যময় টেলিগ্রাম দিতে গেল!

সরোজ বলিল—"এ তোমারই কাজ সুচু, একলা একলা ছিলে···"

সুচারু প্লেট থেকে হাত সরাইয়া লইল, প্রবল আপত্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"তোমায় আমি বোঝাতে পারব না; আর সব কথা ছেড়ে দাও, তোমার নাম আমার মুখে নিতে নেই, লিখব কি করে টেলিগ্রামে?"

জানিয়াই উত্তর দিল না, কি, ঠিক তালের মাথায় জোগাইল না বলা যায় না, তবে সরোজ চুপ করিয়া রহিল।

পঙ্কজ বলিল—"আশ্চর্য কিন্তু! কে দিলে তবে টেলিগ্রামটা?"

আবার অন্য আলোচনা আসিয়া পড়িল।

কিন্তু একটা চিন্তার অন্তঃশীলা চলিতেছেই। একবার সুচারু বলিল—"আমি জানি কে দিয়েছে টেলিগ্রামটা; বলব?"

সকলেই হাত থামাইয়া মুখের পানে চাহিল। সরোজ বলিল —"বলোনা।"

"কুমু।"

কুমু হাত গুটাইয়া চেয়ারে একেবারে সোজা হইয়া বসিল। "আমি!! আমার কি স্বার্থ যে, একটা মিছে টেলিগ্রাম করে—"

সরোজ মাথাটা নিচু করিয়া আহারে হঠাৎ বেশি মনোযোগী হইল।

সুচারু বলিল---"স্বার্থ তুমি বোঝ আর ঠাকুরপো—"

ও-ঘরে ফোন্‌টা বাজিয়া উঠিতে সরোজ উঠিয়া গিয়া নিষ্কৃতি পাইল।

কুমু যেন কি করিয়া মুক্তি পাইবে বুঝিতে পারিতেছে না, "কি জ্বালা!—আমি?"—বলিয়া অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া পঙ্কজকেই আপীল করিয়া বসিল—"আপনি বিশ্বাস করেন পঙ্কজবাবু?"

পঙ্কজ একবার দেখিয়া লইল দাদা আসিতেছেন কিনা, তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিল—"সত্যি হলেও কি এতবড় সৌভাগ্যটাকে বিশ্বাস করতে পারে লোকে?"

প্রবল আপত্তি তুলিল কুমু—"বাঃ একি! দেওর ভাজে মিলে—বা-রে!"—

টেলিগ্রামটা কিন্তু আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল পরদিন

দেওরকে একসময় একা পাইয়া সুচারু অভিমান করিয়া বলিল--"একেবারে ভুলে থাকো ঠাকুরপো, কঠিন ব্যামোর টেলি-

বাঃ একি ! দেওর ভাজে মিলে—বারে !—

গ্রাম না পেলে ঘুরেও দেখো না···এবার তো মরার টেলিগ্রাম দিতে হবে, তবে···"

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পঙ্কজ প্রশ্ন করিল—"তুমিই দিয়েছিলে টেলিগ্রামটা ?…তবে যে বললে দাদার নাম লিখবে কি করে ?…"

অভিমানের মুখেই বিদ্রূপের ভাব মিশাইয়া সুচারু বলিল—"যেমন দাদার বুদ্ধি তেমনি ভাইয়ের,—যখন তোমার দাদাকে চিঠি দিই—পাড়ার লোকে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যা ;…"

সরোজের কাজ কম, বাড়িতে ভাই. শ্যালীর সংসর্গে কাটিয়াছে ভালো। আহারপর্বের পর বধূকে যখন একান্তে পাইল, বলিল—"এবার হোল তো ? বড্ড একলা পড়ে গেছ দেখে পঙ্কজকে আনিয়ে দিলাম ; তার ওপর আবার কুমুও…"

সুচারু বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া একটু কি ভাবিল যেন. প্রশ্ন করিল—"তুমিই টেলিগ্রাম দিয়েছিলে ?"

সরোজ মিটিমিটি হাসিয়া বলিল—"নয়তো আর কে ?…নিজেই নিজের অসুখের কথা তো লিখতে পারি না—তাই তোমার নাম করে…"

আদর করিয়া বধূর পিঠে হাত দিয়া বলিল—"রাগ করলে না তো ?"

পরদিন সকালে ভাইকেও একটু ইঙ্গিত দিল। "মাঝে মাঝে আসিস পঙ্কু, বড্ড একলা পড়ে যায় তোর বৌদি"।

"তা ব'লে ওরকম টেলিগ্রাম উনি যেন না দেন দাদা। বারণ করে দিও।"

সরোজ একটু যেন কি ভাবিল, তাহার পর পঙ্কজের পানে একবার চাহিয়া লইয়া অল্প হাসিয়া বলিল—"ওই দিয়েছে বললে ?"

—ভাইয়ের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে আর দাঁড়াইল না।

রহস্যটা আরও ঘোরাল হইল দিন তিনেক পরে।

মধ্যাহ্নটি বড় মিষ্ট—শীতের শেষেরদিকে এক একটা মধ্যাহ্ন হঠাৎ যেমন হইয়া ওঠে। পঙ্কজ গায়ে র‍্যাপারটা টানিয়া শুইয়া আছে। আজই ফিরিবার কথা ছিল; দাদাকে বৌদিদিকে বলিল —"যেমন বুঝছি, বোধ হয় জ্বর হতে পারে, সময়টা বড় খারাপ।"

দিন চারেকের ছুটি চাহিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে।

বিছানার একটু তফাতে কুমু বসিয়া আছে। রেডিও খোলা। একটা ঘর বাদ দিয়া সুচারুর ঘর,—বিছানায় শুইয়া একটা নভেল পড়িতেছে···

যাহারা বার বার খুঁজিয়া ফিরিয়া গেছে, তাহারা পরস্পরকে কত চায় সে কি বোঝে না ? তাই একটু সুযোগ করিয়া দেওয়া।

কথায় কথায় কুমু একবার বলিল,—"জ্বর করে বসলে তো ?"

ওদের কথাবার্ত্তা এই কয়দিনে আরও অন্তরঙ্গ হইয়া গেছে।

পঙ্কজ বলিল—"তোমরা আমাদের বোঝ বড় কম কুমু; জব্দ মনে ক'রে আর সবার সঙ্গে যদি তুমিও প্রবঞ্চিত হলে তো কার জন্যে আমার এ প্রবঞ্চনা?"

যে ফাল্গুনের হাওয়া আজ হঠাৎ ভুল করিয়া আসিয়াছে সে এ-ধরণের কথা যেন একেবারে প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেয়! ইচ্ছা করে আমিও এই করিয়া মর্ম্মটাকে খুলিয়া ধরি আরও একটা গোপন কথা বলিয়া, আরও একটু ভালোবাসার আঘাত দিয়া...

কুমু একটু ভাবিল, একটা কথা বলিবে কি না-বলিবে যেন স্থির করিতে পারিতেছে না, তাহারপর একটু হাসিয়া বলিল—"তোমরাও কি আমাদের মন বুঝতে পার? তুমিও তো প্রবঞ্চিতই হয়েছ আর পাঁচজনের সঙ্গে।"

"তার মানে!"

"বাড়ি ঢোকবার আগেই জামাইবাবুর নামে পোষ্টআফিসে টেলিগ্রামটা করলাম দিদির অসুখের...নৈলে আসতে?..."

"তুমি!!"

রহস্যের ঘূর্ণিপাকেই যেন পঙ্কজ আধশোওয়া হইয়া উঠিয়া বসিল। কুমু ততক্ষণ মাঝের ঘরটা পার হইয়া গেছে।

আপনারা বলিবেন কি—কার এই কীর্ত্তি?

নাস্তিক

সুচারুর আর ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, স্বামী সরোজের মতোই সে নাস্তিক হইয়া গেছে।

জীবনের অনেক বড় বড় ঘটনাই অতি সামান্য কারণ হইতে উদ্ভূত, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। বাড়িতেই একটি ছোট টী পার্টি ছিল। নীরা, কিরণ, তাহাদের স্বামী, ললিত প্রভৃতি সরোজেরও কয়েকজন বন্ধু—সস্ত্রীক। এই পার্টিতে লড়াই, হাওড়ার পুল এবং সার্জারির নূতন নূতন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার পর তর্ক উঠিল ঈশ্বর আছেন কিনা। সরোজ একদিকে, আর সবাই একদিকে।...ঈশ্বরের চিরকালই দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার থাকার স্বপক্ষে যাহারা, তাহারা বিনা বিচারেই তাঁহাকে মানিয়া লইয়া বসিয়া থাকে; এই জন্য, যখন তর্ক উপস্থিত হয় তখন ইহারা প্রায়ই অবিশ্বাসীদের কাছে হারিয়া মরে। ইহার কারণ, বিচারই অবিশ্বাসীর ভরসা—সে ক্রমাগতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তর্কের জাল বুনিয়া নিজের দলিল পাকা করিতে থাকে। যখন মোকদ্দমা খাড়া হয়, প্রতিপক্ষ টিকিতে পারে না; দুর্বল উকিলের পাল্লায় পড়িয়া ঈশ্বর বেচারি—'ততঃ প্রমাণাভাবাৎ' লোপ পাইয়া যান।

সুচারুও স্বামীর বিপক্ষেই ছিল। হারিয়া অবশ্য ভগবানের জন্য একটু দুঃখ হইল, কেননা হওয়া উচিত তো? কিন্তু সেই

সঙ্গে নিতান্ত একটা অনুচিত ব্যাপারও হইল,—সুচারুর মনে যেন একটু গর্বও হইল,—একলা মানুষ—আর সে তাহারই স্বামী—দিল তো চুপ করাইয়া এতগুলা মানুষকে!

সবাই যখন চলিয়া গেল, সুচারু অনেকটা নিজের অন্যায় গর্বকে যেন চাপা দিবার জন্যই স্বামীকে ধিক্কার দিয়া বলিল—"ছিঃ, তুমি এমন নাস্তিক! কৈ, জানতে দাওনি তো এতদিন!"

স্বামী বলিল—"ভয় ছিল ত্যাগ করে দেবে; নিরীশ্বর হয়ে বাঁচা সহজ—কেননা ঈশ্বর নেই; কিন্তু নিপত্নীক হয়ে তো বাঁচা যায় না, কেননা তিনি যে জীবন পূর্ণ করেই আছেন।"

ঠাট্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার পরই সরোজের কেমন যেন একটা ঝোঁক চাপিয়া গেল—বধূর সঙ্গে আবার আলাদা করিয়া তর্ক জুড়িয়া দিল। ঠিক তর্ক বলাও চলে না, কেননা তর্ক তো দু'দিক লইয়া। সুচারু প্রথমটা জ্ঞানমতো দু'একটা কথা বলিল বটে; তাহার পর নিছক শ্রোতা হইয়াই রহিল—ক্রমে মুগ্ধ শ্রোতা—এত জানে সরোজ! এত পড়া!—কৈ, এতদিন হইয়া গেল, একদিনও তো জানায় নাই, কী চাপা লোক!

সরোজ পরদিন আবার তুলিল তর্ক—ওর ঝোঁক চাপিয়া গেছে। এতদিন স্ত্রীর মতামতে হাত দেয় নাই, আজ যেন ওকে ওর ধর্ম হইতে ছিনাইয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে—তাহা হইলে যেন আরও কাছে পাওয়া যায় সুচারুকে।

শেষে একটা কূট চালও চালিল—স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড়

দুর্বলতাটুকু স্পর্শ করিল। গাঢ় সহানুভূতিতে স্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"যদি ঈশ্বর থাকেন কেউ সুচু, তো তিনি আমাদের ঘর এখনও শূন্যই রেখেছেন কেন ?—অনেক করেই তো ডাকছ তুমি ?"

ঐখান থেকে সুরু হইল সন্দেহ—একটা অভিমানের আকারে ;—"সত্যিই তো, তুমি যদি আছই ঠাকুর, তো আমার কোল এমন করে খালি রেখেছ কেন ?—এত ক'রে রোজ ডাকছি তোমায়···"

কয়েকদিন ধরিয়াই এই কেন্দ্রের চারিদিকে চিন্তাটা ঘুরিতে লাগিল।···স্বামী তাল বুঝিয়া এক একটি মোক্ষম প্রশ্ন ছাড়িতে লাগিল।···সুচারু ভাবে—সত্যিই তো, এ কি এক ব্যাপার বাপু ! —এক শক্তি, তাঁকে কেউ দেখতে পারে না, ছুঁতে পারে না, না হাত, না পা, না মুখ, না কিছু, একি এক কাণ্ড ! কোথাও নেই, অথচ সর্বত্রই আছেন, সবই দেখছেন, করছেন···মস্ত বড় ফাঁকি নয় একটা ?···শুধু তাই নয়, আবার মনেরও অগোচর।···কেমন সব গোলমেলে কথা যেন,—এর চেয়ে সরোজ যা সব বলে তার যেন মানে আছে, বাঁধুনি আছে...

একদিন সরোজকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"হ্যাঁগা, সত্যিই তাহ'লে ভগবান নেই বলছ ?"

"তোমার কি রকম মনে হয় ?"

"জানিনা বাপু, ভেবেও কূল পাই না।"

নাস্তিকই হইয়াছে সুচারু, আর কত স্পষ্ট করিয়া বলিবে ?

সরোজ যেন একটু বিস্মিত হয় মনে মনে,—মেয়েছেলেরা নাস্তিক হয় না ; সরোজের মত এই যে নাস্তিক হওয়ার জন্য যে মনের জোরের প্রয়োজন,' মেয়েদের সেটা থাকিতে পারে না ; কেননা নির্ভরতাই ওদের জীবনের মূল কথা।...তবে যে সুচারু এত শীঘ্র মানিয়া লইল তাহার তর্ক !

মনস্তাত্ত্বিকদের কথা ;—যাহারা নূতন ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উৎসাহ নাকি আরও বেশি। সুচারুর ইচ্ছা করে স্বামীর চোখা-চোখা যুক্তিগুলা সবাইকে শোনায়। আর তো লোক নাই, কিরণ, নীরা, লানা, আর বাপের বাড়িতে দিদি বৌদিদি—এরা সব ; কিন্তু ওসব জায়গায় কেমন লজ্জা করে—কিরণ, নীরার সঙ্গে একজোট হইয়াই তো স্বামীর সাথে তর্ক করিল এই সেদিন। কী বলিবে তাহারা ?

নূতন দীক্ষার উৎসাহ কিন্তু চাপা যায় না ; সুচারু ঝিকে ডাকে, বলে—"আর সত্যিই তো ঝি, তুই-ই বোঝ না,—হাত নেই, পা নেই, মুখ নেই, চোখ নেই, কোনখানে থাকেনও না—তাঁর কাছে তুমি হাত পাতবে ছেলে দাও, মেয়ে দাও, লোক দাও, লস্কর দাও...তোদের বাবু মিছে বলে কি ?—তুই-ই বল্ না ? ...এমন ভগবান কি পারেন কিছু দিতে ?"

ঝি মানিয়া লয়, বলে—"তা কখনও পারে গা ?...এ আবার কোন্ দিশি ভগবান ?"

আরও সব কথা হয়।

বাড়িতে যতক্ষণ থাকে সরোজ, এই সব তত্ত্বের কথাই বেশি

হয়। আজকাল ঈশ্বরের থাকা না-থাকা লইয়া সে যে খুব মাথা ঘামাইত এমন নয়, কলেজজীবনের একটা ফ্যাশান হিসাবে মনের এক কোণে মতবাদটা পড়িয়া ছিল ; নূতন শিষ্যা পাইয়া তাহার উৎসাহটা বাড়িয়া গেছে। অনেক নূতন নূতন বই আনে, পড়িয়া শোনায়। বুদ্ধির অনুশীলনে বেশ আনন্দও পাওয়া যায় ; আগেকার সেই বাজারদর, কি নূতন শাড়ির ফ্যাশান, কি বাপের বাড়িতে নূতন কে আসিল, হদ্দ দু'একটা গান—একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল যেন।

সুচারু বলে—"সত্যিই ভগবান নেই বাপু। কেন, এই তো ঝি পর্যন্ত মানতে চায় না. বলে—'এ কোন্ দিশি ভগবান ? ইনি আবার কাকে কি দেবেন ?' "

সরোজ একটু হাসিয়া মুখের পানে চায়, বলে—"তোমার বিশ্বাস তাহ'লে এখনও একেবারে যায় নি সুচু—অর্থাৎ এখনও যদি তোমার ভগবানকে ডেকে কিছু পাও তো বলবে তিনি আছেন, পাওয়াটা যে তোমার নিজের যোগ্যতাতেই হ'ল, এটা বিশ্বাস করতে চাইবে না।"

সুচারু কি জন্য যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়ে, বলে—"তা কেন ?—পাওয়া না-পাওয়ার কথা কি আছে এতে ?"

খুব জিদ করিয়া বলে—"একটুও বিশ্বাস নেই আমার অমন ভগবানে ; বলে—ঝি যে ঝি—সেও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চায় না !..."

নাস্তিক, অর্থাৎ যাহার মনটা বিজ্ঞানঘেঁষা, বিচারপ্রবণ—এই বৈজ্ঞানিক যুগে এমন একটি স্ত্রী থাকা গর্বের কথা। অন্ততঃ ডাক্তার সরোজ তো তাই মনে করে। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবদের কাছে তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছে কথাটা—অবশ্য একেবারে সোজা নাস্তিক বলিয়া নয়, একটু ঘুরাইয়া, মন্তব্যের আকারে, যেমন—"আজকাল তো মেয়েছেলেরাও আর এসব সেকেলে কথা মানতে চাইছে না; এই তো ওয়াইফ-ই বলে ভগবান যদি থাকতেনই তো..." ইত্যাদি।

বেশ উপভোগ করার মতো একটু চমক লাগে সবার।

কিছুদিন গেল এইভাবে, তাহার পর সরোজের নিজেরই একদিন যা চমক লাগিল তাহার তুলনা সে নিজের জীবনে আর খুঁজিয়া পায় না।

দুপুরে আহারের জন্য বাড়ি ফিরিতেছে, গলিতে মোটরটা প্রবেশ করিতেই সরোজ দূর হইতে দেখিল নামাবলি গায়ে, তালতলার চটি পায়ে, মাথায় সপুষ্প টিকি একটি বৃদ্ধ লোক তাহাদের বাসা হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইল, তাহারপর একবার দরজার পানে চাহিয়া কি বলিয়া গলির ওদিকে চলিয়া গেল। দৃশ্যটা এতই অসম্ভব গোছের, সরোজ যেন জোর করিয়া নিজেকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিল ওটা পাশের বাড়ির ব্যাপার।

মোটর আসিয়া দাঁড়াইলে বুঝিল—না, তাহাদের বাড়িরই ; পাঁচু দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল, মোটর আসিতে দেখিয়া বন্ধ না করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সরোজ প্রশ্ন করিল—"কে গেল রে ?"

"আজ্ঞে, পুরুত ঠাকুর।"

মুখ দিয়া সরোজের আর কথা বাহির হইল না, মোটর থেকে নামিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঁচু বলিল—"পূজো ছিল কিনা, তাই…"

আর কিছু না বলিয়া সরোজ সোজা উঠিয়া গেল। ক্ষীণ ধূপ-ধুনার গন্ধ,—সেটা নাকে করিয়া মন্থর পদক্ষেপে হল-ঘরটায় গিয়া দাঁড়াইল, যেন ভুল করিয়া অন্য কাহার বাড়ি প্রবেশ করিয়াছে !

ঝি বারান্দা দিয়া ওদিকপানে যাইতেছিল, সরোজ প্রশ্ন করিল—"এরা গেল কোথায় ঝি ?"

ঝি সামনাসামনি কথা কয় না, একটু আড়াল হইয়া বলিল—"পূজোর ঘরে।"

বিস্ময়টা মাত্রা ছাড়াইয়া যেন বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ করিয়া দিতেছে ; প্রায় বৎসর খানেকের উপর এই এক বাড়িতে আছে, 'পূজোর ঘর' বলিয়া তো কিছু শোনে নাই। কী প্রশ্ন করিবে, আর কী ভাষায়—ভাবিতেছিল, এমন সময় রান্নাঘরের পাশে যে গলিটুকু আছে, সেই পথে সুচারু আসিয়া দাঁড়াইল : চওড়া রাঙা পাড়ের গরদের শাড়ি পরা, কপালের মাঝখানে একটা বেশ বড়

সিঁদূরের কৌটা, এলো চুল, ভাবটা একটু আবিষ্ট,—যেন কিসের জন্য অন্যমনস্ক রহিয়াছে একটু। সরোজ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতে বলিল—"এসে গেছ তুমি?···ওগুনো ছেড়ে কাপড় পরে শীগগির এস একবার, প্রণামটা করে যাও···"

মনটা গুছাইয়া লইতে একটু বিলম্ব হইল সরোজের, তাহার পর স্ত্রীকে আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া বিস্ময়ের মধ্যেও একটু বিদ্রূপের টোনেই প্রশ্ন করিল—"কাকে?"

সুচারু আগাইয়া আসিল, খুব সপ্রতিভ; নূতন হোক, কিন্তু বিস্মিত হইবার মতো বাড়িতে যে কিছু হইয়াছে সে ভাবটা মোটেই নয়। কাছে আসিয়া একটু রাগের ভান করিয়া গলা নামাইয়া বলিল—"রঙ্গ রাখো, চারিদিকে ঝি চাকর; আর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে রঙ্গ করে না।"

"তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না, ঠাকুর-দেবতা কি—কৈ, কিছু তো বলনি এর আগে!"

"আমিই জানতাম কিনা! সকালে ঝি এসে বললে আজই পূজো···তক্ষুণি বাসন-কোসন কিনিয়ে আনিয়ে, জোগাড়-যন্ত্র ক'রে,···পুরুত ডাকিয়ে···মাকাল-ষষ্ঠীর হ্যাঙ্গাম তো কম নয়···"

"মাকাল-ষষ্ঠী!!···ওগো, আমি জানি তুমি ভগবান পর্যন্ত বিশ্বাস কর না—একেবারে মাকাল-ষষ্ঠী!!"

স্ত্রীর বিস্ময় স্বামীর বিস্ময়ের চেয়ে আরও এক পরদা ছাড়াইয়া উঠিল; মুখটা একটু হাঁ করিয়া, গালে তর্জ্জনী টিপিয়া

সুচারু বলিল—"শোন কথা!—ভগবান নেই ব'লে মাকাল-ষষ্ঠীও থাকবেন না? ··অমন জাগ্রত ঠাকুর!..."

শোন কথা!—ভগবান নেই ব'লে মাকাল-ষষ্ঠীও থাকবেন না?

ঝিয়েরই পরামর্শ, ঝিয়েরই সব ব্যবস্থা, সুচারু তাহাকেই সাক্ষী মানিল—"অ ঝি! এই শোন্ এসে।"

ঝি কাছেই ছিল, আড়াল হইয়া বলিল—"ওমা, মুখে আনতে

আছে ও কথা গেরস্তকে ?···মাকাল-ষষ্ঠী নেই তো বাঁজার কোলে কিনি ছেলে তুলে দিচ্ছেন, কাঁর কিরপেয়···"

হঠাৎ সব বদলাইয়া গেল। এতক্ষণ শুধু পূজার ব্যাপারটা লইয়াই চলিতেছিল, সুচারু কতকটা আবিষ্টভাবে বেশ নিঃসঙ্কোচই ছিল; ঝিয়ের ব্যাখ্যানে পূজার আসল উদ্দেশ্যের কথাটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে একেবারেই অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া পড়িল। "আচ্ছা, তুই চুপ কর্ দিকিন"—বলিয়া ঝিকেই একটা ধমক দিয়া, স্বামীকে কাটাইয়া তাড়াতাড়ি হলঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সেখান থেকে পাশের ঘরে গিয়া একটা কোণে দাঁড়াইয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ধড়াচূড়োগুলো খুলে একমুঠো খেতে হবে, না, ঝিয়ের বাজে কথা শুনলেই পেট ভরবে ?"

··· ··· ··· ···

সমস্ত ব্যাপারটা সরোজের ডায়েরিতে দু'টি-লাইনে শেষ হইয়াছে—

"আহা, বেচারি সুচু ! কষ্ট হয়। ভগবানকে কাটিয়ে উঠে ঝিয়ের মাকাল-ষষ্ঠীর কাছে মাথা নোয়ালে !···একটা কলেজে পড়া মেয়ে ! সন্তানের সাধ এদের বুদ্ধি নিয়ে কি ছিনিমিনিটাই না খেলে !"

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্

অতি সামান্যই একখানি শাড়ি, বেনারসিও নয়, জর্জেটও নয়, সামান্য একখানি ছাপা-শাড়ি। কিন্তু অসামান্য গোলোযোগের সৃষ্টি করিয়াছে।

কয়েকদিন হইতে সুচারুর মুখটা ভার-ভার রহিয়াছে। কারণটা টের পাইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সেদিকে সরোজের কোন আন্দাজই কাজে লাগিতেছে না; অত সাবধানে—সর্বদাই প্রায় তটস্থ হইয়াই থাকে, তা' সত্ত্বেও আবার কি হইল?

শেষে এই শাড়ির কথা মনে পড়িল। একটা স্টাইল অনেক-দিন থেকে চোখে লাগিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল কোন সুযোগ বুঝিয়া সুচারুর জন্য কিনিবে; আজ এই দুর্যোগটা কাটাইবার জন্য কিনিয়া আনিয়াছে।

সুচারু বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিয়া উল বুনিতেছিল, সামনে একটা ছোট টেবিলের একপাশে সরঞ্জামগুলা রাখা, বেড়ালটা পায়ের কাছে রোঁয়া ফুলাইয়া বসিয়া আছে। শাড়িটা কাগজের মোড়ক থেকে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া সরোজ বলিল—"কেমন হোল শাড়িটা দেখো তো।"

সুচারু বাঁ হাতে ভাঁজটা একপাট খুলিয়া আবার মুড়িয়া দিল, বোনা সুরু করিয়া নিতান্ত হালকাভাবে বলিল—"মন্দ কি?"

সরোজ মনে বেশ একটু আঘাত পাইল। দুর্বুদ্ধি, মনের

ভাবটাকে কোথায় চাপিবে, না, প্রকাশ করিয়াই ফেলিল, বলিল—"আমি আশা করেছিলাম তুমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, অবশ্য দামের কথা বলছি না, তবে স্টাইলটা···"

সুচারু মুখ তুলিয়া একটু ব্যঙ্গের হাসিই হাসিয়া বলিল,—"তুমি নিজের পছন্দে নিজেই যেন একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছ,—'মন্দ কি'-ও যে আমি বললাম সেটা জমিটার সম্বন্ধে, স্টাইল সম্বন্ধে ওটা অতিরিক্ত প্রশংসা হয়ে পড়ত।"

সরোজ গম্ভীরভাবে ভিতরে চলিয়া গেল, কোটটা রাখিয়া টাইটা খুলিতে-খুলিতে বাহির হইয়া বলিল—"তুমি একটা তর্কের কথা তুললে—অর্থাৎ বলতে চাও যে, বেটাছেলের পছন্দ নেই—এর একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া ভালো···"

"শাড়িটাই তো মীমাংসা।"

"যার জন্যে কেনা সেও তো আমারই পছন্দ···"

সুচারু চকিতে চক্ষু দুইটা তুলিয়া তখনই নামাইয়া লইল, রাঙা হইয়া উঠিয়াছে মুখটা। সরোজ ভুলটা বুঝিতে পারিয়াই শোধরাইয়া লইতে যাইতেছিল, সুচারু তাহার আগেই ছোট্ট করিয়া বলিল—"অনুতাপ হচ্ছে?"

"বাঃ! অনুতাপ কেন? বলছিলাম—তুমিও আমার পছন্দ,—সেই জন্যে তোমায় কি মানাবে সেটা আমারই জানবার কথা, তাই···"

সুচারু বাধা দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল—"ওর চেয়ে ভালো শাড়ি যে আমায় মানাবে না তা জানি; কিন্তু···"

"আমি তাই বললাম ?"

"ঠিক তাই বলনি, তবে বলার উদ্দেশ্যটা তাই।"

"এ তুমি আমার প্রতি ভয়ানক অবিচার করলে সুচু।...দাও, শাড়িটা ফিরিয়েই দিয়ে আসব।"

অগ্রসর হইতেই সুচারু শাড়িটা হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল—"থাক্, ফেরাতে হবে না।"

"কেন ? দিইগে না ফিরিয়ে।"

"থাক্ ; মাঝে মাঝে মনে পড়বে কি ধরণের জিনিস আমায় মানায়।"

বোনার সরঞ্জামগুলা উঠাইয়া লইয়া হলের অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল। বিড়ালটা একবার সরোজের মুখের পানে আড়ে দেখিয়া লইয়া কর্ত্রীর অনুগমন করিল।

এটা সকালকার ব্যাপার, বাড়িতে আহার করিতে আসিবার সময় সরোজ শাড়িটা কিনিয়া আনিয়াছিল।

বিকালে এখন উল্টা স্রোত বহিতেছে।

সুচারু প্রশ্ন করিতেছে—"তোমার মরণ কবে হবে ? এত গুমোর তোমার নিজের পছন্দর ? পছন্দ নিয়েই থাকবে ? গুমোরের আর তোমার আছে কি ? এত যে পাচ্ছ, উদয়াস্ত— একটা বুকের ঢালা ভালোবাসা—যেখানে তোমা ছাড়া আর কারুর জায়গা নেই—তার বদলে তুমি কি দিতে পেরেছ ?—শাড়ি

পছন্দের গুমোর ? এই যে একটা লোক অভিমান করে শুধু ভাতে-হাতে করে উঠে গেল —সমস্ত দিন গুম্‌রে গুম্‌রে বেড়াচ্ছে—তার অপরাধটা কি ?…তুমি কবে মরবে ?—তোমার বড় বাড় হয়েছে, না ?…"

আরও সব অনেক প্রশ্ন, এর চেয়েও বেশি রূঢ় মন্তব্য সব। …চুল বাঁধিতে বসিয়াছিল ; আর্শিতেই একটি অনুতপ্ত প্রতিচ্ছায়ার চোখে চোখ রাখিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে।

তাহার পর মুখটা ঘুরাইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ; তাহার পর আবার প্রতিচ্ছায়ার পানে চাহিয়া কড়া চোখ দুইটা ঈষৎ ঘুরাইয়া বলিল- "রোস, তোমার পছন্দের গুমর আমি এমন করে ভাঙব যে !…"

—বলিতে বলিতেই উঠিয়া গেল।

ফোনে নীরার বাড়ির নম্বর চাহিল।

"কে, নীরা নাকি ?"

"কে ?—সুচু না ?—কি ব্যাপার ?"

"খুব ব্যস্ত আছিস ?"

"হ্যাঁ, ওদের বাবা এই মাত্র আফিস থেকে এল যে…"

একটু অন্যমনস্ক করিয়া দিল সুচারুকে, মনে পড়িল একটা অর্ধভুক্ত মানুষের কথা—তাহার অপরাধ—সে সাধ করিয়া একটি শাড়ি কিনিয়া আনিয়াছিল।

তাগাদা আসিল—

রোস, তোমার পছন্দের গুমর আমি এমন করে ভাঙব যে....

"কিরে সুচু, চুপ করলি যে ?"

"না, ঝিটা একটা কথা বলছিল ওবারান্দা থেকে।...হ্যাঁ, ইয়ে—বলছিলাম আজ সন্ধ্যের সময় তোরা দুজনেই এখানে চা খেতে আসবি—একেবারে অতি-নিশ্চয়।"

"হঠাৎ ?"

"একটু চা খেতে আসবি তা হঠাৎ নয়তো কি দশদিন ধ'রে তোড়জোড় করতে হবে ?···তবে হ্যাঁ, হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল বটে···যখন আসছিসই একটা কাজ করতে পারবি ?"

"যথা ?"

"জোট বেঁধে একটা শাড়ির যশ গাইতে হবে।"

"বুঝলাম না।"

"আমি একটা শাড়ি কিনেছি—ছাপা-শাড়ি ; ডিজাইনটি তো আমার খুবই চমৎকার লাগছে, কিন্তু কর্তার পছন্দ নয়···"

"তাঁকে তো পরতে মাথার দিব্য দিসনি, তবে ?"

"ঐ তো বলে কে। যাই হোক, আমি পাকে-চক্রে তুলব শাড়িটার কথা ; তুই দেখতে চাস, তারপর খুব একচোট প্রশংসা করিস ভাই দুজনেই ; তাইতেই থোঁতা মুখ ভোঁতা হ'য়ে যাবে। প্রশংসা করার যুগ্যিই, তবু বলে রাখলাম। কর্তা সায় দেবে তো ?"

"না দিয়ে উপায় আছে ?"

"বেশ, তাহলে ঐ ব্যবস্থা রইল। হ্যাঁ, আর এক কথা। আমিই যে শাড়িটা কিনেছি, একথা উল্লেখ করে কাজ নেই, ভাববে আমিই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছি।···তা হলে রৈল ঐকথা ···যা, কর্তা নিশ্চয় হেদিয়ে উঠেছেন।"

লীনাকেও ঠিক এই সব কথা।

তাহার পর বৌদিদিকেও—

"একবার সন্ধ্যের সময় আসবে বৌদি? মনটা বড্ড খারাপ হ'য়ে আছে।"

"কেন গো—হঠাৎ মন খারাপ?"

"একখানা শাড়ি পছন্দ করে কিনেছি, তা ক্রমাগতই নাক সিঁটকুচ্ছে; ভালো লাগে কখনও পছন্দ নিয়ে খিটখিট করা?"

"তোমার দাদার মতন রোগ দাঁড়িয়েছে ক্রমে ক্রমে। ব্যাটাছেলে শাড়ির কি বোঝে যে?..."

"এসে সেই কথা একটু বুঝিয়ে বোল। অবশ্য ওভাবে ব'লে কাজ নেই, লোক ভাল নন তো?...কে কিনেছে, কি বৃত্তান্ত তুমি যেন জানো না; হাতের কাছে একটা ভালো শাড়ি দেখেছ—ঠেসে প্রশংসা করে যাচ্ছ, তাইতেই খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবেখ'ন।...নিশ্চয় এসো তাহলে।"

তাহার পর সন্ধ্যার মজলিস।

সবাই বসিয়াছে, ঠাকুর চায়ের সরঞ্জাম সব হাজির করিল, সুচারুই চা ছাঁকিতে লাগিল। কথাবার্তা লড়াই থেকে আরম্ভ হইল, তাহার পর মেয়েদের মধ্যে একটা সড় ছিলই—দু'একটা মোড় ঘুরিয়া শাড়ির দুর্মূল্যতায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছাপা-শাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল।

নীরা বলিল—"ছাপা-শাড়ির একটা সুবিধে, স্টাইলের অভাব হয় না, কিন্তু যা দাম, বাবাঃ!"

লীনা বলিল—"স্টাইল কৈ আমার তো এখনও একটা চোখে পড়ল না।"

সুচারু চা ঢালিতে ঢালিতে একটু থামিয়া গেল, বলিল—"আমাদের আজই একটা কেনা হয়েছে, দেখবি?"

সুচারু চায় নাই, তবু অবাধ্যভাবেই চোখ দুইটা গিয়া একবার স্বামীর মুখের উপর পড়িল। সেই মুহূর্তেই সরাইয়া লইল, কিন্তু ঐটুকুর মধ্যে দেখিল মুখটা একেবারে যেন পাংশু হইয়া গেছে।

লীনা বলিল—"দেখি তো।"

চা ঢালা শেষ করিয়া সুচারু ঘরের দিকে পা বাড়াইতেই সরোজ বলিল—"থাক্ সুচু, ওটা আর দেখাবার যুগ্যি নয়।"

কাপের উপর দিয়া এদের তিনজনের একবার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল।

সুচারু শাড়িটা আনিল। সরোজ যেন ভয়ে কাঁটা হইয়া গেছে। আগেভাগেই নিন্দা করিয়া গোলযোগের গোড়া মারিয়া দেবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তবু সুচারুর এ জিদ কেন? সকালের ব্যাপারটা অযথা ঘোরালো করিয়া তুলিবে?

লীনা হাতটা বাড়াইয়া শাড়িটা লইল। মুখে চোখে এত প্রশংসা ফুটাইল যে, পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত করা না থাকিলে ততটা সম্ভবই হয় না, বলিল—"বাঃ, কী চমৎকার শাড়িটা! যেমনি পরিষ্কার ডিজাইন, তেমনি রঙের বাহার, তেমনি…"

ভয়ের জন্যই সরোজের চোখ দুইটা একবার সুচারুর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তখনই সরাইয়া লইয়া বলিল—"কৈ, আমার তো তেমন ভালো ব'লে…"

সুচারুর বৌদি একটু ধমক দিয়াই বলিল—"তুমি চুপ করো একটু ঠাকুরজামাই। শাড়ি ভালো কি মন্দ সেও যদি তোমরা বলে দাও, তা হ'লেই তো গেছি। খুব চমৎকার শাড়ি। নীরা কি বলো ?"

"ইচ্ছে ছিল সরোজবাবুর দিকেই মত দিই, একলা পড়ে গেছেন ; কিন্তু সত্যিই এত চমৎকার শাড়িটা যে…"

সরোজ ব্যাকুলভাবে সুচারুর পানে চাহিল, সুচারু তখন গম্ভীর-ভাবে লীনার স্বামী মিস্টার সেনের কাপে দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া দিতেছে, নতদৃষ্টিতে কোন গোলযোগের আভাস পাওয়া যায় কিনা বুঝিতে না পারিয়া সরোজ বলিল—"আমার কিন্তু মত…"

নীরা বলিল—"আপনার মত তো শুনলাম। মেয়েদের পছন্দর বিরুদ্ধে সব পুরুষদেরই একমত। সুচু যখন ভালো বলেছে, আপনি তো বলবেনই খারাপ ; মিস্টার সেন আর ইনিও যে কি বলবেন…"

মিস্টার সেন আর নীরার স্বামী মিস্টার ব্যানার্জি একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"না, না, সত্যিই চমৎকার লাগছে আমাদের।"

এমন ব্যস্তসমস্তভাবে বলিয়া উঠিল, নীরা, লীনা আর সুচারুর বৌদিদি—তিনজনেই হাসিয়া উঠিল, বৌদিদি বলিল—"আহা, এভাবে নিজের পক্ষকে ডেজার্ট করা !…"

সুচারুও আর হাসিটাকে চাপিতে পারিল না, পুরুষেরাও হাসিল—তবে নানা কারণেই সে-হাসির অতটা জলুস হইল না।

তাহারপর শাড়ির প্রশংসাটাকে এক সময় একেবারে চরমে আনিয়া দিয়া চা-বৈঠকের আলাপ অন্যদিকে মোড় ফিরিল।

স্বামীর উপর সকালে অযথাই রাগ করার জন্য সুচারু নিজের উপর আক্রোশবশেই নিজেকে এইভাবে অপদস্থ করিল। আর কেহ অবশ্য বুঝিল না, স্বামীও সব ইতিহাসটুকু জানিল না, তবে এটুকুতো বুঝিল যে, তাহারই জিত, আর সুচারু সবার সামনে সেটা নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে।

মনে যখন ভাবের বন্যা নামে তখন সবই করা যায়। সুচারু কোন গ্লানিই থাকিতে দিবে না—নিজের মনেও না, স্বামীর মনেও না।

মুখ-ভার তো চায়ের সময় হইতেই গেছে, রাত্রে একটু আবদার পর্যন্ত করিল সুচারু—"রোজই ওরকম দেরি করে আসলে চলবে না; কাল একটু সিনেমায় চলো—নতুন বইটা এসেছে···"

সিনেমার জন্য হাসপাতাল থেকে সকাল সকাল ফিরিয়া

সরোজ দেখে সুচারু সেই ছাপা-শাড়িটা পরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সরোজ সামনে আসিতে উঠিয়া প্রণাম করিল।

সরোজ অল্প হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ ?"

সুচারু হাসিয়া বলিল—"মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ, বা, তারা কেন কি করে—সে-সবে দখল দিতে নেই ; কাল অত ধমক আর টিটকিরি খেয়েও হুঁস হ'ল না ?"

তাহার পর কারণটা অবশ্য বলিল—"নতুন একটা কিছু পরলে করতে হয় প্রণাম।"

—সুচারু আর কোন গ্লানিই থাকিতে দিবে না।

সরোজের একটা কল্ ছিল, সিনেমা থেকে ফিরিয়া সুচারুকে নামাইয়াই বাহির হইয়া গেল। একেবারে গ্লানিশূন্য মনটা সুচারুর বেশ হাল্কা বোধ হইতেছে। আর্শির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সেই শাড়ি—সত্যিই চমৎকার শাড়িটা ; সরোজের পছন্দ সত্যিই ভালো।...প্রতিচ্ছায়াটির পানে চাহিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"কেমন জব্দ ! আর কখনও ওর পছন্দ নিয়ে দেবে মনে কষ্ট ?"

ধীরে ধীরে প্রতিচ্ছায়াটির মুখের ভাব বদলাইয়া যাইতেছে... কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে...ব্রুচটা খুলিতেছিল, হাতটা বন্ধ হইয়া গেছে—দুইবার ভ্রু দুইটি অল্প একটু কুচঁকাইয়া গেল।...বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া প'ড়িতেছে আর্শির প্রতিচ্ছায়া। একটু যেন বিষণ্ণও।

তাহাকে ছাড়িয়া সুচারু টেলিফোনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। একটু কি ভাবিল, তাহার পর রিসিভারটা তুলিয়া লইল—

"লীনা ?"

"হ্যাঁ, স্থচু নাকি ?···কি খবর—কর্তার থোঁতা মুখ হয়েছে তো ভোঁতা ?"

"আচ্ছা, বল্ তো শাড়িটা কেমন দেখলি ?"

"সত্যি চমৎকার।"

"তা'হলে শেখানো না থাকলেও করতিস প্রশংসা ?"

"বোধ হয় বেশি, তখন প্রশংসা আবার নিজে হতে বেরুত কিনা!"

সামান্য একটু চুপচাপ, তাহার পর—

"আচ্ছা, মিস্টার সেন যে প্রশংসাটা করলেন, সত্যি, না খাতিরে ?"

"আরও বেশি সত্যি, আজই ঐ ডিজাইনের একটা শাড়ি এনে দিয়েছে, অবশ্য 'দাসীর' হুকুম ছিল···"

হাসিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, স্থচারু রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া ক্লান্ত, মন্থর গতিতে আসিয়া একটা কৌচে শরীর এলাইয়া দিল, সামনে আর্শি থাকিলে দেখিত—প্রতিচ্ছায়াটি আরও অন্যমনস্ক, আরও বিষণ্ণ।

··· ··· ··· ···

স্থচারু কি মনের সব গ্লানি ফেলিতে পারিল মুছিয়া? অত আড়ম্বর তো করিল···

প্রশ্নটি আমার পাঠকদের জন্য নয়, সহৃদয়া পাঠিকারা উত্তরটা দিবেন কি দয়া করিয়া ?

পাস-ফেল

রবীন্দ্রনাথের "মধ্যবর্ত্তিনী" গল্পটা পড়া আছে ? আরম্ভ হইল কতকটা সেইভাবে—

সুচারু স্বামীর দক্ষিণ হস্তটি নিজের তপ্ত দুইটি করপুটে চাপিয়া মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, ঠোঁট দুইটি বার দুয়েক কাঁপিয়া উঠিল, তাহারপর বলিল—"আজ একটা কথা বলব, রাখতে হবে।"

সরোজ স্নেহভরে বাঁ হাতটি স্ত্রীর কাঁধে রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার কোন্ কথা কবে ঠেলেছি সুচু ?"

"এ কথাটা ঠেলবে জেনেই বলিয়ে নিচ্ছি আগেভাগে।"

"আমায় সমস্যায় ফেলে তুমি বেশ আনন্দ পাও, না ?"

"হয়তো পড়বে একটু সমস্যায়, কিন্তু একটা খুব বড় সমস্যা মিটবে আমাদের জীবনে। দাও কথা, লক্ষ্মীটি।"

"আমাদের জীবনে ?"—প্রথম কথাটার উপর একটু জোর দিয়াই প্রশ্ন করিল সরোজ।

"হ্যাঁ, আমাদের জীবনে—যদি আমি বাঁচি এ যাত্রা ; নয়তো শুধু তোমার জীবনে ; তাতেও কি আমার কম সান্ত্বনা ?… দাও কথা।"

"অসুখ হ'লে তুমি বড্ড ছেলেমানুষ হ'য়ে পড়, সুচু ; কি

এমন হয়েছে তোমার যে··· । আমি যাতে কষ্ট পাই সেই সব কথা বলে···”

সুচারু আরও ছেলেমানুষ হইয়া পড়িল, স্বামীর হাতটা আরও চাপিয়া কণ্ঠের কাছে লইয়া আসিয়া বলিল—“না, দাও কথা ; নয়তো আমি সত্যিই গুম্‌রে গুম্‌রে অসুখ বেড়ে মরে যাব। চাও তাই ?”

গলা ধরিয়া আসিল।

সরোজ একটু ভাবিল, বলিল—“বেশ, তোমার কিছু ক্ষতি না হয়তো রাখব।”

“বললাম তো দু’জনেরই ভালো, দু’জনের জীবনের সমস্যা মিটবে।···না, শুধু কথা বাড়াচ্ছ দাও কথা।”

“বেশ···দিলাম।”

সুচারু ক্ষণমাত্র নিস্তব্ধ থাকিল, তাহার পর বলিল—“আর একটি বিয়ে করো তুমি।···না, তুমি কথা পাল্‌টে নেবে, আমি জানি ; কিন্তু সে শুনব না আমি। আমার অসুখ-শরীরে গায়ে হাত দিয়ে কথা দিয়েছ, যদি না রাখ তো দেখো আমি নিশ্চয় মরে যাব। অসুখের সময় গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করলে ভগবান সাক্ষী থাকেন,—তুমি না মানলেই তো মিথ্যে হবে না।···না, করো বিয়ে, আমি টিঁকতে পারছি না এ-বাড়িতে। আমায় ভগবান কিছু দেবেন না বলে তোমার বাড়ি এমন খালি থাকবে কেন চিরদিন ? শুধু কি তাই ? নতুন যে আসবে তার সন্তান কি আমার পর ? তারা অনেক সময় তো আরও আপন হয়।

শাস্ত্রে বলে, গল্পে বলে, সত্যিকার জীবনেও এমন তো কতো দৃষ্টান্ত রয়েছে। দাও কথা।"

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের মধ্যে স্বামীর চিন্তার অবসর মিলিয়াছে প্রচুর, বলিল—"কথা তো দিয়েছি। কিন্তু খুব পরীক্ষাতেই ফেললে।"

"পাস করতেই হবে।"

"আমার কথা বলছি না, ফেললে নিজেকে।"

"আমি পাস করেই আছি, দেখো…"

স্বামীর হাত দুটি আরও নিবিড়ভাবে কণ্ঠলগ্ন করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একবার বলিল—"ভেবো না যে অসুখের ঝোঁকে বললাম, অনেক দিন থেকেই বলব বলব করছিলাম, সুবিধে হচ্ছিল না।"

খুব প্যাঁচাল না হইলেও অসুখটা খুব সোজাও ছিল না, কিন্তু এই কথাবার্তার পর সুচারু বেশ দ্রুতই আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কথাটা বলিয়া প্রতিজ্ঞাটুকু আদায় করিয়া ওর মনটা হঠাৎ খুব হাল্কা হইয়া গেছে। যতক্ষণ কেহ কাছে থাকে, খুব স্ফূর্তির সঙ্গে আলাপ করে আজকাল, যতটুকু একলা থাকে, একটি স্বপ্নের ছবির উপর তুলি টানিয়া টানিয়া যেন সেটাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে থাকে।…একটি নূতন সঙ্গিনী আসিয়াছে—কত আপনার!—বোন, অথচ বোনের চেয়েও নিকট—সুচারুর শূন্য

সংসার সে ধীরে ধীরে ভরিয়া তুলিতেছে—বেশ লাগে ভাবিতে …কত যত্নে, কত আদরে যে তাহাকে রাখিবে স্থচারু !…

অবশ্য আর কাউকে বলে না, তবে একা পাইলে স্বামীকে মাঝে মাঝে কাছে টানিয়া বসায়, প্রতিশ্রুতির কথা মনে করাইয়া দেয়, বলে "আমি ভুলিনি, ভালো হ'য়েই ঘটকালিতে নামব, তখন যে আবার পেছিয়ে যাবে, সে হবে না ; কেমন, মনে আছে তো প্রতিজ্ঞার কথা ?"

স্বামীর উত্তরটা একটু স্খলিত, বলে—"আচ্ছা, ভালো হয়ে ওঠো তো তুমি আগে…"

বেশ লাগে স্বামীর লজ্জা-লজ্জা ভাবটা, স্থচারুই যেন কত বড, কত মাতব্বর, যেন নূতন বয়সের একটি অনিচ্ছুক, লাজুক ছেলেকে প্রথম বিবাহে প্রণোদিত করিতেছে।

পুরুষকে স্থচারু নূতনরূপে দেখে,—কত মূঢ়, কত নিরীহ, কত অল্প আয়াসেই এদের ভুলাইয়া নিজের পথে চালিত করা যায় !

বধূ পথ্য পাইবার দিনচারেক পরে সরোজ হাসপাতাল থেকে একটু সকাল সকাল ফিরিল, বলিল—"চলো, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।"

"হ্যাঁ, চলো ; কোথায় যাবে ?"

"কোথায় যাবো—কোথায় যাবো ?"—কতকটা স্বগতভাবেই

কেমন মনে আছে তো প্রতিজ্ঞার কথা

কথাটা বলিয়া সরোজের যেন হঠাৎ কি একটা মনে পড়িয়া গেল, একটু দীপ্তভাবেই বলিল—"মোটরে করে গিয়ে পার্কে একটু..."

সঙ্গে সঙ্গেই একটু যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল। ভাবটা সুচারুর দৃষ্টি এড়াইল না, প্রশ্ন করিল—"কি হোল ?"

সরোজ যেন তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিল—"না, কিছু নয় ; বেশতো, চলোনা পার্কেই, সেই ভালো।"

পার্কে নামিয়া এক চক্র দিয়া গেটের কাছাকাছি আসিয়াছে, আর একটি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটি তরুণী ও একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের যুবক অবতরণ করিল। মেয়েটিরই এদের উপর দৃষ্টি আগে পড়িল, অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া সরোজকে বলিল—"এই যে, আপনারা আগেই এসে গেছেন ? ইনিই মিসেস্ ঘোষ ?···নমস্কার।"

ছোট পার্ক, গল্প করিতে করিতে ধীরে ধীরে আর দুইটা চক্র দেওয়া হইল, তাহারপর সরোজ বলিল—"আজ এই পর্যন্ত থাক, কি বলো সুচু ?"

উহারা দুইজনে মোটর পর্যন্ত আসিয়া তুলিয়া দিল, তাহার পর আবার বেড়াইতে চলিয়া গেল।

মোটরে আসিতে আসিতে সুচারু প্রশ্ন করিল—"মেয়েটি কে ?"

"আমার ঐ বন্ধুর বোন। ওর নাম মিস্টার মিত্র।"

"আর মেয়েটির নাম ?"

"লতিকা···লতিকা দেবী"

সুচারু বাহিরের দিকে কি একটা দেখিতে দেখিতে বলিল—"তোমার সঙ্গে বেশ পরিচয় আছে বলে মনে হোল। লতিকা দেবীর কথা বলছি।"

"হ্যাঁ—তা—তা—একটু আছে।"

প্রথম দিন এ-বিষয়ে এই পর্যন্তই হইল।

দ্বিতীয় দিন বেড়াইতে যাওয়ার সময় সুচারু প্রশ্ন করিল—"তোমার বন্ধু আর তাঁর বোন—তাঁরাও পার্কে আসবেন তো?"

"নিশ্চয়। কেন?"

সুচারু একবার আড়ে চাহিয়া লইয়া চক্ষু দুইটা নামাইয়া লইল। বলিল—"না, তাই বলছিলাম— দু'একজন সঙ্গী থাকলে বেড়িয়ে ততটা ক্লান্তি আসে না।"

দেখা গেল তাহারা আগেই আসিয়া উপস্থিত। পূর্বদিবসের মতো তরুণীই অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞসাবাদ করিল।

মুখে সঙ্গী থাকার অনুকূলে যাহাই বলুক, আজ কিন্তু একবার চক্র দিয়াই সুচারু ক্লান্তিবোধ করিতে লাগিল। সরোজ বলিল "তাহলে একটু বেঞ্চেই বসি এসো, লতিকা দেবীর সঙ্গে একটু আলাপ করো।"

সুচারু বসিল বটে, কিন্তু আলাপের ব্যাপারটা বেশিরভাগ সরোজের উপরই ছাড়িয়া দিল। একটু পরে রগ দুইটা একটু টিপিয়া বলিল—"মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করছে।" অগত্যা উঠিতে হইল।

পথে আসিতে আসিতে সরোজ প্রশ্ন করিল—"মেয়েটিকে কেমন লাগছে সুচু?"

"মন্দ কি?"

একটু থামিয়া বলিল—"তোমার কেমন লাগছে?"

—বেশ স্পষ্ট একটু ব্যঙ্গের সুর, প্রশ্নটা সুচারু করিলও মুখটা ফিরাইয়া লইয়া।

সরোজের মুখে যেন একটু হাসি ফুটিল, মুখ ফিরানো ছিল বলিয়া সুচারুর সেটা নজরে পড়িল না। এর পরই সরোজ মুখটা গম্ভীর করিয়া লইল। বলিল—"সেই কথাই তোমায় ক'দিন থেকে বলব বলব করছি সুচু; অসুখের সময় আমাকে দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলে, মনে আছে ?"

সুচারু একেবারে ঘুরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রতিজ্ঞা ?"

মুখটা তাহার একেবারে কাগজের মতো শাদা হইয়া গেছে। অতি সূক্ষ্ম একটা বিজয়ের ভাবকে সহজ হাসির রূপ দিয়া সরোজ বলিল—"এত শীগ্‌গির ভোল তোমরা !..."

"ও—হ্যাঁ—ভুলব কেন ?'...তা, কি ?..."

"আমার কেমন লাগছে মেয়েটিকে—জিগ্যেস করেছিলে... লাগা, মানে—লতিকা বেশ চমৎকার মেয়েই, তা ভিন্ন অনেকদিন থেকেই...ওকি, তোমার মাথাটা কি বেশি ঘুরছে আরও ?"

মাথা ঘুরিতেছে বলিয়া সুচারু তাহার পরদিন পার্কে গেল না, সুচারুর না যাওয়া মানে সরোজের না যাওয়া। তাহার পরদিনও নয়, সরোজ বলিল—"মাথাটা আজ ভালো আছে, গেলে আবার ঘুরতে পারে।"

সুচারু বিনা বাক্যব্যয়েই ব্যঙ্গটুকু হজম করিল না, বলিল—“আমার গেলে মাথা ঘুরুক বা না ঘুরুক; না-গেলে তোমার মাথা ঘুরবে এটা ঠিক, তুমি বরং যাও।”

সরোজ এবার স্পষ্টভাবে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—“আমি একলা গেলে তোমার মাথা আরও বেশি করে ঘুরবে।”

“কখনও নয়, আমাদের সব সয়, যুগ যুগ ধরে সয়ে এসেছে।”

ভিতরের কথা সেই জানে, তবে বাহিরে দেখিয়া যতটা বোধ হয়, বেশ রাগিয়া গেছে সুচারু। সরোজেরই জেতার পালা, অন্য সময় হইলে হারটা আরও ভালো করিয়া মানাইয়া লইত। তবে, এই সবে অসুখ থেকে উঠিয়াছে বলিয়া আপাতত আর কথা বাড়াইল না, মুখ ঘুরাইয়া, অল্প হাসিতে হাসিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

চারদিন পার্কে যাওয়া হয় নাই, পাস-ফেলের কথাটা চাপা পড়িয়া জীবনটা বেশ নিস্তরঙ্গ প্রবাহে কাটিয়া চলিয়াছে। যদিও সরোজের এক একবার যেন মনে হয় সুচারুর দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ আর সপ্রশ্ন। এমন সময় ব্যাপারটি হঠাৎই একেবারে চরমে আসিয়া ঠেকিল।

বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে, সুচারু উপরের ঘরে প্রসাধন করিতেছিল, সরোজ উঠিয়া আসিয়া দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল—“সুচু, হয়েছে? একবার নিচে আসতে হবে।”

"কেন ?"

"ভেতরে আসব ?"

"এসো।"

প্রবেশ করিয়া বলিল—"মিস্টার মিত্র আর লতিকা দেবী এসেছেন।"

সুচারুর প্রসাধনদীপ্ত মুখটা যেন ছাইপানা হইয়া গেল। কঠিন কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল—"আর থাকতে পারলেন না ?"

পরাজিতের ক্রোধ, একটা উপভোগ করিবারই জিনিস; কিন্তু সে অবসর নাই, নিচে অতিথিরা বসিয়া। সরোজ বলিল —"শীগ্‌গির চলো, তোমাকে···"

"আমি যাবো না, অসহ্যও হয়ে উঠেছে— আমার শেষে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে!···" গলাটাও চড়িয়া উঠিয়াছে একটু, প্রায় নিচে পর্যন্ত শোনা যায়, এর পরই যে কি হইবে!

সরোজ তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সুচারুর কাঁধে হাত দিয়া প্রশ্নের ভয়ে এক সঙ্গেই যতটা পারিল বলিয়া গেল—"নেমন্তন্ন করতে এসেছেন—বিয়ের নেমন্তন্ন— ওঁদেরই বিয়ে—মানে, লতিকা আর মিস্টার মিত্রের—ওঁরা ক্রিশ্চান···"

এক সময়ে একই মুখে আশা-নিরাশার এমন প্রবল দ্বন্দ্ব কম দেখা যায়। একবার একটু যেন কি ভাবিল, তাহারপর যেন নিরাশ হইয়াই সুচারু বলিল—"ক্রিশ্চান হয়ে গেল ?" সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর মুখের উপর কৌতুকচপল দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—"তবে যে বললে ভাই-বোন ? ভান করা হচ্ছিল ?—আমায় পরীক্ষা!"···

সময় নাই, কাঁধে একটু চাপ দিয়া সরোজ বলিল—"শীগ্‌গির নিচে এসো ;...লতিকা আমার এক বন্ধুর শালি—ঠাট্টা করে ভাই-বোন বলে এমন কিছু দোষ করি নি..."
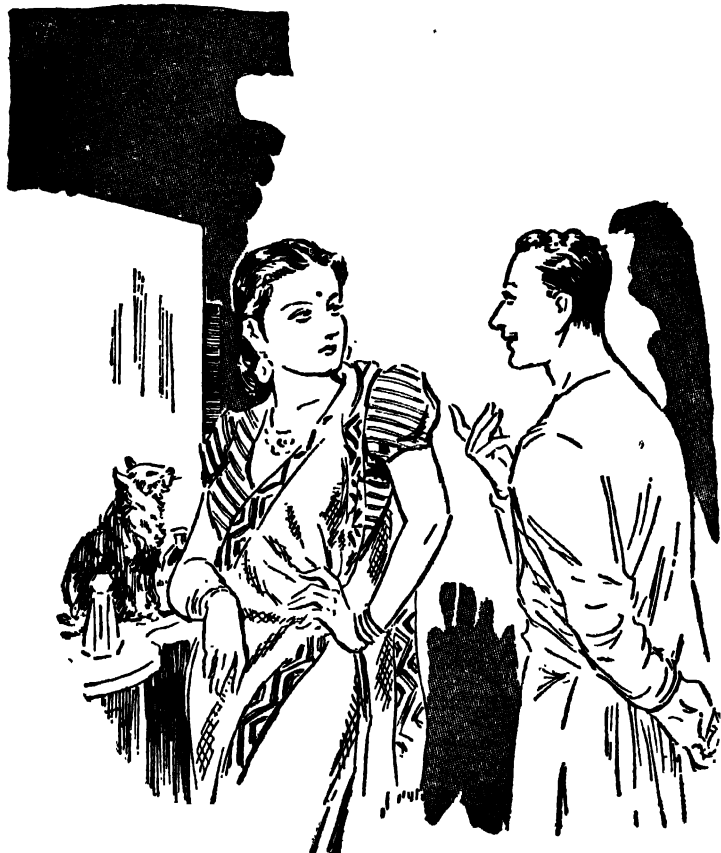
ফেল্ তো ? স্বীকার করছো

তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, বধূর বিস্মিত দৃষ্টির পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"ফেল্ তো ?—স্বীকার করছ ?"

সুচারু যেন প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল, ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল —"ইস, ফেল! আমিও যেন ভান করতে জানি না,—এ-ক'টা দিন শুধু দেখছিলাম টান কত জোর; ক্রিশ্চান, নৈলে দেখতে ঠিক ঘরে নিয়ে আসতাম।"

... ...

সুচারু কি ঠিক কথাই বলিল ?—না, সুখের সুচারু আর অ-সুখের সুচারু আলাদা ?

শান্তি-দূত

ব্যাপারটা যেমন ঘটিয়াছিল যথাযথ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছি ; এতে এক-আধটা অভব্য কথা যদি আসিয়াই পড়ে তো নাক সিঁটকাইলে কি করিব ? আর অভব্য কথা কি একেবারে বাদ দেওয়া যায় জীবন থেকে ? হাজারই 'ভট্টাচার্য' হোন, মার্জিত-রুচি হোন, অ্যারিস্টোক্র্যাট হোন, নিজের স্ত্রীকেও কি কখন ঠাট্টা করিয়াও···যাক, অত গৌরচন্দ্রিকার দরকারই বা কি ? কাজে আসিয়া পড়া যাক। কাল রাত্রি থেকেই একটু খিটিমিটি চলিতেছে ; আজ সকালে একটু বাড়িয়াছিল, এখন আরও একটু বাড়াবাড়ি চলিতেছে। কুকুর আর বিড়ালটার মধ্যেও ছাড়াছাড়ি ভাব—খেয়োখেয়ি আরম্ভ না হইলেও আড়ে চাহিয়া পরস্পরকে এড়াইয়া যাইতেছে।

সরোজ আহার করিতে আসিয়াছে। আসার ইতিহাসটাও একটু নূতন রকম এবং এখনকার কথাকাটাকাটি'টা--ঝগড়া বলাই উচিত—তাহাই লইয়া। জুতা মশমশাইয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় সরোজ ঠাকুরকে বলিয়া যায়—সে আজ আহার করিবে না। খানিক আগেকার কথা—হাসপাতালে নিজের ঘরে নিরুপমের মেডিক্যাল রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনাইয়া এইবার আহারে বসিবে, পাশের ঘরে ঝন্ ঝন্ করিয়া টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।···বাড়ির ফোন্, সুচারুর নিকট হইতে নয়, সুচারু কি

খাইয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়া গেছে—বোধ হয় আপিন—ভীষণ হাত-পা'র খেঁচুনি! ঝি দিতেছে খবরটা॥

স্টমাক্‌পাম্প আর প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র তাড়াতাড়ি লইয়া ছুট্,—খাওয়া মাথায় রহিল।

আসিয়া দেখে সুচারু দিব্যি বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়া উল বুনিতেছে। একটা লোক আসিল, একটু অবহেলার সহিত অপাঙ্গে চাহিয়া মাথার কাপড়টা অল্প তুলিয়া দিল মাত্র। কথা না থাকিলে যেমনটা করিয়া থাকে মানুষে।

সরোজের আপাদমস্তক যেন জ্বলিয়া গেল।

"তবে যে ঝি বললে তুমি আপিন খেয়ে হাত পা খেঁচছো?"

"আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম।"

"তুমি শিখিয়ে দিয়েছিলে!! এই রকম করে মিছিমিছি!..."

"সত্যি হলে সন্তুষ্ট হতে?..." বোনার হাত চলিতেছে শান্ত, অচঞ্চল।

"বলতে পারলে তুমি আমায় কথাটা?"

"খুব শক্ত ঠেকল না তো—যা ব্যবহার পাচ্ছি।"

"ঝি! !"

"তাকে আমি সকাল সকাল ছুটি দিয়েছি, একটু ঘরে কাজ ছিল তার।"

"সরিয়ে দিয়ে রক্ষে করতে পারবে তাকে? এরকম মিথ্যে বলবার জন্যে তাকে পুলিসে দেওয়া যায় জানো? পাঁচু, এক্ষুণি গিয়ে ঝিকে ডেকে আন, বলবি..."

তবে যে ঝি বললে তুমি আপিন খেয়ে হাত পা খেঁচ্‌ছো ?

"পাঁচু, তা হ'লে ফিরে আর এ-বাড়িতে পা দিস নি।...
ঠাকুর! ভাত বাড়তে দেরি হচ্ছে কেন ?"

"থাক্ ভাত ঠাকুর, আমায় এক্ষুণি বেরুতে হবে। কিন্তু তুমি ভীষণ বাড়াবাড়ি লাগিয়েছ সুচু!…"

বাহিরে যাইতে একটু গলির মতো পড়ে। জুতার আওয়াজে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তাহার মধ্যে অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুচারুর কানে সূচের মতো আসিয়া বিঁধিল "শালি কোথাকার!"

—একেবারে স্পষ্ট। সাহিত্যিক শ্যালিকাও নয়ঃ অমার্জিত, অশোধিত 'শালি'!

সুচারুর হাত থেকে লোহার ক্রুশটা ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। এক মুহূর্ত যেন সব অন্ধকার, তাহারপর ওদিকে মোটরে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হইল। সুচারু কতকটা বিকৃত কণ্ঠেই বলিল, "ঠাকুর! শীগ্‌গির ডাকো, বলো, না এলে আমি নিজে চলে আসব। তুমি মোটরের কাছে দাঁড়াও গিয়ে। পাঁচু, তুইও যা, আগলা গে।"

খালি বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীতে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষোভে, অপমানে সুচারু যেন পাগলের মতো হইয়া গেছে, কি করিয়া যে আরম্ভ করিবে যেন বুঝিতে পারিতেছে না…"আমায় তুমি—আমায় তুমি…"

চুপ করিয়া গেল।

সরোজ প্রশ্ন করিল—"কি?"

"বলতে পারলে কথাটা?"

"লাগাও নি বাড়াবাড়ি ?"

"তা বলে ঐ বলে গালাগাল দেবে ?. বস্তির হেতুড়েরাও যে..."

"গালাগাল !!"

"শালি বললে—শালি কোথাকার !"

"শালি বললাম !!"

"নিজের কানে শুনেছি ; বলে স্বীকার করবার যদি সাহস না থাকে তো..."

সরোজ কণ্ঠস্বরটা শান্ত করিয়া আনিল।

"যদি বলেই থাকি তো এমন কিছু অন্যায় করিনি—কেন না সম্বন্ধটা তো তাই ; কিন্তু আমি বলিনি।"

"বলেছ! নিশ্চয় বলেছ! কোন অধিকার নেই তোমার ও-রকম..."

চোখ ফাটিয়া এইবার জল বাহির হইবে সুচারুর। সরোজেরও রাগটা যাইতেছে বাড়িয়া ; শুধু এইটুকু হুঁস আছে যে আর দাঁড়ানো উচিত নয়, ব্যাপারটা অতি কুৎসিত আকার ধারণ করিতেছে।

সুচারু আর একটু গলা চড়াইল—"না, নেই তোমার অধিকার! কিছু অধিকার নেই..."

"বেশ, যা খুশি করো।"

—মশ্ মশ্ করিয়া বারান্দা বাহিয়া, উঠান বাহিয়া, গলির মধ্যে প্রবেশ করিতেই কানের উপর শপাৎ করিয়া যেন চাবুক

আসিয়া পড়িল—"শালা কোথাকার!" স্পষ্ট, ভরা গলায় মনের সমস্ত রাগটা ঢালিয়া সুচারু যেন ভাঙিয়া পড়িল।

শুধু ক্রোধ নয়, মুহূর্তের মধ্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কে যেন ক্লেদে আচ্ছন্ন করিয়া দিল সরোজকে। সুচারু?—মিথ্যা রাগে এক মুহূর্তেই একেবারে এত দূর নামিয়া গেল যে!...

মনে হইল ছাড়িয়াই যাই এ সংসার। তাহারপর আবার কি ভাবিল, ক্লান্ত চরণে ভিতরে প্রবেশ করিল।

সুচারুর মুখের ভাবটা অদ্ভুত।

"আমি বলিনি! বলিনি আমি!"

বৈরাগ্য ছুটিয়া সরোজের মুখটা কঠোর হইয়া উঠিল।

"বলেছ সুচু...নগদ ফিরিয়ে দেবার আস্পর্ধাটা আছে, কিন্তু স্বীকার করবার সাহস..."

"আমি বলিনি—বলিনি আমি—বলিনি!..."

—সুচারু চেয়ারের হাতলে লুটাইয়া পড়িয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"শালা কোথাকার!"

সরোজ স্বর লক্ষ্য করিয়া সাম্‌নে চাহিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল! তাহারপর তাহার মুখটা একটা মৃদু হাসিতে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাহারপরই কিন্তু আর নিজেকে সম্বৃত করা গেল না, সরোজ সজোরেই হো-হো করিয়া হাসিয়া

উঠিল। বধূর বিস্মিত মুখটা একটু উঠিয়াই ছিল, সরোজ দুইহাতে আরও তুলিয়া পিছন দিকে একটু ঘুরাইয়া ধরিল।

একটি ধবধবে প্রমাণ সাইজের কাকাতুয়া—পায়ে খুব পাতলা একটা শিকলের কয়েকটা পাব। মাথার ঝুঁটি খাড়া হইয়া ভিতরের গোলাপিটাকে মেলিয়া ধরিয়াছে। ইতিমধ্যে আর একবার বলিল—"শালি কোথাকার!" জানালার লোহাটাতে যেমন গম্ভীরভাবে ঠোঁট শানাইতেছে, মনে হয় উগ্রতর কিছু ছাড়িবে এবার।

সুচারু বলিল—"কি চমৎকারটি গো! ধরে দাও না।"

সরোজ গম্ভীর ভাবে বলিল "বলবে 'শালি চোর'।"

"ঠাট্টা নয়, ধরে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। যাও,—যাও না…"

… … …

খানিকটা দূরে রাস্তায় কে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতেছে—"কাকাতুয়া! কাকাতুয়া!—কোথায় গেলিরে?"

কাকাতুয়া ঘাড়টা অল্প বাঁকাইয়া মন দিয়া পরিচিত আহ্বানটা একটু শুনিল, বলিল—"কাকাতুয়া, রাধাকৃষ্ট কও:"

আর বসিল না, কড়া শাসনে বিবদমান দম্পতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া, কিছু ধর্মোপদেশও দিয়া, উড়িয়া গেল।

বধূ ও গৃহিণী

উঃ, সে-সব দিনের কথা এখন যেন দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সেই, মাত্র দুটিকে লইয়া সংসার—স্বামী আর নিজে; বাহির থেকে কেউ যদি একটু দয়া করিয়া আসিল দু'দিনের জন্য, মনে হইল যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কি অসহ্য নিঃসঙ্গ অবস্থা, শুধু পরস্পরকে লইয়া মান-অভিমান, মিলন-বিচ্ছেদের খেলা—তাহার পর যেটুকু অবসর, শুধু অলস কল্পনা। কা যে কাটিয়াছে!

ভাইয়ের বিবাহের সময় দিনসাতেক একটানা শ্যামবাজারে বাপেরবাড়ি গিয়াছিল সুচারু, তাহারপর ফিরিয়া আবার যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল ভাবিতেও শরীর অবসন্ন হইয়া আসে।

এখন ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরকম। মনে মনে যে কল্পনা করিত সুচারু, ভগবানের কাছে যা প্রার্থনা জানাইত, সব একে একে ফলিয়া গেছে যেন। শাশুড়ি এখানেই—স্থায়ীভাবে, সব তীর্থ ঘুরিয়া এখন কালীঘাটের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন। দেওর পঙ্কজের সুদূর বেনারসের মায়া কাটিয়াছে; সে এখন এইখানকারই ছাত্র। ননদ বেথুনে নাম লিখাইল।

এরাই এখন জীবনের অনেকটা জুড়িয়া আছে।

বাকি অর্ধেকটা জুড়িয়া আছে খোকা—যে ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় কল্পনা, সবচেয়ে বড় আশা, সবচেয়ে ব্যাকুল প্রার্থনা।

উদয়াস্ত আর একটুও ফুরসৎ নাই। নিজের অস্তিত্বও যেন ভুলিয়া গেছে সুচারু।

তা যাক্, এই সেবাতেই তো মেয়েদের জীবনের পূর্ণতা। আর এই যে আত্মবিলোপ—সন্তানের মধ্যে—এর জন্য সে কি সাধ করিয়াই বৎসর ব্যাপী বেদনা মাগিয়া লয় নাই বিধাতার কাছে ?

বেশ লাগিতেছে সুচারুর এই অবসরহীন কর্ম্মময় জীবন—বেশ চমৎকার! এক একবার কষ্ট হয় শুধু স্বামী সরোজের জন্য। সে বেচারি যেন কতদূর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কি করে সুচারু ?—সে যে এখন ভরা সংসারের গৃহিণী, তাহাকে এখন একজনকে লইয়া থাকিলে চলে ? একটু নজরের এদিক ওদিক হইলে যে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা!

তবুও যখন একটু অবসর হয় জীবনের বাতায়ন পথটিতে গিয়া দাঁড়াইবার, মনটা কেমন-কেমন করিয়া ওঠে বৈকি, সরোজের জন্য। আর, কালকের কথা···

—কাল বিকালে হঠাৎ উপরের ঘরে একটু একলা পাইয়া সরোজ জিদ ধরিয়া বসিল—"চলো সিনেমায় আজ সুচু।"

"হঠাৎ!"

"হঠাৎ-ই; চলো।"

"এদিকে সামলাবে কে ?"

"অত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। চলো।"

"বেশ, ঠাকুরপো, ঠাকুরঝিরা আসুন কলেজ থেকে; যাও দেখি রাজি হন কিনা; তা' ভিন্ন খোকা···"

এদিকে সামলাবে কে ?

"সব থাক্, শুধু তোমাতে আমাতে চলো।"

"বাঃ, তা কি হয় ? ওঁরা কেউ যাবেন না..."

"ওরা সবাই মিলে তো তোমায় অষ্টপ্রহরই কেড়ে রেখেছে আমার কাছ থেকে— মাও যোগ দিয়েছেন ; দুটো ঘণ্টার জন্যেও কি ?..."

পঙ্কজ কলেজ থেকে ফিরিল। "বৌদি!" বলিয়া পায়ের শব্দ করিতে করিতে বারান্দা দিয়া চলিয়া আসিতেছে। ওর ঐ রীত, উপরে দাদা আছে কি না আছে গ্রাহ্য নাই, পদশব্দের নোটিস দিয়া উঠিয়া আসিবে, বই-খাতা ড্রেসিং টেবিল কিম্বা বিছানায় ফেলিয়া দিয়া একটু গল্প করা চাই-ই; তাহারপর চা জলখাবার এটা-ওটা লইয়া উদ্বাস্ত করা, ক্রমাগতই তাড়া দেওয়া —"আমি মিনিট দশেকের বেশি দাঁড়াতে পারব না বৌদি, এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে হবে, ভয়ঙ্কর দরকার…"

তাহারপর হয়তো একঘণ্টাও কাটে, কিম্বা হয়তো বাহির হয়ই না মোটে।

পঙ্কজের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে উঠিল।

স্বামীর কথায় সুচারু শুধু উত্তর দিতে পারিল—"এ হিংসের কথা! কিন্তু এক সময় তো তুমি একাই দখল করেছিলে, ওঁরাতো কেউ বলতে আসেন নি।…আর খোকার কথা…"

তাহারপর পঙ্কজ আসিয়া পড়িল।

আজ সকালের কথা।

মায়ের জন্য পূজার জোগাড় করিতেছে। এ কাজটি তাহাকেই করিতে হয়। আর করার মধ্যে তো ননদ? তা তাহার কাজ শাশুড়ির পছন্দ হয় না। বলেন—"না বৌমা, ঐটুকু মা তুমি করে দাও ব্যবস্থা। যে শুদ্ধাচারটি নিয়ে করতে হয়

ঠাকুরদেবতার কাজ, তা নেই আজকালকার মেয়ের মধ্যে ; নিজের মেয়ে হলেও ঠিক কথাটি বলতে হবে তো ?···তুমিই দিও করে বাছা, বুঝি তোমার ফুরসৎ নেই—বিশেষ করে ঐ সময়টা, তবু···”

বেশ লাগিল কথাগুলি। সুচারু নিজেও তো আজকালকারই মেয়ে, কলেজেও পড়িয়াছে, তবু কি করিয়া তাহার এই মর্যাদা শাশুড়ির কাছে ? তা নয়, সে তো আর নব-বধূটি নয়, এই সংসারটির গৃহিণী, সমস্ত লঘুতার উপরে। তাহা ভিন্ন খোকা আসিয়াছে যে। একা খোকা আসিয়াই তো কত গৌরবের অধিকারী করিল।···কপালে একটি সিঁদূরের টিপ পরিল সুচারু, রাঙা পাড়ের গরদের শাড়িটি পরিল, কেশপ্রান্তে একটি গ্রন্থি দিল। তাহারপর মনকে সব রকম আধুনিকতা থেকে গুটাইয়া লইয়া পূজার জোগাড়—ফুল, বিল্বপত্র, দূর্বা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ধূপ-ধুনা, নৈবেদ্য—কী যে চমৎকার লাগে, কী যে মনে হয় নিজেকে !···

যখন এই সবের মাঝপথে, ঝি আসিয়া বলিল—“দাদাবাবু ডাকছেন একবারটি—ওপরে···”

সুচারু বোঝে, সরোজ হাসপাতালে বাহির হইতেছে।···সেই পুরান কথা কি চিরকালই চলিবে ? কেন যে বোঝে না সরোজ ! ···আর তো নব-বধূটি নয় সে !

বলিল—“কি দরকার নিজেই একটু দেখেশুনে নিতে বল্ ঝি, আমার একেবারে মরবার ফুরসৎ নেই, মা এলেন বলে নেয়ে···”

দুপুরের কথা।

চরখির মতো ঘুরিতেছে সুচারু। ঠাকুরের এখনও সব হইয়া ওঠে নাই—এদিকে এদের ভাইবোন দুইজনেরই কলেজে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে—একটু রান্নাঘরের দিকে গেছে কি পঙ্কজের উগ্র তাগাদা—"বৌদি, আমার জামায় বোতামগুলো পরিয়ে রাখো নি তো? তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না, একটা আবার হারাচ্ছে, শীগ্‌গির দেখে দিয়ে যাও…"

ওদিকে পা বাড়াইতেই এদিককার ঘর থেকে ননদের আওয়াজ—"বৌদি, খুব কীর্তি করেছ, শীগ্‌গির এসো,; আজ ঠিক তুমি আমায় লেট্ করিয়ে দেবে—"

ওদিকে শাশুড়ির পূজাও শেষ হইয়া আসিল—শাঁকালুগুলা এখনও কাটা হয় নাই, ভিজা মুগের ডাল আধ-ধোওয়া অবস্থাতেই ফেলিয়া এদিকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

চাকর আসিয়া বলিল—"বাবু হাসপাতাল থেকে এলেন মা, ওপরে একবার আপনাকে ডেকে গেলেন…"

"তুই জামা-টামা ছাড়াগে যা, বলে দে এদিককার হ্যাপা না মিটিয়ে আমার একেবারে নিচে থেকে নড়বার উপায় নেই।"

ননদের ঘরের পানে যাইতে যাইতে চকিতে একবার মনে হইল—আহা, চিরকালের অভ্যাস লোকটার যে সুচারু গিয়া তাহার কোটটা হাতে করিয়া লইবে, দুটা ভালমন্দ কথা হইবে…

এ চিন্তাটাও পূর্ণ করিতে পারিল না; দেওর আবার ওদিক থেকে ডাকিল—"বৌদি!…"

বৈকাল বেলা !

যে অবস্থা চলিয়াছে এক সুচারুই জানে। ওরা ভাইবোনে দু'জনে দুধার থেকে আসিয়া পড়িল বলিয়া। ঠাকুর জলখাবারের তরকারি চড়াইয়া কোথায় বাহিরে গিয়াছিল, একেবারে পুড়িয়া গেছে, আবার চড়াইতে হইবে। পঙ্কজ তো আসিয়া ক্ষুধার জ্বালায় একদণ্ড দাঁড়াইতে পারে না। এই সময়টিতে মা-ও ঘুমাইয়া ওঠেন, পান থেঁতো করিয়া দিতে হয়—দেরি হইলে বলেন না কিছু—দেখিতেই তো পান বৌয়ের অবস্থা : তবে, না বলুন, সুচারুর তো আক্কেল আছে ?

আর এই সময় তাল বুঝিয়া খোকা বায়না ধরিয়াছে। কোন মতেই ঝিয়ের হাতে দুধ খাইবে না, মাকে চাই !

যাইতেই হইল, সব চেয়ে বড় অবুঝের আবদার সব চেয়ে আগে সামলাইতে হয় ; নহিলে শাশুড়ি আরও এককাঠি বেশি অবুঝ হইয়া গজর-গজর আরম্ভ করিয়া দিবেন—সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জের কাটিবে না।

খোকাকে কোলে লইয়া, আদর করিয়া, ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া মোটে ঠাণ্ডা করিয়াছে, কোল পাতিয়া শোয়াইয়া এইবার ঝিনুকটি তুলিবে, স্বামীর ডাক ! এবার আর ঝিকে দিয়াও নয়, চাকরকে দিয়াও নয়, নিজে স্বশরীরে একেবারে।

"সুচু !"

বেয়াক্কেলেপনায় সুচুর ভয়ানক রাগ ধরিয়া গেছে ; কথা কহিবে না। স্বামী হয়তো কালকের মতো জিদ ধরিয়াই বসিবে—

নিজে স্বশরীরে একেবারে—

সিনেমায় চলো। যাহার মাথায় এতবড় সংসারটা সেই বোঝে—
সেই শুধু জানে যে, সিনেমার জীবন অনেকদিনই শেষ হইয়াছে।

"সুচু! সুচু!!"

সুচু রাগিয়া বিপর্যস্ত নূতন মায়ের মতোই উত্তর দিল—

"তবে তুমিই ছেলেকে দুধ খাওয়াও, আমি···"

··· ··· ···

ঘুমটা ভাঙিয়া গেল।

বিধাতার দান নয়, দানের স্বপ্ন মাত্র। সুচারু উদাস দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া রহিল; তাহারপর যেন কিসের আশায় আপনার শূন্য কোল'টার কাছে একবার হাতটা বুলাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

রেলে

স্বপ্নটা কিছু কিছু ফলিয়াছে। শাশুড়ি ওদিককার তীর্থ সারিয়া কাশীতে আসিয়াছেন, পঙ্কজ ইউনিভারসিটির হস্টেল ছাড়িয়া মায়ের কাছেই আছে, এদিক থেকে মেয়ে অর্থাৎ স্থচারুর ননদও গিয়াছে। ঘোরাঘুরি একটু বেশি হইয়াছে, এখন কিছুদিন কাশীতে থাকাই শাশুড়ির ইচ্ছা। আজ সকালে চিঠি আসিল, স্থচারুকে লইয়া সরোজকে যাইতে লিখিয়াছেন, একটু বেশি ছুটি লইয়া।

সরোজ আফিস থেকে দুপুরে ফোন করিল—ছুটিটা পাওয়া গেছে। আহ্লাদে স্থচারুর যেন মাটিতে পা পড়িতেছে না। বাড়িতে হইলেই ছিল ভালো—নিজের সবগুলিকে একসঙ্গে পাওয়া···তেমনি কাশীতে হওয়ায় আবার যাত্রার আনন্দটা উপরি পাওনা আছে। আর, একবার মাকে পাইলে আর ছাড়িবে নাকি? স্থচারুর মতলব ঠিক করা আছে, এবার মাকে কলিকাতায় আনিয়া স্থিতু করিবেই। ঢের তীর্থ করা হইয়াছে। ···গোছ-গাছের সঙ্গে, তাহাদের অনুপস্থিতিতে চাকর দাসারা কিভাবে থাকিবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে, আবার সেই উপদেশ বদলানোর সঙ্গে স্থচারু শাশুড়ির সঙ্গে তর্কেরও মুসাবিদা ঠিক করিতেছে।—বলব মাকে, বলতে ছাড়ব নাকি আমি?—বলব, তীর্থ করব আমি—ভগবান কোলে একটা

দিলেন না—নিশ্চিন্দি, ঝাড়া হাত-পা—তোমার দু' ছেলে মেয়ে, —মেয়ে আর এক ছেলের বিয়ে দিতে হবে—তারপর নাতি-নাতনির পালা, কে সামলাবে শুনি?…ছাড়ব নাকি বলতে আমি?…

আনন্দের একটা জোয়ার আসিয়াছে, তাহার একটানা স্রোতে অভিমান, আবদার এমন কি নিজের জীবনের যা নিরাশা সেটুকু পর্যন্ত যাইতেছে মিশিয়া।…ভিতরে বাহিরে একটা বেগমত্ততা আসিয়াছে—গুছাইয়া, অগোছ করিয়া, ধমকাইয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া, ভাবিয়া বকিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে সুচারু।

এই সময়গুলা খারাপ, মনটা ধাক্কা খাইবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত থাকে না।

যে বড় সুটকেসটা লইয়া যাইবে সেটা কতক-কতক বোঝাই হইয়া সামনে খোলা রহিয়াছে, পাশের ট্রাঙ্ক থেকে সেই ছাপা-শাড়িটা বাহির করিয়া সুচারু কি ভাবিতেছে—বোধ হয় লইয়া যাইবে কি না ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময় সরোজ আসিয়া প্রবেশ করিল একটু ব্যস্তই। প্রশ্ন করিল—"তোমারও সুটকেস গোছাচ্ছ নাকি?"

স্বামীর সাড়া পাইয়া সুচারু হাসিয়াই কি একটা বলিতে যাইতেছিল, বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"তার মানে?"

"অসম্ভব, আমি একলাই যেতে পারি কিনা সন্দেহ। একটিও বার্থ পাওয়া গেল না…"

"নাই বা হোল বার্থ?"

"অসম্ভব ভিড়—সবাই বলছে, দুটো গাড়ি দেখলামও স্বচক্ষে, একলাই যে কি করে যাব, ভেবে…"

সুচারুর মুখটা সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন হইয়া উঠিল, স্বামীর পছন্দের শাড়ি, তবু নিজের সঙ্কল্পের নিদর্শনস্বরূপ সেটা জোরে সুটকেসটার মধ্যেই আছড়াইয়া বলিল—"তুমি ঐ একলার কথাই ভেবে ঠিক করো, দু'জনের কথা ভেবে সারা হতে হবে না!…ঝি!…

"বুঝছ না সুচু, সেকেণ্ড ক্লাসের তো কথাই নেই, ফার্স্ট ক্লাসে পর্যন্ত…"

"ঝি! কানের মাথা খেয়েছিস ?"

—অর্থাৎ কথা বন্ধ হইয়া গেল।

ঝি আসিয়া দোরের পাশে ছোট্ট একটি গলাখাঁকারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে, সরোজ বলিল—"ঝি, বলে দে আমার আর কিছু বলবার নেই তা হ'লে ; যা খুশি করুক।"

এর পরের দৃশ্য হাওড়া স্টেশন। একটি ট্যাক্সি ও একটি বাড়ির গাড়ি আসিয়া গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইল। বাড়ির গাড়ির আরোহী একজন পুরুষ, ট্যাক্সিতে একটি স্ত্রীলোক। গাড়ি থামিতেই স্ত্রীলোকটি আগে নামিয়া খট্ খট্ করিয়া টিকিট ঘরের সামনে গিয়া একটি সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কাটাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ি থেকে দুইটি কুলিতে দুই সেট জিনিস-পত্র নামাইল, একই ধরণের,—একটা করিয়া বিছানা, একটা

সুটকেস, একটা জলের কুজা, একটা টিফিনকেরিয়ার। পুরুষটিও টিকিট কিনিল, তাহারপর আলাদা আলাদা কুলি সঙ্গে করিয়া, নিজেরাও আলাদা আলাদা হইয়া দুইজনে প্লাটফর্মের পানে চলিল। গাড়ি লইয়া শোফার চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য এরা সরোজ আর সুচারু।

সত্যই ভীষণ ভিড়—এধরণের ব্যাপার সুচারু কখনও দেখে নাই। কুলি মোটা বক্‌শিসের আশায় যে আশ্বাস দিতেছে তাহার অন্তঃসার-শূন্যতায় মুখটা শুকাইয়া যাইতেছে।

শোনার ভুল হইতে পারে, তবে সরোজের যেন মনে হইল কুলির প্রতি আদেশ হইল—"ঐ বাবুটির পেছনে পেছনে চল্।"

ফিরিয়া চাহিতে সুচারু সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরাইয়া লইল। ভিড়ের মধ্যে, তাহার উপর আবার মনের উদ্বেগে আদেশটা দেওয়া, আওয়াজটা একটু বেশি হইয়া গিয়াছিল,—নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য সুচারু কুলিটাকে বলিল—"এই তো একটা সেকেণ্ডক্লাস রয়েছে।"

"বোড়ো ভিড় আছে মাইজী।"

"তা থাক্, না পারা যায় পাশেই ফার্স্ট‌ক্লাস রয়েছে।"

"পারা কেন যাবে না, মাইজী, বক্‌শিস মিল্‌লে…?"

এই পর্যন্ত শুনিতে পাইল সরোজ, ওর নিজের কুলিটা সামনের অন্য একটা সেকেণ্ডক্লাসের আধখোলা দোরের মাঝামাঝি পর্যন্ত গলিয়া জোর তাগাদা দিতেছে—"আঁাই হুজুর, জলদি আঁাই!…"

তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইতে হইল। একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল, সুচারুর কুলিও তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও সুটকেসটা ও-কামরার জানালার মধ্যে অর্ধেক গলাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

কুলিটা বিছানা আর সুটকেস কোন রকমে সামনের একটা দরজায় ফেলিয়াছে। এক হাতে টিফিনকেরিয়ার আর এক হাতে জলের কুজার ফ্রেমটা লইয়া সরোজ হতভম্ব হইয়া ভিড়ের মধ্যে ঠিক দোরগোড়াটিতে দাঁড়াইয়া আছে, মালপত্র আর মানুষের চাপে এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাই, তাহার উপর কুজাটি ভাঙ্গিয়া গিয়া কয়েকজনকে সিক্ত এবং উষ্ম করিয়া তোলায় আরও যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেছে। সুচারুর ভাবনাটাও তো এদিকে লাগিয়া আছে।

এদিকে বেঞ্চের কোণে একটি বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়সের বাঙালী দেয়ালে ঠেস দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে সব কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিল। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, মুখের ভাব দেখিলে মনে হয় যে নিজে এদের মতো অবস্থায় পড়িলে কি করিত, কি না করিত সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে—বোধ হয় পড়ে নাই বলিয়া একটু দুঃখিতও। হঠাৎ একবার বলিয়া উঠিল—"ও মশাই! আপনাকেই বলছি।"

তাহারই উপর দৃষ্টি দেখিয়া সরোজ প্রশ্ন করিল—"আমায়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারাই কর্তাদের বেশি নকল করেন কিনা

—হেট-কোট-টাই—তাই আপনাদের আক্কেলের অভাব দেখলে…”

অদ্ভুত ঝগড়াটে-প্রকৃতির মানুষ!

“কি আক্কেলের অভাব?…” বলিয়া সরোজ বেশ রাগিয়াই উত্তর দিতে যাইতেছিল, ততক্ষণে ভদ্রলোক উঠিয়া সীটের মোট-ঘাট ডিঙাইয়া একটা পা বাড়াইয়াছে। বলিল—“একবার পেছন দিকে ফিরে দেখুন তা’হলেই বুঝতে পারবেন আছে কিনা অভাব আক্কেলের…”

নিজেকে সংযত করা কঠিন হইয়া উঠিলেও সরোজ প্রথমে একবার ফিরিয়া দেখিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাগটা জল হইয়া গেল,—এক হাতে একটা কুজা লইয়া সুচারু ঠিক তাহার পিছনটিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পিছনেই তাহার কুলিটা।

সরোজ বলিল—“ও সরি! কিন্তু কোথায় এগুই, দেখতে তো পাচ্ছেন…”

ভদ্রলোক হাতজোড় করিয়া বলিল—“মাফ করবেন, বাপকেও খাতির করে কথা বলতে শিখিনি। এলাহাবাদে যদি যান তো ‘ঠোঁট-কাটা ধীরেন’-এর খোঁজ নেবেন, চাঁদা ক’রে সবাই নাম দিয়েছে, এই যদি ঘাগরা-পরা কোন লেডি হোতো তো টাই সুদ্দু বুক পেতে দিয়ে পথ করে দিতেন; একলা বাঙালী ভদ্র-মহিলা—তাঁর সুখ-সুবিধে দেখবার তো আর দরকার করে না …এই খদ্দরধারী মহারাজ! থোড়া হটিয়ে—আরে হটিয়ে না—চারজনের আহার সাঁটাবে, চারজনের খদ্দর ঘাড়ে নিয়ে,

চারজনের জায়গা জুড়ে বসলে কি আর স্বরাজ হয় রে বাপু? ...আপনি দয়া করে বিছানাটি আর একটু গুটিয়ে নিয়ে সুটকেসটা বেঞ্চের নিচে করে দিন...থাক আমিই দিচ্ছি... এই কুলি, তুম খ্রিফ দেখনা, কোই ভিতর নেহি আ পাবে... এইবার এই জিনিসগুলো সব ঐ দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দিন—আপের প্লাটফর্ম্ সব এদিকে, ও-দরজা খুলতে হবে না... সবাই লাগিয়ে দিন না হাত, নাইবা হোল নিজের জিনিস, একজন লেডি দাঁড়িয়ে রয়েছেন; অবশ্য একলা না এলেই ভালো করতেন, তবে আজকাল যখন হয়েছে এই রকম, কিছু বলা তো যায় না, বললেও তা অরণ্যে রোদন...এইবার আপনারা ওই খালি জায়গাটায় দাঁড়ান...খবরদার কুলি, আনে মাৎ দেনা—জায়গা নেই মশায়, দেখছেন একজন লেডি, তাঁকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে...আচ্ছা, এইবার আপনি দয়া করে এদিকে চলে আসুন...এই কুলি, পহিলে বিস্তারাঠো দেও...”

ভদ্রলোক নিজের বিছানা পাতিয়া একটু বেশি জায়গাই লইয়া বসিয়াছিল, সেটা গুটাইয়া, সুচারুর বিছানাটা অর্ধেক খুলিয়া পাতিয়া দিল, নিজে বাহিরের দিকে চলিয়া আসিয়া বলিল—“যান, আপনি ওদিকটা, কুজোটা আমার হাতে দিন তো, হ্যাঁ, এইবার বসুন...কোথায় যাবেন?”

ক্ষমতা আছে; শিষ্ট অশিষ্ট দু'রকম আলাপের দ্বারাই সবাইকে যেন নিজের বশে আনিয়া ফেলিয়াছে, ভিড় রহিলই, তবে একটি শৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল, মেয়েছেলে একলা থাকিলে

আমরা যে কিরূপ উদাসীন থাকি, এটা যে কতবড় জাতায় দোষ —এই লইয়াই গল্প চলিল গাড়িতে। দরজার পাশেই একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহাকে সুচারুর পাশে বসাইয়া ভদ্রলোক নিজে তাঁহার জায়গায় বসিল, সরোজকেও নিজের জায়গা থেকে একটু বাঁটিয়া দিল, কুলিটাকে অসহায় স্ত্রীলোকের কাছে দুই টাকা আদায় করার ফিকির করিবার জন্য শুধু মারিতে বাকি রাখিল।

এই সব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও ছাড়িয়া দিল।

বোধ হয় হতভম্ব হইয়া পড়িবার জন্য কুজা রাখিবার কাঠের ফ্রেমটা সরোজের হাতেই ছিল, ভদ্রলোক সেটা হঠাৎ একবার একটু ছিনাইয়া লইয়াই হাসিয়া বলিলেন—"বাঃ, শুধু শুধু খালি ফ্রেমটা বইছেন কেন মশাই?—ওঁর কুজোর ফ্রেম নেই, আপনার ফ্রেমের কুজো নেই, দাঁড়ান..."

একটু ঝুঁকিয়া সুচারুর কুজাটা লইয়া ফ্রেমে বসাইয়া দিল; তাহারপর একটু তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল—"আপনার কুজোকে ওঁর কাঠের মালা পরিয়ে দিলাম, আপত্তি নেই তো?"

এলাহাবাদের 'ঠোঁট কাটা ধীরেন', দেহে প্রচুর শক্তি, নিঃস্বার্থ, নির্ভীক, স্পষ্টবাক—রসিকতার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই, রসিকতার ত্রুটি কেহ ধরিলও না, গাড়িশুদ্ধ সবাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সবচেয়ে বেশি হাসিল নিঃশব্দ মেয়েটি এবং হ্যাট-কোট-ধারী বাবুটি—অর্থাৎ যাহাদের কণ্ঠ এবং মালা। তাহারা থাকিয়া থাকিয়া মুখ ঘুরাইয়া মুখে রুমাল চাপিয়া এমন করিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল যে কয়েকজনের কেমন খটকাও লাগিল—কথাটার মধ্যে এতই কি কিছু হাসির ছিল নাকি?”

কাশীতে

দিন সাতেক কাশীতে খুব হুল্লোড় করিয়া কাটিল, তাহার পর সরোজের ছুটি ফুরাইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় স্ত্রীকে বলিল—"মা এখন কিছুদিন থাকবেন দেখছি, তারপর এদিককার তীর্থগুলো সারতে বেরুবেন।"

সুচারু একটু চুপ থাকিয়া বলিল—"হুঁ, তা কি বলছ ?"

"বলছিলাম তুমি কতদিন থাকবে ভেবে রেখেছ ?"

এবার একটু বেশিক্ষণ চুপচাপ।

"উত্তর দিচ্ছ না যে ?"

"আমি আর যাব না।"

"যাবে না ? এ-তো নতুন কথা শুনছি !"

একে বিদায়ের বেলা—এমন সুদূরের বিচ্ছেদ পূর্বে কখনও তো হয় নাই ; তায় প্রসঙ্গটি একেবারে মর্ম ঘেঁসিয়া। সুচারুর মনটা হঠাৎ উদ্বেল হইয়া উঠিল। উত্তর দিতে পারিল না, গলায় কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিতেছে। স্বামী কাঁধে হাত দিয়া স্নেহদ্রবকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কি সুচু, যাবে না—কেন ?"

সুচারু একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল—"আমি যাব না, আমি আর ওভাবে থাকতে পারব না, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে—আমায় মার সঙ্গে থাকতে দাও, তীর্থে

তীর্থে ঘুরে বেড়াই—তুমি যতটুকু থাক, তারপর বাড়ি আমার বিষ হয়ে ওঠে—আমায় বোলনা যেতে, বোলনা আমায়…”

—ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরোজ সমস্ত অশ্রুটা ঝরিয়া যাইতেই দিল, সুচারুর যে এটা সবচেয়ে বড় দুঃখ, কান্নায় নিষ্কৃতি না পাইলে বুকে ধ্বস ধরাইবে। …সুচারু বেশ শান্ত হইয়াছে, তবে মুখটা বোধ হয় হঠাৎ উচ্ছ্বাসের লজ্জাতেই বুকে গোঁজা আছে। সরোজ পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—“তুমিও দেখছি কাশীর পাণ্ডা-মহারাজ হলে সুচু!”

ধীরে ধীরে মুখটি তুলিয়া সুচারু দেখিল, স্বামী মিটি মিটি হাসিতেছে; নিজের ঠোঁট দুটিও একটু কুঞ্চিত হইয়াই গেল, প্রশ্ন করিল—“এর মানে?”

“ওরা—রাজা হবে, উজির হবে—বলতে বলতে এ-মন্দির ও-মন্দির ঘোরায়, এ-ঠাকুর ও-ঠাকুরের মাথায় জল ঢালায়, অথচ জানে এ সবই ফক্কিকার, কিছুই হবে না।”

“তবুও বুঝলাম না।”

“যার অভাবে তুমি বাড়িতে যেতে চাইছ না, তার আশাতেই তো—ঘোর পাপী আর নাস্তিক জেনেও—তুমি আমাকে দিয়ে গঙ্গাস্নান করালে, বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালালে, অন্নপূর্ণার পূজো দেওয়ালে,—অথচ তুমি নিজেই বিশ্বাস কর না যে…”

সুচারু অতিমাত্র বিস্ময়ের ভান করিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—“আমি তাই বলতে গেছলাম? কী মংনুষ যে

তুমি !···আমি কোথায় ভাবলাম বরাত জোরে যখন কাশীতে এলেই তো একবার বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার দর্শনটা করিয়েই দিই··· তা, ভক্তি না থাকলে তো আর জোর করে···”

বলিতে বলিতেই কিন্তু আবার লজ্জায় মুখ লুকাইতে হইল।

বিদায়ের পালার বাকিটুকু আর দেখাইলাম না।

পালাটা শেষও হইল না।

স্টেশনে সুচারু যাইতে পারিল না, পঙ্কজ গেল ; দাদাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া ঐদিক হইতেই কলেজে চলিয়া যাইবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরের কথা। শাশুড়ি একটু পরে পূজা সারিয়া উঠিবেন, সুচারু তাঁহার জন্য ফল-মূল ছাড়াইতেছে ; চোখের কোণটা একটু ভিজে-ভিজে হইয়াছে, আঁচল তুলিয়া মুছিতে যাইবে, বাইরে যেন একটা গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই—“কৈ গো দিদি !”—বলিয়া ঝড় না হোক, একটা দমকা হাওয়ার মতোই কুমুদিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

“তুই কোথা থেকে রে !!”—বলিয়া সুচারু হাত থামাইয়া বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল।

“সে কথা পরে হবে, এখন বকশিস দাও আগে।”

“হঠাৎ ?”

“হঠাৎ কি ?—কাকে এনেছি দেখো, মামুলি বকশিসে সন্তুষ্ট হব না আমি ; কেমন···”

"কাকে রে ?"

কুমু অধীরভাবে বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল—"আঃ, আপনার এখনও শেষ হোল না টাঙাওলার সঙ্গে ? এদিকে..."

একটা সুটকেস-হাতে সরোজ বধূর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, কুমুকে দেখাইয়া বলিল—"কি জিনিস এনে দিলাম দেখো, কই, বকশিস দাও।"

সমস্ত ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে, সুচারু হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। অসহিষ্ণুভাবে বলিল—"আঃ, কি ব্যাপারটা বলো, না, ছেলেমানুষি হচ্ছে !...বকশিস আর তোকে দিতে যাব কেন কুমু, দিতে হয় তো..."

স্বামী হাসিয়া পূরণ করিয়া দিল—"আমায় দেবে—এই তো ?"

"একি একচোখোমি দিদি ! বোনকে ছেড়ে..."—বলিয়া গম্ভীর হইতে গিয়া কুমুও খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুচারু খানিকটা বিব্রত হইয়া পড়িল ; তাহারপর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু জোরের সহিতই বলিল—"সত্যিই তো, তুই এমন কি অপরূপ জিনিস এনেছিস যে, তোকে বকশিস দিতে হবে ? তোকে বরং যে এনে দিলে, অপাত্র হ'লেও তাকে দেওয়াই উচিত কিছু একটা।...কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বল্ আগে বাপু, তুই ঢাকা থেকে একেবারে কাশী !"

"একেবারে কাশী নয়। দিন চারেকের ছুটি ছিল কলেজের, ভাবলাম একবার জামাইবাবু আর দিদির ঝগড়া দেখে আসি।

কলকাতায় এসে দেখি বাড়ি শূন্য!···'কি ব্যাপার রে, তোদের মনিবরা কোথায়?'···না, 'তাঁরা কাশী গেছেন।'···'কাশী! দু'জনেই!'···মাথা ঘুরে গেল, মায়ের রোগ ছেলে-বৌয়ে ঢুকল নাকি—স্বামী-স্ত্রীতে তীর্থে তীর্থেই জীবন কাটাবে ঠিক করলে? ···পরের ট্রেনেই ছোট্ট কাশী। এখানে নেমেই দেখি—যা ভয় করেছিলাম ব্যাপার তার চেয়ে আরও সাংঘাতিক!···"

গল্পটা বেশ জমাইয়াছে; স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মিটিমিটি হাসিতেছিল, চুপ করিতে সরোজ প্রশ্ন করিল—"থামলে যে?"

কুমু আরম্ভ করিল—"ব্যাপার আরও সাংঘাতিক! ভেবেছিলাম 'সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ'—বৈরাগ্যই এসে থাকে তো কর্তাগিন্নি একসঙ্গে থেকে ঘোরাঘুরি করে, মন্দের ভালো। ওমা, নেমে দেখি জামাইবাবু একলাই তল্পিতল্পা নিয়ে টাঙা থেকে নেমে টিকিট ঘরের দিকে চলেছেন।···'কি জামাইবাবু, কোথায়?' না, 'বৃন্দাবন চলোচ'···'তা তো দেখছি, তা আমার দিদিটি কোথায়?'···"

সুচারু একটু ধমক দিয়া বলিল—"নে, জামাকাপড় ছাড়বি চল, তীর্থে এসেই এক ডাঁই মিথ্যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিস। ···তুমিও ধড়াচূড়া ছাড়োনা গো।"

"কি দরকার? এ গাড়িটা যেমন গেল, ঘণ্টা দু'তিনেক পরেই তো এক্সপ্রেসটা রয়েছে।—গল্প করতে করতেই কেটে যাবে।"

সুচারু একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি, আজ আর কি তোমার যাওয়া হয়, কুমু এল!···"

"ছুটি নেই যে আর।"

"একটা টেলিগ্রাম করে দাও—গাড়ি ফেল করেছি।"

"সেটা বুঝি তীর্থে মিছে কথা বলা হবে না?"

"ওর মিছে কথা আর তোমার মিছে কথা সমান হোল? ওর সখ ক'রে আর তোমার দায়ে প'ড়ে।"

"কোন্‌টা গুরুতর হোল?"

সুচারুর মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল। ঘুরাইয়া একটি দিন থাকিয়া-যাইতেই বলা তো? বোন আসায় মনে একটি আনন্দ প্রবাহ বহিয়াছে; এমন অবস্থায় যে নিকটতম তাহাকে নিকটে পাইতেই হয় না সাধ? এটুকু যে বুঝিবে না, উল্টাইয়া তর্ক,—তাহার সঙ্গে আর কেন?

ফলগুলা গুছাইতেছিল, বঁটিটা পাতিয়া রাখিয়া রেকাবিটা লইয়া উঠিয়া পড়িল; মুখটা ভার করিয়া বলিল—"আয় কুমু—একটা ভালো পরামর্শ যে নেবে না—আমারই যেন যত মাথাব্যথা পড়ে গেছে..."

কুমুর মনটি ছোট হইয়া রহিল,—সে আসিল আর ইহাদের সেই চিরন্তন ঝগড়া কথা বন্ধ!—কোন উপায় যদি করা যাইত। পঙ্কজ এবং তাহাদের বোন কনকও আসিয়া শুনিল। কুমুর আসার জন্য আনন্দটা সবার বুকেই যেন একটু মলিন হইয়া রহিল। কনক বলিল—"এখানেও ঐ ব্যাপার? ওঁদের এ-রোগ শিবেরও অসাধ্য দেখছি।"

বিকালে চায়ের টেবিলের চারিদিকে বসিয়াছে সবাই। পঙ্কজ, সরোজ, ওদের বোন কনক, সুচারু, কুমু; মা কোথায় কথকতা শুনতে গেছেন।…এমন করিয়া নিজের সবগুলিকে বহুদিন—বহুদিনই পায় নাই সুচারু, তবুও সরোজ যাইবেই; আনন্দের পাশে অভিমানটা যেন আরও ঘন হইয়া রহিয়াছে। খুব অল্প কথা মুখে, তাও স্বামীর সঙ্গে নয়।

পঙ্কজের মনে হইতেছে কুমু যেন বড় অন্যমনস্ক—কি যেন বলিতে চায় বা করিতে চায়, কিন্তু মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহারপর হঠাৎ ব্লাউজের মধ্যে হাত দিয়া একটা কাগজ বাহির করিল এবং ক্ষণমাত্র কি ভাবিয়া সেটা টেবিলের ওধারে সরোজের সামনে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"এই পাঠিয়ে দিলাম জামাইবাবু, এটা নকল রেখেছিলাম।"

পড়িতে পড়িতে সরোজের মুখটা প্রথমে একটু গম্ভীর হইয়াই হাসিতে ভরিয়া উঠিল, বলিল—"না করলেই ছিল ভালো… দেখাও তোমার দিদিকে—এর মধ্যে আবার ধর্মাধর্মের ব্যাপার আছে, তীর্থ জায়গা তো?"

কুমু কাগজটা লইয়া সুচারুর সামনে ধরিল।

একবার নয়—দুইবার, তিনবার পড়িল সুচারু। হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে একটা টেলিগ্রামের নকল—**Influenza pray leave for a week—**

Saroj.

—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হপ্তাখানেকের ছুটি চাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, ছাপাখানেক ছুটি

আনন্দে, বিশেষ করিয়া কৌতুকে সুচারুর মনটা যেন উপচাইয়া পড়িবে। একটি হাসিকে অতি কষ্টেই ঠোঁটে

মিলাইয়া লইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল,—"সত্যি তো, তুই এ মিথ্যে বলার পাপটা কেন মাথা পেতে দিতে গেলি? তীর্থ জায়গা···"

কুমু একটু ঝাঁজিয়াই বলিল,—"শুধু পাপের দিকটাই দেখছ, আর এই যে দু'জনের মধ্যে সন্ধি ঘটালাম এর পুণ্য আমায় কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে না বাবা বিশ্বনাথকে?"

কনক আর পঙ্কজও পড়িল। ধীরে ধীরে দুষ্টামির কৌতুক-রসটা সবার মনটা সিক্ত করিয়া ফেলিল, হয়তো একটু বিভিন্ন ভাবে,---সুচারু ভাবিতেছে কেমন জব্দ!

তাহার মুখেই খুক-খুক করিয়া একটু হাসির শব্দ হইল, তাহারপরই সেই অর্ধস্ফুট হাসি পরিস্ফুট এবং সংক্রামক হইয়া টেবিলের চারিদিকে সবাইকে দুলাইয়া দুলাইয়া ফিরিতে লাগিল।

স্বপ্ন-কাণ্ড

দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন? না করেন তো মনস্তত্ত্ব নামক যে দানবটি ইঁহাদের কোণঠাসা করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে মানেন তো? এই কাহিনীটির এক অংশে একটু স্বপ্নের কথা আছে। যদি বিশ্বাস করেন দেবদেবীরা স্বপ্নে আসিয়া নিজেদের মনের কথা বলিয়া যান তো ভালোই; আর যদি মনে করেন ওসব বোগাস্, ব্রাহ্মণদের জোচ্চুরি—আসলে আমরা যা ভাবি, ভয় করি বা আশা করি, সেই সবই নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের মস্তিষ্কের কোষাণুতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তো সোভি আচ্ছা, আমার কাজ চলিয়া যাইবে।

সুচারু আর একা কলিকাতায় ফিরিবে না, যাইবার সময় স্বামীকে সে-কথা ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছে। ওর প্ল্যানও ঠিক হইয়া গেছে, শাশুড়িকে সংসারে ফিরাইবে। ঠাকুর-দেবতারা রাগ করিতে পারেন, কেননা শাশুড়ির মনটা তো ওঁরাই দখল করিয়াছেন। তবে এ এমন কিছু বড় সমস্যা নয়। উনি ঠাকুরদেবতা লইয়াই থাকুন না, শুধু কলিকাতায় আসিয়া থাকুন। পূজা ভিন্ন কোন দিকেই মন দেওয়ার দরকার নাই ওঁর। উপরে দালানের একেবারে কোণের ঘরটি সুচারু আলাদা করিয়া দিবে ওঁর জন্য।

শাশুড়িকে টানিবার উপায়টিও ঠিক করা আছে সুচারুর,

আজ থেকে নয়, অনেকদিন থেকেই। ওযে এতদিন ধরিয়া পঙ্কজ আর কুমুর মধ্যেকার ব্যাপারটা ঘোরাল করিয়া তুলিতেছে, সেকি কিছু না ভাবিয়াই? অবশ্য দেওরের কোন সময় না কোন সময় হইবেই বিবাহ, কিন্তু আজকালকার ছেলেদের যেমন দেখিতেছে, সে বোধ হয় পাঁচ-সাত বছর পরে কখনও বলিবে—"আগে পাসটা করে নি...আচ্ছা, একটা চাকরির চেষ্টা করছি, সেটা হোক আগে...মাইনে বাড়বার একটা কথা আছে, এই ক'মাস পরেই...যাক্ না এ ক'টা দিন—ভাবছি বিলাত থেকে একটা ট্রেনিং নিয়ে আসি না, বিয়ে তো মুঠোর মধ্যে, করলেই হোল এসে..."

যখন ফিরিয়া এলেন, দেখা গেল নিজেই হয়তো কোন বেড়াল-চোখির মুঠোর মধ্যে।

এখন সুচারু যা অবস্থা দাঁড় করাইয়াছে, আজ হয় তো ওরা কাল চায় না—মুখে যাই বলুক না কেন।

বিয়ের ব্যবস্থাটা একবার করিয়া ফেলিতে পারিলেই শাশুড়িকে কলিকাতায় একবার যাইতেই হইবে দিন কতকের জন্য। আর কি আসিতে দেয় সুচারু?...ভবিষ্যতের চিত্রটি ওর সামনে রঙে-রেখায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।—পাস করিয়া পঙ্কজ কলিকাতাতেই চাকরি করিতেছে—দুই বোনের সংসার, কনকও পাটনা থেকে আসিয়া কলেজে নাম লিখাইল—তারপর আসিতে লাগিল শিশুরা একটি একটি করিয়া—সে বাড়ি বলিয়া যেন চেনাই যায় না আর...

যখন ফিরিয়া এলেন, দেখা গেল নিজেই হয়তো কোন
বেড়াল-চোখির মুঠোর মধ্যে

কল্পনার প্রদীপ উস্‌কাইয়া দেয় সুচারু।—যেন অনেকদিন হইয়া গেছে, নাতিনাতনিতে জড়াইয়া পড়িয়াছেন শাশুড়ি।

সুচারু একদিন যেন বলিল—"একবার মা একটু তীর্থ-টির্থ ঘুরে আসবে না? না হয় কাছে পিঠেরই কোন জায়গা থেকে?"

একটি নাতি পিঠে, একটি কোলের মধ্যে, শাশুড়ি যেন হাসিয়া বলিতেছেন—"আর মা আমার তীর্থ করা!...এই দেখোনা, চৌকাঠের বাইরে পা দোব, তারই উপায় নেই তো তীর্থ!..."

সুচারু কল্পনাতে নিজেকে দেখে, যেন মুখ ঘুরাইয়া বিজয়ের হাসি হাসিতেছে।

কিন্তু মায়ের কাছে কথাটা পাড়া যায় কি করিয়া? এমনভাবে পাড়িতে হইবে যাহাতে একবারেই তাঁহার মনে লাগিয়া যায়। অন্য ধরণের মেয়েছেলে, সুচারুর জানা আছে তো? একবার যদি মনে একটু খুঁৎখুঁতানি ওঠে, একবার যদি 'না' বলিয়া বসেন তো আর মত করান যাইবে না। পুরানো কালের লোক, তখন সুচারু যদি ছেলের এই আসক্তির কথা তুলিতে যায় তো উল্টা ফল হইবে; এগার বছরে ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরবাড়িতে ঢুকিতে হইয়াছিল—ওঁরা এসব ভালোবাসাবাসি বোঝেন না, বোধ হয় পছন্দও করেন না।

কি ভাবে তোলা যায় কথাটা? কয়েকদিন ধরিয়া এ ভিন্ন আর অন্য চিন্তাই রহিল না মনে সুচারুর। তাহারপর হঠাৎ একটা ব্যাপার হইয়া গেল।

দুপুরবেলা। আহার করিয়া শাশুড়ি শুইয়া আছেন, সুচারু পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। একটা কোন তীর্থের গল্প করিতেছেন; কিন্তু সুচারুর সেদিকে বিশেষ মন নাই, মাঝে মাঝে একটু আধটু 'হুঁ হাঁ' দিয়া যাইতেছে মাত্র, মনে সেই এক চিন্তা—কথাটা কি করিয়া পাড়া যায়।

হঠাৎ সুচারুর মাথায় একটা মতলব উদয় হইল, এত আচম্বিতে, আর এতই নূতন ধরণের, বিশেষ করিয়া এতই লাগসই যে সুচারুর বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল। লাগসই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, যদি কোন কারণে একবার ব্যর্থ হয় তো আর কোন আশাই থাকিবে না।

তবু বড় লোভনীয়। সুচারু আর অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।—

গলাটা যেন কাঁপিয়া উঠিবে, নিজেকে খুব সংযত করিয়া লইয়া বলিল—'এই দেখো! মা তোমায় একটা কথা বলাই হয় নি। এখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল…"

"কি কথা মা?"

"তার আগে জিগ্যেস করি, তুমি কোন রকম স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছ—আজকালের মধ্যে—ঠাকুরপোর সম্বন্ধে?"

"না তো! কি স্বপ্ন বৌমা?"—শাশুড়ি উৎকণ্ঠিত হইয়া ঘাড়টা ঘুরাইয়া চাহিলেন।

"না, ভালো স্বপ্নই…"

—আর ফিরিবার উপায়ও রহিল না সুচারুর, একটা ঢোঁক

গিলিয়া বলিল, "ভালো স্বপ্নই, তবে আমার চেয়ে তো তোমারই পাওয়ার কথা বেশি, তাই জিগ্যেস করলাম।...আমার যেন মনে হোল কে এক ঠাকুর—মহাদেবের মতনই মনে হোল—মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন—'কুমুর সঙ্গে তোর দেওরের বিয়ে দিচ্ছিস না কেন ?'—আমি যেন কি জিগ্যেস করতে যাচ্ছি—বোধ হয় ভালো মিল হবে কি না—যেন মনের কথা জেনে নিয়েই বললেন—'মিল হবে না ? 'আমি বলছি তবুও সন্দেহ ?...' তারপরেই ঘুমটা ছাঁৎ করেই ভেঙে গেল। স্বপ্ন সত্যি হয় নাকি মা ?"

শাশুড়ি এক চুপ করিয়া থাকিলেন। তারপর বলিলেন—"দেখো, বাবা মনের কথা জেনে কেমন দৈবাদেশটুকু করে যান ! মেয়েটি আমার বড় পছন্দ বৌমা, কদিন থেকে ভাবছি তোমায় জিগ্যেস করি, ওর মা রাজি হবেন কি না—তাহলে লিখতে, তা ভুলেই যাচ্ছি। আমার যেন মনে হয় ওদের দুজনের ইচ্ছেটাও তাই—অবিশ্যি তোমরাই এসব ভালো বোঝ...তা বাবারও যখন আদেশ, দেখো না একবার লিখে ; আমার তো বড় পছন্দ হয়েছে মেয়েটিকে..."

হরিষে বিষাদ যে কি এই প্রথম টের পাইল সুচারু। একটা অদ্ভুত আনন্দ—ওর জীবনের সমস্ত ধারাটা যেন বদলাইয়া গেল, কিন্তু তাহারপরেই তীব্র অনুশোচনায় সমস্ত মনটা ছাইয়া দিল।

এত বড় মিথ্যা কথাটা কি করিয়া বলিতে পারিল সুচারু দেবতাকে লইয়া—তাহাও আবার তাঁহারই তীর্থে বসিয়া! সেই দুর্বল মুহূর্ত্তটির দিকে যেন আতঙ্কে চাহিয়া রহিল সে।—একটা যেন ঝড় উঠিয়াছিল হঠাৎ; বিদ্যুৎস্ফুরনের মতো মিথ্যা স্বপ্নের কথাটা মাথায় উদয় হইল, তাহারপরই যেন অন্ধ করিয়া দিয়া সামনে ঠেলিয়া লইয়া গেল আর অগ্রপশ্চাৎ কিছুই ভাবিতে দিল না।

একি হইল?—এতবড় অপরাধ কি করিয়া করিতে পারিল সে?

মাঝে মাঝে একটা আনন্দ ঠেলিয়া আসিতেছে—স্বামীকে চিঠি দিক, কুমুকে বলুক, পঙ্কজকে বলুক, ঠাট্টায় বিদ্রূপে বাড়িতে একটা উৎসবের ঢেউ তুলিয়া দিক।

কিন্তু ক্ষণিক এ আনন্দপ্রবাহকে অবিশ্বাস করিয়াই যেন চাপিয়া দিতেছে সুচারু।...কেন এতবড় মিথ্যা বলিল?—আরও ক্ষোভ, শাশুড়ি এক সময় না এক সময় নিজেই বলিতেন তো। তাঁহারও পছন্দ হইয়াছে কুমুকে,—না হইয়াই যে পারে না—আর একটু অপেক্ষা করিতে পারিল না সে!...

সমস্ত দিনটা কী করিয়া যে কাটিল!

তাহারপর রাত্রে স্বপ্ন দেখিল। এই স্বপ্নের কথাই গোড়ায় বলিয়াছি।

মহাদেব আসিয়া যেন মাথার কাছে দাঁড়াইয়াছেন। প্রশ্ন করিতেছেন—"আমি তোকে কখন স্বপ্ন দিলাম যে তুই তোর শাশুড়িকে ও-কথা বললি—হ্যাঁরে বাছা সুচু?"

আমি তোকে কখন স্বপ্ন দিলাম—

সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় মরিয়া হইয়া পড়ার জন্য স্নচারুর আর ভয় নাই। ঠাকুর যে উগ্র মূর্তিতে আসিয়াছেন এমনও নয়। কেমন যেন মনে হয়, বেশ ঘরের লোকের মতন ঠাকুর, ছেলেবেলায় 'তিন কন্যা দান'এর ব্যবস্থা করিয়া যাঁহার

বিবাহের কাহিনী শুনা যাইত, যেন সেই রকম আপনভোলা শাদাসিদে দেবতা। সুচারু তর্ক জুড়িয়া দিল—কলেজে একটু তর্ক করার বাই ছিলই, সরোজের সঙ্গে নিত্য ঝগড়া-বিবাদে অভ্যাসটা থাকিয়াও গেছে।—

সুচারু।—"একটা কথা বলুন—এ বিবাহটা কি অবাঞ্ছনীয়?"

মহাদেব।—"মোটেই নয়, বরং খুবই বাঞ্ছনীয়।"

সু।—"নিজের মুখেই স্বীকার করছেন তো?"

ম।—"না করে উপায় নেই, আমি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখতে পারছি তো? খুব সুখের জীবন ওদের—পরস্পরের মধ্যে প্রেম সঞ্চার হয়েছে কিনা?"

সু।—"আচ্ছা, অন্যদিক দিয়ে দেখা যাক্—এমন অবস্থায় বিবাহ না হলেই খারাপ হোত নাকি?"

ম।—"তা হোত।"

সু।—"জীবন বিষময় হয়ে উঠত, এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারত দুজনে?"

ম।—"তা- তা পারত বৈকি।"

সু।—"আর একটা কথা—ওদের বিয়ের বয়স প্রায় উৎরে যাচ্ছে, নয় কি?"

ম।—"তা—তা যাচ্ছে বৈকি, অন্ততঃ মেয়েটির তো বটেই।"

সু।—"আচ্ছা এবার উত্তর দিন—হওয়াটা এত বাঞ্ছনীয়, না হলে এত বিপদ, হওয়ার সময়ও উৎরে যাচ্ছে—এসব

জেনে শুনেও কাউকে স্বপ্ন না দেওয়াটা কি খুব অন্যায় হয়নি আপনার? ভেবে দেখুন, আপনি দেবাদিদেব, মিথ্যে বলতে পারবেন না তো?"

ম।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) "তা মা,—তা একটু যেমন দেখছি, হয়ে গেছে একটু অন্যায় যেন…"

স্থ।—"তার সামনে আমার এই অপরাধটুকু—অর্থাৎ আপনার যেটা করা উচিত ছিল সেটা করেছেন এইটুকু বলা কি অতি সামান্যই নয়? এর জন্য আপনার উল্‌টে জবাবদিহি চাইতে আসাটা কি…?"

ম।—(আরও বিপর্যস্তভাবে) "তা মা, তা যেমন দেখছি… আচ্ছা, তুমি কোন বর চাও, আমি যাই এবার…"

—পৃষ্ঠভঙ্গই দিলেন, তবে দেবতা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন বলাই সমীচীন।

তাহার পরদিন সকাল হইতেই সুচারু বিবাহের সরঞ্জামে মাতিয়া গেল। এখানকার বাস তুলিয়া দুই তিন দিনের মধ্যেই সবার কলিকাতা যাত্রার ব্যবস্থা করা, বাড়িতে চুণ ধরান প্রভৃতি নানা রকম প্রয়োজনীয় কাজের উপদেশ দিয়া স্বামীকে পত্র দেওয়া, পছন্দ করিয়া কিছু বেনারসী জিনিস কেনা, ঠাট্টায়-বিদ্রূপে পঙ্কজ আর কুমুকে পাগল করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা—একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না। মিথ্যা স্বপ্নটার কথা তাহার

আর মনেই পড়িল না বলিলে চলে। এক আধবার যা একটু পড়িল তাহার সঙ্গে একটা বিশ্বাসও লাগিয়া রহিল--যেভাবে কোণঠাসা হইয়াছিলেন, শিবঠাকুর আর ও সামান্য কথা লইয়া উচ্চবাচ্য করিতে আসিবেন না।

প্রার্থনা

জায়গাটা বৈদ্যনাথধাম আর যশিডি'র মাঝামাঝি, একটু বোধ হয় যশিডি ঘেঁসিয়াই। কাল সকালে সুচারুরা এখানে আসিয়াছে,—কলিকাতার পথে। শাশুড়ি বলিলেন—"হোক সময় অল্প, তা'বলে বাবাকে তো লঙ্ঘন করে যেতে পারি না।" পাণ্ডাকে টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কাছাকাছি আর ভালো বাসা পাওয়া গেল না, এইটিই ঠিক করিয়াছে।

শাশুড়ি বলিলেন—"একটু দূরে হ'য়ে পড়ল মন্দির-থেকে, না বৌমা?"

"তা হোক মা, এই ভালো।"

"কেন গো? বাবার দৃষ্টির নিচে থাকা, সে তো ভাগ্যি একটা।"

সুচারু বলিবে কিনা একটু চুপ করিয়া ভাবিল, তাহারপর হাসিয়া বলিয়াই ফেলিল—"বড় কড়া দৃষ্টি মা। কাশীতে তো সর্বদাই গা ছমছম করত—একটু কি বেফাঁস বলে ফেললাম, মনে মনে একটু কি অপরাধ হয়ে গেল···। চোখ বুজতেই ভয় করত,—একজন না একজন এসে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়েছেন—নয় বাবা বিশ্বনাথ, নয় মা অন্নপূর্ণা।···তার চেয়ে এ মন্দ নয় মা।—খুব বেশি দূরও তো নয়।"

শাশুড়ি একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসিলেন, তাহারপর একটি

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“চোখ রাঙাবার জন্যেও যদি একবার দেখা দিতেন, মা !…”

কাল সকালের কথা এটা। এইটুকুর মধ্যেই সুচারুর মনে হইতেছে ঠাকুরের দৃষ্টিতে ঢের ভালো ছিল এর চেয়ে, এ নিজের দৃষ্টির যন্ত্রণা থেকে কি করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় ?

জায়গাটা বড় চমৎকার, কিন্তু বেয়াড়ারকম নিরিবিলি। একটি উঁচু টিলার ওপর চারিখানি বাড়ি, তাহারপর জমিটা গড়াইয়া বহুদূর পর্যন্ত নামিয়া গেছে চারিদিকেই। ফাঁকা মাঠ, খানা-খন্দর, একদিকে একটা আঁকাবাঁকা চওড়া বালির রেখা, বর্ষায় বোধহয় নদী হইয়া ওঠে। কিনারার এক জায়গায় কতগুলা কালো পাথরের চাঁইয়ের উপর কয়েকটি পলাশ গাছ ফুলে বোঝাই হইয়া আছে।

চারিটা বাড়িতেই চলিয়া যাইত, যদি লোক থাকিত। মাত্র একটিতে আছে, আর সব বন্ধ, একটা করিয়া মালী আছে মাত্র।

এত চমৎকার লাগিতেছে সুচারুর ! কাল ভোরে আসিয়া একটু গোছগাছ করিয়া লইয়া চারজনে বাহির হইয়া পড়িল বেড়াইতে—সে, পঙ্কজ, কুমু আর কনক। সমস্ত রাত জাগার ক্লান্তি, তবু দশটার আগে ফিরিতেই পারিল না,—ফিরিতে যেন মনই যায় না। কী মুক্তি ! সমস্ত দেশটাই যেন হাত পা ছড়াইয়া, কিছু না ভাবিবার পণ করিয়া পড়িয়া আছে। কাল

বিকালেও খুব বেড়াইল, আজ সকালেও; প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়া আলাপও করিয়া আসিল।...কেবলই মনে হয় কী চমৎকার—কী চমৎকার! মাথার উপর সমস্ত আকাশটাই প্রায় দেখা যায়, সামনেও যতদূর পারো চাহিতে। খোলা বাতাস—হঠাৎ এক একটা নূতন ধরণের গন্ধ, ভালো করিয়া নাকে ধরিবার আগেই বোধ হয় মিলাইয়া গেল—কোথায় কি ফুটিয়া থাকিবে হয়তো।

একবার ভাবের ঘোরেই পঙ্কজ বলিয়া ফেলিল—"এত সুন্দর যে নেশা ধরিয়ে দেয় যেন, না বৌদি?"

কনক কুমুর পানে আড়ে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"কুমুদি', সাজগোজ একটু কম করো—শুনলে তো?" খানিকক্ষণ কথাই বন্ধ হইয়া রহিল; সুচারুর মুখে শুধু একটি মিঠে হাসি ফুটিয়া রহিল। কুমু একবার চোখ পাকাইয়া কনকের পানে চাহিল; পঙ্কজ অনেকক্ষণ গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া শেষপর্যন্ত হাসিয়া ফেলিল; বলিল—"পোড়ারমুখী!"

তাহারপর আজ দুপুর বেলা থেকে সুচারুর নিজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যখন একটু গড়াইয়া লইতে গেল, সুচারু একটা ডেকচেয়ারে হেলান দিয়া বাইরের বারান্দাটিতে বসিল। সামনে সেই সর্পিল বালির রেখাটি, সেই কয়টি পলাশ গাছ—ফুলে বোঝাই। দূরে দূরে পাহাড়ের নীল রেখা সব।

সবাই শুইতে গেল, অথচ তাহারই বা হঠাৎ এরকম বাহিরে

আসিয়া বসার দরকার হইল কেন? প্রশ্নটা হঠাৎই মনে উদয় হইল এবং একটু যেন বিস্মিতও হইল সুচারু। ঠিক বিস্মিত যদি নাও বলা চলে, অন্ততঃ একটু অদ্ভুত লাগিল। তাহারপর দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হইয়া আসিল।—

সুচারু দেখিল তাহার ভিতরটা শূন্য হইয়া রহিয়াছে; বড় একা-একা ঠেকিতেছে। প্রথমটা, কেন—অতটা বুঝিতে পারা গেল না। তাহারপর দৃষ্টিটা আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সজলও হইয়া উঠিল। এ এক অদ্ভুত ধরণের নিঃসঙ্গতা যাহার উপলব্ধি জীবনে এই প্রথম হইল সুচারুর। কলিকাতাতেও যে সরোজ সর্বদাই কাছটিতে বসিয়া থাকিত এমন নয়, হয়তো সমস্ত দিনই বাহিরে কাটাইয়াছে; সুচারু প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। অভিমান হইয়াছে; কিন্তু এমন অসহ্য ফাঁকা বোধ হয় নাই তো কখন। কাশীতেও তো চার পাঁচটা দিন সরোজ ছিল না—জীবনের দীর্ঘতম বিরহ তাদের; কিন্তু এমনটা হয় নাই তো একদিনের তরেও। নানারকম দৃশ্য, নানারকম কাজ,—দৃষ্টির নিচে রাখিয়া দেবতা ভুলাইয়া রাখিতেন নাকি?

সুচারু মনের অবস্থাটা ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তবে অসহ্য বোধ হইতেছে। যতই বাহিরের সৌন্দর্যে চোখ বুলাইয়া অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতেছে, ততই চোখ যেন সজল হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে এই সৌন্দর্যের বালাই লইয়া কি করিয়া টিঁকিবে সুচারু? যেন মনে হইতেছে এই

সৌন্দর্যই কাল থেকে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে একটা বিপর্যয় আনিয়াছে ; সুচারু আগে অতটা বোঝে নাই ; কিন্তু এখন যেন মনে পড়িতেছে,—সে দেখিয়া, শুনিয়া, বেড়াইয়া, বসিয়া যখনই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই যেন মনে হইয়াছে, কিসের জন্য একটু অপূর্ণতা, একটু অতৃপ্তি।...এখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিল সে অপূর্ণতা আর অতৃপ্তি কাহার অভাবে।

অভিমান এর চেয়ে ঢের সহনীয়। এ যেন মনে হইতেছে জীবনভোর যা কিছু হইয়াছে—যা লইয়া মান অভিমান, সব আমারই দোষ—তুমি এসো, মার্জনা করো ; তুমি যে জীবনে এতো তা বুঝিতে পারি নাই—তুমি আসিয়া আমার অপরাধের বোঝা নামাইয়া দাও।

বিকালটা আবার এ ভাবটা রহিল না। সন্ধ্যায় শাশুড়ির সঙ্গে গিয়া ঠাকুরের আরতি দেখিল, তাহারপর তাঁহার কাছেই মাহাত্ম্য বর্ণনা শুনিতে শুনিতে বাড়ি ফিরিল। পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি ; সুচারু কিন্তু নিজেকে আর একলা ছাড়িলই না ; ঘুম না হওয়া পর্যন্ত সকলকে লইয়া গান-বাজনা হাসি হুল্লোড়ে কাটাইয়া দিল।

পরদিন আরও একটু বেশি হৈ-চৈ লইয়া থাকিতে হইল সুচারুকে। শাশুড়ি স্থির করিয়াছেন আরও পাঁচটা দিন থাকিয়া যাইবেন। সামনের পূর্ণিমায় কি একটা যোগ আছে—

এমন নাকি টপ্ করিয়া জোটে না ভাগ্যে। কনক খুব উৎফুল্ল; কুমু আর পঙ্কজও নিশ্চয় তাই; শুধু সুচারু আর একা থাকিতে মোটেই সাহস করিতেছে না। আরও পাঁচ-পাঁচটা দিন!—এমনই এত মেলামেশা, আমোদআহ্লাদের মধ্যেও সেই অসহ্য শূন্যতা উঠিতেছে জাগিয়া, রগ দুইটা যেন এক একবার টনটন করিয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে চোখ বুঝি উঠিল জলে ভরিয়া। আরতি দেখিতেও যাইতে পারিল না আজ, ঠাকুরের কথা ভাবিতেই যেন আরও কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে। বলিল, মাথাটা একটু ধরিয়াছে।

বেড়াইয়া আসিয়া সবাই বারান্দায় বসিয়া আছে। ওবাড়ির দু'টি মেয়েও আসিয়াছে। বেশ গল্প জমিয়াছে।

শাশুড়ি মন্দির থেকে ফিরিয়া সোজা এই দিকেই চলিয়া আসিলেন, বলিলেন—"একটু চন্নামৃত খাও বৌমা। মাথার ব্যাথাটা কেমন আছে?"

"একটু একটু আছে মা এখনও।"—হাত বাড়াইল।

"সেরে যাবে'খন।"

পঙ্কজ বলিল—"কি আছে মা? ঐতেই সেরে যাবে?"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন—"চুপ কর; চন্নামৃত তো তবু একটা জিনিস; লোকে এমনিই যদি কায়মনোবাক্যে কিছু প্রার্থনা করে, ফলিয়ে দেন বাবা। কী যে মাহাত্মি জানিস নাতো, দু'পাতা ইংরিজি পড়েছিস—ব্যস!"

তর্কই আরম্ভ হইয়া গেল।

"দেন ফেলিয়ে ?"

"না, দেন না !"

"তুমি বিশ্বাস কর বৌদি ?"

"সবাই তোমার মতন নাস্তিক কিনা !"

"না, ওরকম ফাঁকা আওয়াজে চলবে না। এস, সবাই মনে মনে একটা প্রার্থনা করো। মা, চব্বিশ ঘণ্টা তোমার ঠাকুরকে সময় দেওয়া হল। কাল তুমি এসে সবার কাছে শুনবে কার কি প্রার্থনা, আর তা ফলল কি ফলল না। কেউ লুকুতে পারবে না কিন্তু। নাও এবার,—কনক, করেছ তোমার প্রার্থনা ?"

"করেছি।"

"বৌদি ?"

"হ্যাঁ, করেছি।"

এমন সময় বাড়ির ওদিকে, রাস্তায় একটা মোটর হর্ণ্ দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল এবং "পঙ্কজ !" বলিয়া কে একজন বারান্দায় উঠিল।

এদিককার বারান্দায় সবাই একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে ; এমন সময় মাঝের ঘর পারাইয়া স্বয়ং সরোজ সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সবার মুখের ভাব দেখিয়া বলিল— "বাঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি ? সব হকচকিয়ে গেলে যে !"

মাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"উঃ, খুঁজে বের ক'রতে কি কম বেগটা পেতে হয়েছে ? ঘুরতে ঘুরতে..."

সুচারুর যে কী অবস্থা—কী নিদারুণ সুখ—কী নিদারুণ

লজ্জা! রাঙিয়া উঠিয়াছে, কাহারও দিকে চাহিতে পারিতেছে না। যেন কতো চেষ্টা করিয়া কোন রকমে রাগের ভান করিয়া বলিল—"আসবার কি দরকার ছিল? চাকরিটা খাবে দেখছি।"

সরোজ বলিল—"বাঃ, চাকরি! আমি সেই বান্দা কিনা!—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী চেঞ্জে আসবেন, সব ঠিকঠাক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হঠাৎ একটা আর্জেণ্ট কেসে আটকে গেলেন।··· 'সরোজবাবু, আপনি একটু নিয়ে যান মশাই, হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমি আসছি, তখন চলে আসবেন।'···তাঁকে ক্যাষ্টর টাউনে নামিয়ে চলে আসছি।···মা নিশ্চয় বলবে তোমার বাবা বৈদ্যনাথের দয়া।"

হাসি চাপিবার চেষ্টায় সবার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মায়ের অস্বস্তিও বর্ণনাতীত। সুচারুর কথা তো না তোলাই ভালো।

কনকই উত্তর দিল, বলিল—"নাঃ, দয়া কি আর! তোমরা তো কিছুই মানবে না। কি গো মেজদা?··"

—একবার ভাজের পানেও অপাঙ্গে চাহিয়া লইল।

··· ··· ···

উৎসের মুখটি শুধু একটু খুলিয়া দেওয়া বাকি ছিল, খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে যে যে-দোর দিয়া পারিল দ্রুতপদে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। মা পর্যন্ত দাঁড়াইতে পারিলেন না। "ভেতরে চল্, পূজোর কাপড়টা ছেড়ে আসি"—বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

আসর একেবারে খালি হইলে সরোজ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"ব্যাপার কি সুচু!"

সুচারু একটু রাগের অভিনয় করিয়াই বলিল—"কিছু নয়। …একটা দিনও পরে এলে পারতে আক্কেল ক'রে।"

সাধ

মানুষের সাধের কি মাথামুণ্ড থাকে সব সময় ?

মেয়েদের সম্বন্ধে কথাটা আরও বেশি করিয়া খাটে। আরও বেশি করিয়া খাটে স্থচারুর মতো মেয়ের সম্বন্ধে।

স্থচারুর সাধ হইয়াছে সীতা হইতে : সীতার সমস্ত জীবনটিই রামচন্দ্রের প্রেমের কষ্টিপাথর, দুইবার হয় যাচাই—একবার দেখা গেল একেবারে খাঁটি, দ্বিতীয়বার···

একে তীর্থ জায়গা বৈদ্যনাথধাম, তাহার উপর রামচন্দ্র পূর্ণাবতার ভগবান ; দ্বিতীয়বার সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে নাই ; তবু, না ভাবিবার চেষ্টা করিয়াও সব মেয়েছেলেরই কি মনে হয় না—তাঁর অভাগিনী সীতাকে ত্যাগ না করিয়া রাজ্য ত্যাগ করাই উচিত ছিল ?

যাক্, ওসব দেব-দেবীদের কথা বেশি ভাবিলেই কেমন গা ছম-ছম করে।···ধরো, স্থচারু হারাইয়া গেছে, সরোজ কি করিবে ?

পিছন দিকের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া স্থচারু সামনের দিকে চাহিয়া আছে। শুক্লা চতুর্দশীর ভরা জ্যোৎস্নায় দিগন্ত পর্যন্ত ডুবিয়া গেছে—একটা অস্পস্ট স্বপ্ন যেন। এরই গায়ে দূরে কাছে বাড়িঘর, তাহার মধ্যে আলোর ঝিকিমিকি,—জীবনের সঙ্কেত।···এই রকম স্বপ্ন-বাস্তবের মিলন-রেখায়

আসিয়া দাঁড়াইলে কেমন একবার ইচ্ছা হয়—বাস্তবকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি সে কত বাস্তব।...এই যে ওদের প্রেমের এত বড়াই, একবার পরীক্ষা হইয়া যাইলে কেমন হয়?

সুচারু চিন্তার মধ্যে ছাড়িয়া দিল নিজেকে। ক্রমে মাথাটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।...ধরো, কালকের এই যোগ আসিতেছে;—মা বলেন, অনেক কাল গিয়া ক্কচিৎ কখন এমন একটা যোগ আসে, কত দেশ থেকে কত লোক যে জড়ো হয় তাহার লেখাজোখা নাই। ধরো, এই যোগেই বাবাকে দর্শন করিতে গিয়া সুচারু গেল হারাইয়া...

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সুচারুর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সীতা হইবার সাধের অন্যদিকে যে আবার রাবণের সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে! আর এ সব জায়গাও তো সেই রকম, পাণ্ডার পাশে পাশেই গুণ্ডা; অত কথা কি, জায়গাটাই যে রাবণের গড়া এক হিসাবে।

আরও অনেক ভাবিল সুচারু; রাবণের প্রতিভূদের হাতে যে পড়িতেই হইবে এমন কি কথা আছে? সীতা যে ভুলটা করিয়াছিলেন সেটা না করিলেই হইল।

আরও নিরাপদভাবে কি হারানো চলে না?...মোট কথা, কেমন একটা অদ্ভুত জিদ চাপিয়া গেছে পরীক্ষাটা করিতেই হইবে।

সরোজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রীকে দেখিতে গিয়াছিল, রোজ যায় একবার করিয়া; ফিরিয়া আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া

বসিল। সুচারু বলিল···"কাল সকালে কোথাও বেরিও না, একবার বাবার দর্শন করতে যেতে হবে।" .

সরোজ সোজা হইয়া বসিল, বিস্মিতভাবে বলিল—"এই ভিড়ে!"

সুচারু গম্ভীরভাবে বলিল—"ভিড়ের ভয়ে তো এতবড় যোগটা বাদ দেওয়া যায় না।"

"যোগের সঙ্গে বিয়োগের সম্ভাবনাটা ভেবে দেখেছ? সেবারে এলাহাবাদের মেলায় কত লোকের কেউ না কেউ কাছ-ছাড়া হয়ে গিয়ে···"

"বিয়োগ হলে আর একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে নিতে কতক্ষণ? তার জন্যে বড় মাথাব্যাথা কিনা তোমাদের।"

সরোজ উত্তর দিতে যাইবে, পঙ্কজ, কনক, আর কুমু আসিল; তিনটি বাড়ি পরেই যে ভদ্রলোক আছেন তাঁহার বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিল। কুমু পঙ্কজের সঙ্গে বাহিরে যায় না আজকাল, তবে ওবাড়িতে তাহারই বয়সী একটি অনূঢ়া মেয়ে আছে, এদের স্বঘর আবার। কুমু কনকের পাশে বসিয়া পঙ্কজের কথাবার্তার ভাব-গতিকটা লক্ষ্য করে।

এরা আসিলে সরোজ চেয়ারে এলাইয়া বলিল;—"ঐ শোন পঙ্কজ, তোমার বৌদি কাল মেলায় ঠাকুর দেখতে যাবে। কনক শোন—কুমু, তুমিও শোন।"

সকলে বিস্মিতভাবে চাহিল, কিছু বলিবার আগেই সুচারু মুখ ভার করিয়া বলিল, "এত সাক্ষী মানার দরকার দেখছি না তো।"

"দরকার আছে বৈকি। যাঁদের মেয়ে তাঁদের কাছে একটা জবাবদিহি আছে তো ?. বরং সাক্ষীদের সবটুকুই বলে রাখি,—আমি বললাম—ওখানে নানারকম বিপদের সম্ভাবনা আছে, ভিড়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে মেয়েরা গুণ্ডাদের হাতে প'ড়ে না-পাত্তাও হয়ে যায় অনেক সময়···তার উত্তর হোল, তা'হলে অন্য একটী বিয়ে করে নিও।"

বলিতে বলিতে বিরক্তি আর রাগ আসিয়া গেছে, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"মস্ত বড় ভয় দেখানো হচ্ছে, সবাই রামচন্দ্রের মতন হয়ে আর কি···"

চলিয়া গেল।

সকালে পাণ্ডা আসিল। সরোজ বলিল—"যাবে তো মার সঙ্গে চলে যেতে বল্ কনক, পাণ্ডা রয়েছে।"

সুচারু বলিল—"ঠাকুরঝি বলো, আমার এখনও সব কাজ বাকি, যখন সুবিধে যাব—একেবারে নেয়েটেয়ে।"

"আমার আশা করতে বারণ করে দে কনক। আমি পারব না যেতে।"

"বলে দাও ঠাকুরঝি, অমন উদ্ভট আশা আমি করি না কখনও।"

শাশুড়ি আঁচ পাইয়াছিলেন আরম্ভ হইয়া গেছে, বাহির হইবার সময় বলিলেন, "না হয় না-ই যেতে মা, বারণ করছে সরোজ।···"

"কোন্ ভালো কাজটায় বারণ না করেন মা?—আপনি মোটরটাকে দশটার সময় আসতে বলে দেবেন।"

"পাণ্ডা ঠাকুরকেও পাঠিয়ে দেব তো?"

"না, ঠাকুরপো যাবেন সঙ্গে।"

পঙ্কজ কাছেই ছিল, ভাই-ভাজের কলহের মধ্যে পড়িয়া একটু বিপর্যস্তভাবে বলিল—"আবার আমায় কেন? বেশ তো আসত পাণ্ডাঠাকুর।"

বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল সবাই, সুচারু বলিল—"যেও না; লক্ষ্মণ-ভাই,—বনবাসে দিয়ে আসতে হলে যেতে।"

মুখটা কঠিন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মোটর যখন আসিল, অবশ্য পঙ্কজই লইয়া গেল।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা। সরোজ সবেমাত্র খাইতে বসিয়াছে, কাছে কনক বসিয়া হাওয়া করিতেছে, পঙ্কজ একেবারে পাগলের মতো হইয়া প্রবেশ করিল।

উঠান থেকে কনককেই দেখা যায়, সরোজ একটু আড়ালে। পঙ্কজ প্রশ্ন করিল—"বৌদি আসেননি কনক? দাদা কোথায়?"

চেহারা দেখিয়া কনক ভয়ে পাখা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"কেন, বৌদি কোথায় মেজদা?"

পঙ্কজ ততক্ষণে সামনে আসিয়া গেছে, বলিল, "বৌদিকে পাচ্ছি না দাদা?"

বৌদিকে পাচ্ছি না দাদা ?

সরোজ হাত থামাইয়া একটু নিরীক্ষণ করিল ভাইকে; যদিও সেটা সম্ভব নয়, তবু একটু সন্দেহ হইল ভাইয়ে-ভাজে

এক হইয়া রহস্য করিতেছে না তো? তাহারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল—"সে কি! পাওয়া যাচ্ছে না মানে!"

পঙ্কজ এক নিঃশ্বাসে সবটা বলিয়া গেল—"ভয়ঙ্কর ভিড়—তেমনি হৈ-চৈ—হাত ধরেই নিয়ে যাচ্ছিলাম তাঁকে, মন্দিরের দরজায় ঢুকতে একটা ধাক্কায় আলাদা হ'য়ে গেলাম, আমি ভেতরে উনি বাইরে—ডাকলাম—দু'বার সাড়া পেলাম—দ্বিতীয়-বার অনেকটা দূর থেকে—ভিড়ে আমায় ভেতরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ওঁকে বাইরের দিকে—ঠেলে ঠুলে বেরুতে আমার মিনিট দশেক লেগে গেল—বাইরে এসে কত খুঁজলাম, কত হাঁকাহাঁকি করলাম—কোন পাত্তা নেই—ভলান্টিয়ারের ব্যবস্থা খারাপ, তবু ক্যাম্পে গিয়ে খবর দিলাম—আবার মন্দিরমুখো হলাম, পাণ্ডাকে খুঁজি, মা কোথায় দেখি, কোন্ মন্দিরের কোণে তাঁর ব'সে জপ করবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে—এক হাত যেতে দশ মিনিট লেগে যায়—আধ ঘণ্টা চেষ্টা করে হার মেনে আবার বাইরে এলাম—যত সময় যাচ্ছে ততই যে মনের অবস্থা কি হচ্ছে—একেবারে নতুন জায়গা, কিছু জানা নেই—প্রায় ঘণ্টাখানেক খোঁজার পর খেয়াল হ'ল বাড়ি চলে যান নি তো…"

মুখটা শুকাইয়া আমসি হইয়া গেছে, বলিতে বলিতে বার দু'য়েক ঠোঁট দুটাও কাঁপিয়া উঠিল।

সরোজ শান্ত থাকিবার চেষ্টা করিয়া বিহ্বল ভাবে বলিল—"না, সে আসেনি তো।…এই দেখো! থানায় খবর দিয়েছিস্?"

পঙ্কজ হঠাৎ ছেলেমানুষের মত হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া

উঠিল, বলিল—"না দাদা, তুমি চলো শীগ্‌গির—আমায় লক্ষ্মণ-দেওর বলে ঠাট্টা করলেন,—সত্যিই আমি তাঁকে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম দাদা…ওরে কনক, একি হোল রে!…"

সরোজ বলিল—"চল্‌, কাঁদবার সময় নয়, চারিদিক থেকে কতরকম লোক এসেছে…কনক, কুমু তোমরা বাড়িতে থাকো, এলেই মালাকে দিয়ে ভলান্টিয়ার ক্যাম্পে খবর দিয়ে দিও,… চল্‌।"

ভিড়ের বাজারে যতটা হৈ-চৈ, জানাজানি করা সম্ভব, করিল; কোন নিদর্শনই নাই সুচারুর, শুধু এখানে-সেখানে নানা রকমের গুজব উঠিয়া মনটাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বার তিনেক বাসায় খোঁজ লইতে আসিয়াছে সরোজ, মুখ চোখ বসিয়া গেছে, চুল উস্কখুস্ক, মুখে কথা বাহির হইতেছে না। কনক, কুমু একমুঠো খাইয়া লইতে সাধাসাধি করিল। সরোজ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল, "এক গ্লাস জল দে বরং।"

সেটা পৌঁছিবার আগেই হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল—পাগলের মতো হইয়া গেছে। বারদু'য়েক পঙ্কজও আসিল, ঐ অবস্থা।

ঘণ্টা তিনেক এইভাবে কাটিয়া গেছে। চতুর্থবার সরোজ খোঁজ লইতে আসিয়াছে। মোটরটা মাঝ রাস্তায় বিগড়াইয়া গেল,

হাঁটিয়াই আসিতে হইয়াছে। অবসন্ন, কথা কহিবার শক্তি নাই, ভালো করিয়া ভাবিতেও পারিতেছে না। কি শুনিতে হইবে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতেও সাহস হইতেছে না, বাহিরের বারান্দায় একটা বেঞ্চ পাতা ছিল, আস্তে আস্তে তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ ওদিককার বারান্দায় একটা হাসি উঠিল, সুচারুর গলা। সরোজ কান খাড়া করিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখা যায় না এ-বারান্দা থেকে ও-বারান্দা, তবে কথাগুলো শোনা যায়।

কনক রাগিয়া বলিতেছে, "হেসো না বৌদি। তাঁদের চেহারা যদি দেখো!"

সুচারুর গলা—"আর চেহারা দেখে কাজ নেই, এমনি আমার এত হাসি পাচ্ছে! দুই ভাই সহর চষে ফেললেন অথচ এটুকু বুদ্ধি হোল না যে একবার পাশের বাড়িটায় জিজ্ঞেস করি।"

কুমু বলিল, "না, দিদি, খুবই অন্যায় করেছ, একটা খবর দিতেও তো হয়? জানো, হারিয়ে গেছ···"

"তুই চুপ কর কুমু—বাড়ির পাশেই রয়েছি, অথচ জানব হারিয়ে গেছি!···মন্দিরে ঢোকবার আশা ছেড়ে একটু বাইরে এসেই দেখি ওবাড়ির গিন্নি, সঙ্গে চলে এলাম। তারপর ওখানেই একমুঠো খেয়ে নিতে বললেন, আমি আবার কারুর কথা ঠেলতে পারি না। আর খবর দোব কি? জানি তোর জামাইবাবু আবার একটা বিয়ের জোগাড় করছে, একেবারে

বিয়ের ভোজে গিয়ে উঠবো স্পষ্টই তো বললে---সবাই রামচন্দ্র নয়—শুনলিনি তখন ?”

দুষ্টামিতে ভরা কণ্ঠস্বর।

সরোজের ঠোঁটের একটা কোণ একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল! কি একটু ভাবিল, তাহারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া একখানি কাপড় লইয়া একেবারে বাথরুমে চলিয়া গেল। কোন শব্দ না করিয়া বেশ ভালো করিয়া সাবান দিয়া মুখ-হাত-পা ধুইল, মাথা আঁচড়াইল। পরিষ্কার কাপড় এবং জামা পরিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া হাতে করিয়া নিরুদ্বেগ চরণে ওদিককার বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল। সকলে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল।

ধীরে-সুস্থে একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে নিশ্চিন্ত-কণ্ঠে বলিল—“তবে যে বঙ্কু বললে হারিয়ে গেছ ?”

সুচারু পরাজয়টা বুঝিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—“বাঃ, ভেবে ভেবে কালি মেরে গেছ দেখছি !”

সরোজ সিগারেট সুদ্ধ হাতটা নাড়িয়া বলিল—“বাঃ, ভেবে আর কাজ কি! আমার চাবিটা সুদ্ধ নিয়ে গিছলে সেটা খেয়াল আছে ? বিদেশে চাবি হারানো,—কনককেই না হয় জিগ্যেস করোনা কিরকম ভাবিয়ে তুলেছিল।”

বর্তমান

সুচারুর কি হইয়াছে ?

খুব যে বিষণ্ণ থাকে এমন নয়, বরঞ্চ বেশ স্ফূর্তিই, স্বাস্থ্যেরও এখানে আসিয়া বেশ উন্নতি হইয়াছে, তবে হঠাৎ এক এক সময় বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে আর সে-ভাবটা যেন সহজে কাটিতে চায় না। সরোজ আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছে—বেশ খাটিতেছে, কিম্বা কুমু, পঙ্কজ, কনককে লইয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে, হঠাৎ ছাড়িয়া ছুড়িয়া আসিয়া একজায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া পড়ে, ঠিক ক্লান্তির ভাব নয়, যেন একটা মস্ত বড় অন্যায় করিতেছে, ভীত হইয়া পড়ে। বেশি দিন নয়, এই দিন পাঁচ-ছয় থেকে এই অবস্থা যাইতেছে, সরোজ দু'-একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোনও সন্তোষজনক উত্তর পায় নাই; স্বাস্থ্যটা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছে, সুচারু রাগিয়া গেছে, বলিয়াছে—"একটা বাই যেন পরীক্ষা পরীক্ষা! কেন, বাইরে থেকে বুঝতে পার না ? আমি তো আরশি দেখেই বুঝতে পারি মোটা হয়েছি।...ডাক্তার!"

সরোজ বেশ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সুচারুর জীবনের ট্র্যাজেডি তো জানে,—ওর এই সন্তান-লালসা আর তাই লইয়া নিরাশা শেষপর্যন্ত যে কী বিপদ ঘটাইবে! দিন-দিনই যেন বাড়িয়া যাইতেছে।

কি করে সরোজ ?—কোন উপায়ই ঠাহর করিতে পারিতেছে

না। মনে যদি অন্ততঃ আশাটাও লাগিয়া থাকে তো অনেকটা ভরসা হয়। পরে যদি সন্তান নিতান্ত নাও হয় তো ধীরে ধীরে সুচারু নিজের অদৃষ্টকে মানিয়া লইতে পারে—পৃথিবীকে চিনিয়া, আরও পাঁচজন নিঃসন্তানাকে দেখিয়া। এই উঠ্‌তি বয়সের নৈরাশ্যটা কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর!

চেষ্টা করিয়াছে সরোজ—ডাক্তার হিসাবে বুঝাইয়াছে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই, আর মিছা কথা বলিয়াও বুঝায় নাই, সত্যই শরীরগত এমন কোন কারণ নাই যাহার জন্য সুচারুকে নিঃসন্তানা থাকিতে হইবে।...হয়তো একটু আশা পাইয়াছে, কিন্তু কিছু যে হইতেছে না এইটিই তো অন্যদিকের সবচেয়ে বড় প্রমাণ? আবার যেন ঝিমাইয়া গেছে। এবারে হয়তো ভাবটা অন্য রকম, তবু ঐ হঠাৎ অন্যমনস্কতা, খাটুনির মধ্যে হঠাৎ বিরতি দিয়া ঐভাবে বসিয়া যাওয়া;—নাঃ, চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে সরোজকে। এখানে আবার কাজের অভাবে এক মাত্র চিন্তা সুচারু, আরও যেন ভেতরে ভেতরে অস্থির করিয়া দিয়াছে।

পিছনের বারান্দায় একলা বসিয়া সিগারেটের ধুঁয়ার সঙ্গে চিন্তার কুণ্ডলী পাকাইতেছিল সরোজ, এক সময় তাহার হঠাৎ মনে পড়িল—আচ্ছা, বিজ্ঞান তো হার মানিল, একবার দৈবের আশ্রয় লইলে কেমন হয়? জলপড়া বা চরণামৃত নয়, ওসব তো হইয়া গেছে; অন্যভাবে, যাতে সুচারুর মনে একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া মনে একটা দৃঢ়তা আনিয়া দিতে পারে: মনো-

বিজ্ঞানে যাকে বলে সাজেস্‌শন (Suggestion)-ঐ জাতীয় একটা কিছু।

তৃতীয় দিনের কথা। বিকাল বেলা। সামনের বারান্দায় বসিয়া গল্প হইতেছে; শাশুড়িও আছেন, নাই শুধু সরোজ; সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রীকে দেখিতে গিয়াছে।

একজন সন্ন্যাসী সামনের রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একবার বাড়িটার দিকে চাহিয়া ভেজানো ফটকটা খুলিয়া ভিতরে বারান্দার নিচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, মাথায় বড় বড় চুল, ডগার দিকটা কটাশে হইয়া আসিয়াছে। পরনে রক্তাম্বর, সেই ধরণেরই একটি উত্তরীয়, পায়ে বাদামি ক্যাম্বিসের জুতা।

পঙ্কজ উঠিয়া আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"কাকে খুঁজছেন?"

সন্ন্যাসী মুখের দিকে একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অল্প একটু হাসিলেন, বলিলেন—"খুঁজতে তো একজনকেই হয় বাবা পঙ্কজ, আর সব তো পাওয়াই। জানতে তো একজনকেই হয়, আর সবইতো জানা।"

শেষেও একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন। সকলে একটু বিস্মিত সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইয়া উঠিল। পঙ্কজও দাদার মতো কতকটা নাস্তিক, অবিশ্বাসী, কিন্তু তাহার বিস্ময় সবাইকে ছাড়াইয়া গেল, সন্ন্যাসীকে কখনও দেখে নাই।

তবু সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া গেল, একজনের নাম জানা এমন কি আর বড় কথা? নিজের চেয়ারটা আগাইয়া দিয়া বলিল—"বসুন।"

পরিচয় হইল। ত্রিকূট পাহাড়ে একটি গুহায় থাকেন মাসে একবার করিয়া বাহির হন, বাবা বৈদ্যনাথের দর্শন করিয়া একটি মাত্র গৃহস্থের বাড়িতে ফলমূল যাহা সঞ্চয় হয় আহার করিয়া আবার ফিরিয়া যান। পক্কান্ন স্পর্শ করেন না। এর বেশি কিছু বলিলেন না। গৃহিণী প্রণাম করিতে যাইতে-ছিলেন, মানা করিলেন, বলিলেন—"তোমার শরীরে দ্বাদশের চেয়েও অধিক তীর্থের জল আছে মা, তোমার প্রণাম নিতে পারব না, গুরুর মানা। তোমরা আসতে পার—অবশ্য যদি শ্রদ্ধা থাকে।"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"চারজনেই কলেজ-পড়া, তাই বললাম।"—খোলা হাসি, কোন ব্যঙ্গের ভাব নাই।

ওরা তিনজনে তো প্রণাম করিবার জন্য মার সঙ্গেই উঠিয়াছিল, অবিশ্বাসী যে পঙ্কজ সেও পর্যন্ত গিয়া পদধূলি লইল। কলেজে-পড়ার কথাটায় সকলে ভিতরে ভিতরে আরও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। সকলে আবার আসিয়া চুপ করিয়া বসিল। গৃহিণী শুধু একবার বলিলেন—"এমন অদেষ্ট, বাড়ি বয়ে এলেন, তবু পায়ের ধূলো পেলাম না।"

সুচারুকে বলিলেন—"বৌমা, তুমি যাও মা, বাবার জন্যে ফলটল কেটে নিয়ে এসো। রাত্তিরের ছানাটা দিয়ে গেছে তো?"

সুচারু উঠিতেই সন্ন্যাসী একটু ম্লান হাসি হাসিলেন, তাহার-পর যেন নিরুপায় হইয়াই বলিলেন—"তুমি বোস মা, কনক-মা যাক্ বরং।"

সুচারু কুণ্ঠায় রাঙিয়া উঠিল,—সেই পৌরাণিক উপাখ্যান,—সন্ন্যাসী বন্ধ্যা নারীর ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন না। আরও সবাই বুঝিল, কনক উঠিয়া গেল, গৃহিণীর অবস্থা এমন হইয়াছে, কোথায় চোখ রাখিবেন যেন বুঝিতে পারিতেছেন না। একটু পরে দুটি হাত জড়ো করিয়া বলিলেন—"কোল কি এই রকমই চিরকাল শূন্য থাকবে বাবা? একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, অনেক পুণ্য হলে তবে তো আপনার মতন মহাপুরুষের দেখা পাওয়া যায়, করুন কিছু একটা উপায়।"

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, বলিলেন—"মা, সন্তান নিজের পূর্ব জন্মের উপার্জন না থাকলে তো পাওয়ার জো নেই। ঐ যে জলপড়া কি ধুনির ছাই ও সব বুজরুকি—তা বুজরুকি দেখাতে তো আমি আসিনি। তবে সন্তান হয়নি বা দেরি হচ্ছে বলে, হবেনা একথা তো কোথাও লেখা নেই।...দেখি, তুমি এই চেয়ারটাতে এসে বসো তো মা সুচু, কুমু-মা তুমি ওর চেয়ারটাতে বসো গিয়ে।...এইটিকে আপনার ছোট বৌ করছেন? ভালো।"

—বিস্ময়ের মাত্রা সবার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। সব যে নখদর্পণে স্বামীজির!

সুচারুর বাঁ হাতের চারিটি আঙুলের ডগা ধরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন—"ও

বাবা, মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন ; জল, আগুন সব ফাঁড়াই যে মাথার ওপর দিয়ে গেছে দেখছি। আট বছরে সাঁতার কাটবার সখ হয়েছিল মায়ের, না গা ?”

সুচারু অল্প একটু হাসিয়া মুখটা ফিরাইয়া লইল।

“আর, ন' বছর তিনমাস না এটা ?”—হাতটা আরও চিতাইয়া ধরিয়া একটা রেখা বিশেষ অনুধাবনের সহিত পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন—“তাই তো,—ন'বছর তিন মাসে রান্নার সখ···অন্নপূর্ণা যে পুড়তে পুড়তে বেঁচে গিয়েছিলেন !” নিজেও হাসিলেন অপর সবাইও হাসিল ; সুচারু, হাসির মধ্যেই আরও লজ্জায় গুটাইয়া গেল। পঙ্কজ বলিল—“এখনও আছে সখ রান্নার, এখন দাদাকে জ্বালান।”

আর এক চোট হাসি উঠিল। সুচারু হাতটায় একটু টান দিয়া লজ্জিতভাবে বলিল—“আর থাক।”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—“মা আমার লজ্জা পেয়ে গেছেন। বেশ, আর লক্ষ্মীপনার কথা তুলব না, সামুদ্রিক বিদ্যার নিয়ম কিনা, আগে অতীতের কথা দু'একটা বলতে হয়···এবার দেখি।”

অনেকক্ষণ ধরিয়া হাতটা নাড়িয়া চাড়িয়া, আঙ্গুলগুলা টানিয়া, রেখা গুলার উপর হাত বুলাইয়া বিচার করিলেন, মুখটা ক্রমেই দীপ্ত হইয়া আসিতেছে। তাহারপর এক সময় গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—“বহু সন্তানবতী জননী—চার ছেলে, তিন মেয়ে।”

হাতটি ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিলেন। গৃহিণী বলিলেন—

"কিন্তু কবে বাবা? আমারও তো একটা সাধ আছে? কবে পাবো দেখতে নাতির মুখ?"

"সেটাও বলে দিতে হবে?"—সন্ন্যাসী আবার হাতটা তুলিয়া লইয়া আরও একচোট সূক্ষ্মতর বিচার করিয়া বলিলেন—"এই যে হয়েছে,—আর ঠিক দু'বছর পরে এই বাড়িতে আমি মায়ের হাতে খেয়ে যাব।"

খালি স্বামীজির কথাই হইল সেদিন;—কি আশ্চর্য, সব যেন একেবারে নখদর্পণে! সেই যে আসিয়াই একবার বলিলেন—"জানতে শুধু একজনকেই হয়, আর সবতো জানা" —তা কি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য!

সরোজ আসিয়াও শুনিল, প্রথমটা অবিশ্বাসীর মতোই একটু তর্ক করার পর বলিল—"হতে পারে, তোমরা সবাই যখন বলছ। পৃথিবীতে আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার যে নেই একথা তো আমি বলিনি।"

চমৎকার ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সব ঘরে যখন কপাট পড়িল, সরোজ সুচারুকে বলিল—"চলো, বাইরের বারন্দায় গিয়ে বসি একটু।"

বারান্দায় আসিয়া সুচারু একটু দাঁড়াইয়া পড়িয়া কুণ্ঠিতভাবে

.ামীর পানে চাহিল, তাহারপর বলিল—"চল বরং ফাঁকায় ঐ পাথরটার ওপর গিয়ে বসি।"

বেশি কথা বলিতেছে না, কিন্তু বেশ বোঝা যায় আনন্দ যেন আলোর মতোই ঠেলিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে থেকে।... দু'জনে গিয়া পাথরটার উপর পাশাপাশি বসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সুচারুর দুটি হাতই সরোজের দুটি হাতের মধ্যে।

এক সময় সরোজ বলিল—"কেমন এবার বিশ্বাস হোলতো চুচু? আমি ডাক্তারির দিক থেকে কতবার বললাম হবে, নিরাশ হবার কারণ নেই—এবার সন্ন্যাসীর গণনা বিশ্বাস হোল তো?"

সুচারু মুখটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া বলিল—"না।"

"সে কি!!" বলিয়া সরোজ এমন ভাবে চমকিত হইয়া উঠিল যেন দুইদিন ধরিয়া অনেক যত্নে, অনেক কৌশল আর খরচ করিয়া গড়া একটা জিনিস ধূলিসাৎ হইয়া গেল!

মুখটা বাড়াইয়া বলিল—"অমন খাঁটি সন্ন্যাসী, প্রত্যেকের না বললেন, ছেলেবেলায় তোমার কবে কি ফাঁড়া গিয়েছিল স-সব পর্যন্ত..."

স্বামীর দিক থেকে লজ্জিত, হাসি-হাসি মুখটা একবার চকিতে রাইয়া আনিয়া সুচারু বলিল—"অতীত বললেন, কিন্তু বর্তমান লিতে পারলেন না কেন?"

"কি বর্তমান? —কি বলতে পারলেন না?"

লজ্জা, আনন্দ আরও যে কী সব হইতেছে মনে, ধরা যায় না ; সুচারু আর বসিতে পারিল না, স্বামীর কোলে এলাইয়া পড়িয়া, বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল—"খোকা যে এসে গেছে..."

শেষ